সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঁচাশীতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঁচাশীতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৫তম বর্ষ ॥ সংখ্যা ঃ ১-২

সূচীপত্র

বল্লভাচার্য ও সম্প্রদায়

সতী ঘোষ

জন্ম ও শৈশব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যকুলের মধ্যে বল্লভাচার্যের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

গোদাবরী নদীর উপকূলে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কাঙ্করবাদ গ্রাম-নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক তেলুগু ব্রাহ্মণ বংশে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। বল্লভাচার্যের পারিবারিক পেশা ছিল পৌরোহিত্য, এবং বংশের সাত পুরুষের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই বংশের যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট নামধারী কোনো ব্রাহ্মণ এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর গভীর ভক্তির পুরস্কার পান স্বয়ং ভগবানের প্রতিশ্রুতিতে, যে তিনি যজ্ঞনারায়ণের বংশে আবির্ভূত হবেন। বল্লভাচার্যের অপর এক পূর্বপুরুষ গণপতি ভট্ট তান্ত্রিকতা প্রচারের বিরোধিতা করে একখানি পুস্তক রচনা করেন "সর্ব তন্ত্র নিগ্রহ"। গণপতি ভট্টের পুত্র বালম ভট্ট ধর্মবিষয়ে কতকগুলি পুস্তক রচনা করেন, এই পুস্তকগুলির মধ্যে 'ভক্তিদীপ' উল্লেখযোগ্য।

বালম ভট্টের দুই পুত্র, লক্ষ্মণ ভট্ট এবং জনার্দনের মধ্যে লক্ষ্মণ ভট্টের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজপুরোহিত সুশর্মার কন্যা ইল্লাম্মাগারুর পরিণয় হয়। এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম নেবার পরই লক্ষ্মণ ভট্ট গৃহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ ভট্টের উদ্দেশ্য ছিল গুরু-অন্বেষণ ও তীর্থযাত্রা। কিছুকালের মধ্যে লক্ষ্মণ ভট্ট "প্রেমকর" নামে একজন মহাবিজ্ঞানী সন্ন্যাসীর কৃপা লাভ করেন এবং সমস্ত জীবন তাঁর সেবায় উৎসর্গ করেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণের পিতাও বধূ পুত্র কন্যাসহ তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে তাঁরা প্রেমকরের আবাসস্থলে এসে উপস্থিত হন। ইল্লাম্মাগারুর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে এবং তার দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়ে প্রেমকর লক্ষ্মণ ভট্টকে গৃহে ফিরে যাবার আদেশ দেন।

এর কিছুদিন পরেই লক্ষ্মণ ভট্ট পরিবারসহ সর্ব ভারতের কতকগুলি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হন এবং এইখানে তাঁর সঙ্গে চম্পারণ্য রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পরিচয় হয়।

কৃষ্ণদাস অপুত্রক ছিলেন, এবং লক্ষ্মণ ভট্টকে "সাধু" জেনে তাঁর নিকট পুত্র জন্মের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। লক্ষ্মণ ভট্টের আশীর্বাদে কৃষ্ণদাসের পুত্র হয় এবং পরবর্তী যুগে বল্লভাচার্যের ধর্মপ্রচারের আন্দোলনে কৃষ্ণদাসের পুত্র কিছু অংশ গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণ ভট্ট প্রয়াগ থেকে বারাণসী যান এবং সেইখানে কিছুকাল বাস করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মণ ভট্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাস করেন এবং নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মণ ভট্টের বাসকালে গুজব শোনা যায় যে বারাণসীতে মুসলমান আক্রমণ আসন্ন। এই সময়ে দুই মুসলমান রাজা দিল্লীর বহলুল লোদী এবং জৌনপুরের শর্কীর হুসেন শাহের যুদ্ধ চলছিল। হুসেন শাহের রাজ্যের রাজধানী ছিল বারাণসী থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি গুজব রটে যে হয় বহলুল লোদী স্বয়ং কিংবা তাঁর সেনাপতি বারাণসীর ধনসমৃদ্ধ মন্দিরগুলি লুণ্ঠনের আক্রমণ চালাবে। মুসলমান আক্রমণের গুজবে অনেকেই ভয় পেয়ে বারাণসী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেন। যাঁরা দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে রওনা হন, লক্ষ্মণ ভট্ট স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ তাঁদের সঙ্গী হন। ইল্লাম্মা তখন সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা।

পথচলার পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী হওয়াতে আটমাসেই ইল্লাম্মা একটা মৃতকল্প অপুষ্ট শিশু প্রসব করেন, এবং এই শিশুই বল্লভাচার্য নামে খ্যাত হন। নিবিড় "চম্পা" অরণ্যের মধ্যে ১৫৩৫ সংবৎ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখের একাদশ দিনে কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। জন্মাবার পর শিশুর দেহে প্রাণের সাড়া না পাওয়ায় মৃত ভেবে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে একটা শমী বৃক্ষের কোটরে শিশুটিকে শুইয়ে রেখে লক্ষ্মণ ভট্ট চলে যান সময়াভাবে তাকে মাটির মধ্যে প্রোথিত না করে। যে চম্পা অরণ্যের মধ্যে বল্লভাচার্যের জন্ম হয়, এই অরণ্যটি মধ্যপ্রদেশের রাঃপুরের চম্পারণ্য নগরের খুব সন্নিকট, এবং এই অরণ্য সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে যে যদি কোনো গর্ভবতী রমণী এই অরণ্য অতিক্রম করতে চেষ্টা করে তবে তার গর্ভপাত হবে।

চম্পারণ্য অতিক্রম করে "চম্পারণ্য" নগর থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণ ভট্ট পরবর্তী বিশ্রামস্থান "টচাড়া নগরে" উপস্থিত হন। রাত্রিতে লক্ষ্মণ ও ইল্লাম্মা দুজনেই ভগবানের আদেশ পান, বল্লভ মৃত নন, স্বয়ং ভগবান বল্লভের মূর্তিতে জন্ম নিয়েছেন। তাকে নিয়ে আসতে হবে। ভগবানের আদেশ পেয়ে লক্ষ্মণ ভট্ট ও তাঁর স্ত্রী ফিরে গিয়ে দেখেন শিশুর চারিদিকে আগুন জ্বলছে এবং শিশু অগ্নিপরিবেষ্টিত নিরাপত্তার মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। সেই অগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে হাত বাড়িয়ে বল্লভের জননী তাকে কোলে নেন।

বল্লভাচার্যের জন্মমুহূর্ত সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে। গভীর চম্পা অরণ্যের মধ্যে যে মুহূর্তে বল্লভাচার্যের জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্তে চম্পারণ্য থেকে বহুদূরে মথুরার চোদ্দ মাইল পশ্চিমে "ব্রজে" গোবর্ধন পর্বতের উপরে কালো পাথরের একখানি উঁচু হাতের সঙ্গে একখানি মুখ ভেসে ওঠে। এই মূর্তি দর্শন করবার জন্য বহুলোক জড় হয় এবং এই মূর্তির নামকরণ হয় "দেবদমন"। এই মূর্তিই পরে শ্রীগোবর্ধন নাথজী বা সংক্ষেপে "শ্রীনাথজী" বলে খ্যাত হন।

এই জনশ্রুতির সঙ্গে আরো একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই—

বল্লভাচার্যের জন্মের কিছু কম একশ বছর আগে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে কালো পাথরের একটা উঁচু হাত মাটির ওপর ভেসে ওঠে। একজন রাখাল এটা দেখতে পেয়ে তার বন্ধুদের খবর দেয় এবং যেহেতু দিনটা ছিল "নাগপঞ্চমীর" দিন, যেদিনে সারা ভারতবর্ষে সর্পদেবতার পূজা হয়। স্থানীয় লোকেরা মূর্তিটাকে সর্পদেবতার মূর্তি মনে করে দুধ দিয়ে এর ভোগের আয়োজন করে, এবং সকলে মিলে ঠিক করে, যে প্রতি বৎসর এই মূর্তির সম্মানার্থে এখানে একটা ধর্মমেলা বসবে।

শ্রীভগবানের মুখ থেকেই জাগতিক সকল প্রকার শব্দের উৎপত্তি আবার শ্রীভগবানের মুখবিবরই লেলিহান প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত, গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন এই অগ্নি প্রত্যক্ষ করে ভয়ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। বল্লভাচার্য "ব্রহ্মাসম্বন্ধ" মন্ত্র লাভ করেছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অলৌকিক মন্ত্রের শক্তিতে বল্লভাচার্য তাঁর শিষ্যদের সকল পাপ ও কলুষতা দগ্ধ করে তাদের অগ্নিশুদ্ধ করে নিতেন, এইজন্য বল্লভাচার্যকে, তাঁর সম্প্রদায় কেবলমাত্র শ্রীভগবানের "মুখাবতার"ই নয় বৈশ্বানরের অবতার বলেও পূজা করেন।

বল্লভাচার্যের অবতারত্ব ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর জন্ম সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীগুলিরও মিল লক্ষ্য করা যায়।

চম্পারণ্য রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সেই নগরে লক্ষ্মণ ভট্টের বসবাসের সুব্যবস্থা করে দেন, এবং এইখানেই লক্ষ্মণ ভট্ট খবর পান যে মুসলমানেরা বারাণসী আক্রমণ করেনি, বল্লভাচার্যের জন্মের এক মাস আগেই হুসেন শাহ শর্কী বহলুল লোদীর কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসছিল। এই খবর পাবার পর লক্ষ্মণ ভট্ট বারাণসীতে ফিরে যান এবং আবার সেখানে আগের মতই বাস করতে থাকেন।

আট বৎসর বয়সে বল্লভাচার্যের উপনয়ন হয় এবং তার পরেই বিষ্ণুচিত্ত নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে বল্লভাচার্যের শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় শুরু হয়। বল্লভাচার্য জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং পৌরোহিত্য তাঁর বংশগত পেশা, এই দুই কারণে বেদ, বেদান্ত ও সকল হিন্দুশাস্ত্র তাঁর শিক্ষার বিষয় হয়। অসাধারণ প্রতিভার বলে, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ ভট্ট পরিবারসহ উড়িষ্যায় পুরীতে তীর্থযাত্রায় যান। এই সময়ে পুরীর রাজা একটি বিরাট ধর্মীয় তর্কসভার আয়োজন করেন। জগন্নাথের মন্দিরে এই তর্ক-সভা বসে; বেদান্ত দর্শনের নানা সূত্র সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনাই ছিল এই তর্কসভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুসারে বল্লভাচার্য এই তর্কসভায় যোগ দিয়ে অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীদের পরাস্ত করে বিজেতার সম্মান লাভ করেছিলেন। বল্লভাচার্যের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর।

পুরীর রাজার প্রশ্ন ছিল চারটি :

১. সবচাইতে বড় ধর্মশাস্ত্র কি ?

২. সবচাইতে বড় কোন্ কোন্ দেবতা ?

৩. সবচাইতে ফলপ্রসূ কোন্ মন্ত্র ?

৪ সবচাইতে সহজ ও উৎকৃষ্ট ধর্মপন্থা কি ?

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্ত বৈষ্ণবেরা ও মায়াবাদীরা তর্ক-বিতর্কে বহু সময় অতিবাহিত করেন। বল্লভাচার্য ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দেন কিন্তু মায়াবাদীরা বল্লভাচার্যের মত গ্রহণ করতে অসম্মত হন, তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে স্বয়ং জগন্নাথদেবের অনুমোদন লাভ না করলে তাঁরা বল্লভাচার্যের মত গ্রহণ করবেন না।

তখন পুরীর রাজার আদেশ অনুসারে একটা সাদা কাগজে, কালি ও কলম জগন্নাথের মূর্তির সামনে রেখে দেওয়া হল এবং মন্দিরের সব কয়টি দরজা বন্ধ করে প্রত্যেক দরজার সামনে পাহারা বসানো হল। মন্দিরের দরজা যখন খোলা হল, তখন দেখা গেল জগন্নাথদেবের মূর্তির সামনে সাদা কাগজে সংস্কৃতে একটি শ্লোক লেখা।

শ্লোকের অর্থ এই :

১। সবচাইতে বড় ধর্মশাস্ত্র গীতা।

২। সবচাইতে বড় দেবতা দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

৩। সবচাইতে ফলপ্রসূ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের যে কোনো নাম।

৪। সবচাইতে উৎকৃষ্ট সহজ ধর্মপন্থা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

মায়াবাদী পণ্ডিতেরা জগন্নাথদেবের লিখিত উত্তর আশা করেননি, তাঁরা এই উত্তর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, কেননা জগন্নাথের হাত নেই, উত্তর লিখে দেওয়া তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব।

কিন্তু যখন জগন্নাথদেব মায়াবাদীদের তীব্র নিন্দা ক'রে আর একটি শ্লোক লিখে দিলেন তখন পুরীর রাজা বিশেষ রাগান্বিত হয়ে মায়াবাদীদের মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বল্লভাচার্যকে বহু পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করলেন।

এই ঘটনার পর বৎসর ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ ভট্টের দেহান্ত হয়। কয়েকটা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তানদের নিয়ে একা বারাণসীতে বাস করার চেয়ে স্বদেশে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে যাওয়াই ইল্লাম্মা ভালো মনে করেন এবং বল্লভাচার্যের পরিবারের বারাণসী বাস সমাপ্ত হয়।

বিজয়নগরে মামার বাড়িতে মা ও ভাইবোনদের রেখে বল্লভাচার্য দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনবার দেশভ্রমণে বেরিয়ে বল্লভাচার্য নানা তীর্থ পর্যটন করে ছিলেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি তাঁর ধর্মমত প্রচার এবং সম্প্রদায় গঠনের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব

ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে বল্লভাচার্যের ধর্মের তাৎপর্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ঠিকমত বোঝা সম্ভব হয়।

দেশভ্রমণ

বল্লভাচার্য ১৪৯৩ থেকে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উনিশ বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন, এবং এই দেশভ্রমণকালে চারটি ঘটনা বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাগুলির প্রথম "ব্রহ্মসম্বন্ধ" মন্ত্রলাভ। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভাচার্য যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণরত, তখন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পান, যে গোবর্ধন পর্বতে তাঁর যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই আদেশ অনুসারে বল্লভাচার্য "ব্রজে" চলে যান। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজে নানাতীর্থ পর্যটনের কালে বল্লভাচার্য কিছুদিন মথুরার সাত মাইল দক্ষিণ পূর্বে যমুনাতীরে গোকুলে অবস্থান করেন। এই গোকুলে ১১ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের মধ্য রাত্রিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বল্লভাচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ব্রহ্মসমৃদ্ধ মন্ত্র "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" দান করেন। এই ঘটনার কালে বল্লভাচার্যের ঘনিষ্ঠ সহচর দামোদর হরসানী উপস্থিত ছিলেন।

দামোদর—দৈবকণ্ঠের বাণী শুনেছিলেন কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন নি।

পরদিন সকালবেলা বল্লভাচার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাওয়া ব্রহ্মসমৃদ্ধ মন্ত্রে দামোদর হরসানীকে দীক্ষা দেন এবং দামোদরই প্রথম সেবক হিসাবে বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভাচার্যের নির্দেশে গিরিগোবর্ধনের উপরে আবির্ভূত "দেবদমন" মূর্তি গোবর্ধন নাথজী বা সংক্ষেপে "শ্রীনাথজী"র মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কুটির এই দেবমূর্তির আশ্রয়গৃহরূপে নির্মিত হয় এবং কিম্বদন্তী অনুসারে "রামদাস চৌহান" নামে এক ব্যক্তি শ্রীনাথজীর বিগ্রহের আদেশে বল্লভচার্যের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা জানান এবং শ্রীনাথজীর সেবা করার জন্য তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করেন। বল্লভাচার্য রামদাস চৌহানকে দীক্ষা দান করেন এবং তাঁকে শ্রীনাথজীর সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীনাথজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ছয় বৎসর পর বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অম্বালা প্রদেশের এক ধনী ব্যবসায়ী, পূর্ণমল্ল ক্ষত্রী শ্রীনাথজীর মন্দির নির্মাণ করবার জন্য স্বপ্নে আদেশ পান। পূর্ণমল্ল বল্লভাচার্যের অনুমতি নিয়ে কারিগর নিযুক্ত করে মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ করেন। মন্দির অর্ধেক শেষ না হতেই পূর্ণমল্লের সব অর্থ শেষ হয়ে যায়। এরপরে পূর্ণমল্ল কিছুদিন মন্দির তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকেন। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ আরম্ভের কুড়ি বৎসর পরে শ্রীনাথজীর মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। এই সুনির্মিত সুদৃঢ় অট্টালিকা-সদৃশ বিরাট মন্দিরে গোবর্ধননাথের পূজা সমারোহের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হত।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই মন্দিরের বিগ্রহটিকে ব্রজ থেকে বর্তমান রাজস্থানের

"নাথদ্বারে" স্থানান্তরিত করা হয়। এর পরেই গোবর্ধননাথের পরিত্যক্ত এই মন্দির ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

বল্লভাচার্যের দেশভ্রমণকালীন ঘটনাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বল্লভাচার্যের পরিণয়ের জন্য শ্রীভগবানের আদেশ। ১৫০১ থেকে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বল্লভাচার্য দ্বিতীয়বার দেশভ্রমণে বেরিয়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধরপুরের বৈষ্ণববিগ্রহ বিত্তলনাথের মূর্তি দর্শন করতে যান। কিম্বদন্তী অনুসারে এই মূর্তি দর্শনের সময় বল্লভাচার্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য স্বয়ং ভগবানের আদেশ পান। বিজ্ঞজনেরা এই দৈবাদেশের দুইরকম সমালোচনা করেন—একদলের মতে এই দৈবাদেশের উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাচার্যের বংশধররূপে জন্মগ্রহণ করবেন; অপর দলের মতে—বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান-সন্ততি, বংশধরেরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত ভক্তি-মার্গ সাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন।

গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, সব ধর্মগুরুই ধর্মপ্রচারের জন্য সন্ন্যাসের পথ বেছে নিয়েছিলেন। দৈবাদেশ না পেলে বল্লভাচার্যও চিরকুমারই থাকতেন। মৃত্যুর একমাস আগে তিনি বারাণসীতে নদীর তীরে "হনুমান" ঘাটে বাস করেন এবং যোগতপস্যায় রত থাকেন। তবে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, বল্লভাচার্য ধর্মাচরণের জন্য সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর প্রচারিত ভক্তিমার্গ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ। বল্লভাচার্যের দৃঢ় ধারণা ছিল সন্ন্যাস মানুষকে স্বার্থপর ও অহঙ্কারী করে, কেননা সন্ন্যাসী কেবলমাত্র নিজেরই আত্মিক উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে এবং নিজেকে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর জীব বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গের সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কোনো বিরোধ নেই। গৃহীর জীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন উৎসর্গে বাধা সৃষ্টি করে না বা অন্তরায় হয় না। এইজন্যই বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এই সম্প্রদায়ের গুরু এবং শিষ্য উভয়েই বিবাহিত ও গৃহী হতে পারেন।

বল্লভাচার্যের পরিণয়ের জন্য দৈবাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছিল এই সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান নির্দেশ।

বল্লভাচার্য স্বয়ং ভগবানের দেওয়া মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন বলে তাঁর জীবৎকালে তিনি ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের আর কারও দীক্ষা দেবার অধিকার ছিল না। বল্লভাচার্যের শিষ্য-সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর ধর্মমত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনেকেই জীবন দিয়ে বল্লভাচার্যের বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কারও দীক্ষা দেবার অধিকার ছিল না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা ভক্তি-শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করতে পারতেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন; কিন্তু সম্প্রদায়ের গুরুর অধিকার একমাত্র বল্লভাচার্যেরই ছিল। বল্লভাচার্যের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য-দামোদর হরসানী বল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথকে সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও সম্প্রদায়ের কোনো নূতন শিষ্যকে দীক্ষা দানের অধিকার লাভ করতে পারেন নি।

বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের গুরুর অধিকার এইভাবে সীমাবদ্ধ হওয়াতে বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। জঙ্গনপুরের বিঠ্‌ঠলনাথের বিগ্রহের আদেশে বল্লভাচার্যের পরিণয়ের ফলে বল্লভাচার্যের বংশধরেরা সম্প্রদায়ে গুরুর স্থান লাভ করবার সুযোগ পায়।

বল্লভাচার্যের দুই পুত্র গোপীনাথ এবং বিঠ্‌ঠলনাথের মধ্যে কিংবদন্তী অনুসারে গোপীনাথ বলরামের এবং বিঠ্‌ঠলনাথ কৃষ্ণের অবতার ছিলেন। পিতার নিকটে "ব্রহ্ম সম্বন্ধ" মন্ত্রও লাভ করবার পর গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলনাথ সম্প্রদায়ে নূতন শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন এবং তাঁদের স্থান বল্লভাচার্যের সমানই প্রভাবশালী ছিল। বল্লভাচার্যের বংশধরদের কাছে দীক্ষা না নিলে এই সম্প্রদায়ের সেবকেরা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন না, এই কারণে বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় একান্তভাবেই গুরু-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। গুরুসর্বস্বতার জন্য বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল তাঁদের নিজেদের গুরুদের ভগবানের অবতার জ্ঞানে পূজা করতেন এবং একমাত্র তাঁদের বাণীই ধর্মসাধনার একমাত্র পথনির্দেশ বলে মনে করতেন। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের আচার্যদের সম্বন্ধে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সন্দিগ্ধভাব পোষণ করতেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিগ্রহ, পূজা-পদ্ধতি, আচার-বিচারের বিরোধী ছিলেন।

গল্প আছে, বল্লভাচার্যের আটজন প্রধান শিষ্য, যাঁদের "অষ্টসখা" বলা হত, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস মীরা বাঈ-এর বাড়িতে বাস করতে আপত্তি করেন, কেননা, তাঁর বাড়িতে ভক্তিমার্গী অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোকেরাও থাকতেন।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিঠ্‌ঠলনাথের সাতটি পুত্রকে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের গুরুর পদ দেওয়া হয়। তাঁরা সাতটি "স্বরূপ" অথবা বিগ্রহ লাভ করেন। এই সাতটি বিগ্রহই বল্লভাচার্যের নিজস্ব ছিল।

যতদিন বল্লভাচার্যের দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলনাথ সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন, ততদিন এঁদের একমাত্র মন্দির ছিল গোবর্ধনের মন্দির এবং একমাত্র বিগ্রহ ছিল "শ্রীনাথজী"।

বিঠ্‌ঠলনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সাতটা ছেলের সাতটি শিষ্যদলের সৃষ্টি হয় এবং সাতটা বিভিন্ন জায়গায় সাতটি বিগ্রহ স্থাপিত হয়। বিঠ্‌ঠলনাথের সাতটি পুত্রের সাতটা শিষ্যদলের বিগ্রহ আলাদা হলেও এঁদের ধর্মসাধন-পদ্ধতি একই ছিল। বল্লভাচার্য "পুষ্টিমার্গ" বলে যে ভক্তিমার্গের সাধনা প্রচার করেছিলেন, তাই ছিল এই সাতটি শাখার ধর্মমত। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও ধর্ম-সাধনার দিক দিয়ে এই সাতটি শাখা সম্প্রদায়-হিসাবে একই ছিল।

বিঠ্‌ঠলনাথের প্রথম পুত্র গিরিধরের স্থান আধ্যাত্মিক জগতে খুব উঁচুতে ছিল। এঁরই বিগ্রহ ছিল গিরিগোবর্ধনের বিগ্রহ গোবর্ধননাথজী বা শ্রীনাথজী, রাজস্থানের উদয়পুর রাজ্যে। নাথদ্বারে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের সমস্ত কেন্দ্র থেকে এইখানেই সবচেয়ে বেশী তীর্থযাত্রী সমাগম হত।

বিঠ্‌ঠলনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিঠ্‌ঠলনাথের চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথ (১৫৫২-১৬৪১খ্রী:) এবং প্রপৌত্র হরিরায় (১৫৯১ ১৭৭১ খ্রী:)। হরিরায় "চৌরাশী বৈষ্ণব কি বার্তা"র বর্তমান সংস্করণ রচনা করেন। বল্লভাচার্যের বংশের সপ্তম পুরুষ পুরুষোত্তম একজন বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। এঁর পর থেকেই বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই এর সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা হয়। এই মামলার ফলে বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের খুব ক্ষতি হয়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অভিযোগ করেন ক্যাপ্টেন ম্যাকমারডো (*Captain Macmurdo*)। তিনি কচ্ছ দেশের ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি (Resident) ছিলেন। তিনি মহারাজদের সম্পর্কে লিখেছিলেন: "The Bhatias are of Sindh Origin They are the most numerous and wealthy merchants in the country and worship the Gossainjee Maharajas of whom there are many, the Maharaja is the master of their property and disposes of it as he pleases and such is the veneration in which he is held, that the most respectable families consider themselves honoured by his Cohabiting with their wives and daughters."

এর কিছুদিন পরে ফার্সী ভাষায় লেখা 'কাশীর বৃত্তান্ত' নামে একখানি বই বেরোয়। বইখানির রচয়িতা ছিলেন মুন্সী মিলাল সেখ। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীর সরকারী কলেজের অধ্যাপক ফ্রেডেরিক্ হল (Frederick Hall) ইংরেজীতে এই বইটির অনুবাদ করেন। এই বই-এ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

"The Gokulnath Gosainjee :

They are generally known by the name of Gokulnath. In all their outward appearance, they are like the Vrindabana gosains (These are the leaders of Chitanya Sampradaya) and they apply the Kalika. (A mark, made on the forehead with particulur kind of clay or some kind of powder as a sign of one's belonging to a particular Sampradaya) in a different way and their followers are mostly Gujrati Grocers of "Baniss" who carry on the business of the Maharajas or Bankers. Few other people are inclined to become their followers. Their followers, whether men or women, at the time of becoming their followers, make an offering to the Guru, of these three things, viz. body, mind and wealth, that is, for his service and gratification and they withold not from him their bodies, heart and gold. Men and Women

unfailingly go once everyday and some of them three times inorder to behold the face of their spiritual guide or the Child (Image, And besides this, they are so film in their good faith, that when they marry, they first send their wrives to their spiritual guide, without having made use of them : and the leavings of their accomplished guides are afterwards tasted by their ignorant disciples, the food and drinks of these Gosains are delicious and luxurious and most of them are wealthy."

ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের এই দুইটি বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এইগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে "মহারাজা" নামধারী বৈষ্ণব গোঁসাইদের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘৃণিত স্তরে নেমে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বোম্বাই শহর ধনসমৃদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। ফলে কচ্ছ কাঠিওয়ার গুজরাট প্রভৃতি স্থানের অগণিত ব্যবসায়ী বোম্বাই শহরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং বোম্বাই শহরে এরাই প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলে। এই নবাগত দলের মধ্যে 'ভাটিয়ারা' ছিল সর্বপ্রধান, এবং এরা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল। এদের সঙ্গে এদের জন কয়েক গুরু আসে এবং এরাই কুখ্যাত "মহারাজা" নামধারী বৈষ্ণব গোঁসাইগোষ্ঠী।

মহারাজাদের কার্যকলাপ এমন আকার ধারণ করেছিল যে ভাটিয়ারা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে একটা সভায় মিলিত হয়ে একটা প্রস্তাব আনে যে, নববিবাহিতা তরুণীদের মন্দিরে যেতে দেওয়া হবে না, তারা মন্দিরে এমন সময় যাবে যখন মহারাজারা নির্জনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এই সভার বা সভায় গৃহীত প্রস্তাবের কোনো ফল হয়নি। তবে কয়েকজন বৈষ্ণব ধর্মসংস্কারক তাঁদের ধর্মসম্প্রদায়কে সমস্ত কলুষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং ধর্মসাধনার পথে সমস্ত পাপাচার দূর করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণ এঁদের চেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং খবরের কাগজে "মহারাজা"দের ঘৃণিত কার্যকলাপ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে ইংরেজ ভারতবর্ষে স্কুল, কলেজ তৈরি করতে আরম্ভ করেছে এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নানা ভাবধারা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। ঠিক এমনি সময়ে করসোনদাস মূলজী, একজন বেণিয়া যুবক মহারাজাদের পাপাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হাতে তুলে নেন। করসোনদাস বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে সুষ্ঠুভাবে মহারাজাদের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন। করসোনদাসের তীব্র মতামত তাঁর স্বীয় পরিচালিত একটা সংবাদপত্র, "সত্যপ্রকাশে" প্রকাশিত হয়। এই কাজে করসোনদাসের সহায়তা করেন গুজরাটের প্রখ্যাত কবি নর্মদাশঙ্কর। করসোনদাস এবং নর্মদাশঙ্করের আক্রমণ এত তীব্র হয় এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে, মহারাজারা কি করবে ভেবে না পেয়ে বোম্বাই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই সময়ে মহারাজাদেরই একজন, যদুনাথ, যদিও বোম্বাই-এর অধিবাসী না হয়ে সুরাটবাসী ছিল, করসোনদাসের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু করে। মহারাজাদের দুর্নীতিমূলক সমস্ত কদর্য কার্যকলাপ এই মামলায় তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করা হয়। যদুনাথের নিজের জীবনও বাদ পড়ে না। দেখা যায় যদুনাথ অন্যান্য মহারাজদেরই সমগোত্রীয় ভিন্ন কিছুই নয়। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-এর সুপ্রীম কোর্টে চব্বিশ দিন শুনানীর পর দুই ইংরেজ বিচারক করসোনদাসের পক্ষে রায় দেন এবং করসোনদাস মামলায় জয়লাভ করেন। করসোনদাসের জয় বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়কে চরম অবনতি থেকে রক্ষা করেছিল সত্য, কিন্তু এইখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

করসোনদাস মহারাজাদের কদাচারের জন্য দায়ী করেছিলেন বল্লভাচার্যের ধর্মনীতি। সেটা বিরাট একটা ভুল। করসোনদাস প্রমাণ স্বরূপ আদালতে পেশ করেছিলেন বল্লভাচার্যের "সিদ্ধান্ত রহস্যের একটা টীকা" ব্রজভাষায় লেখা। সংস্কৃতে এর মূল রচনা করেন গোকুলনাথ—বল্লভাচার্যের পৌত্র। এই টীকা আসলে বল্লভাচার্যের ব্রহ্মসম্বন্ধ মন্ত্রের আত্ম-নিবেদন অংশের ব্যাখ্যা। সেখানে বলা হয়েছে যা কিছু জাগতিক ভোগের বস্তু সবই ভোগ করবার আগে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করতে হবে, এমন কি নববিবাহিতা বধূকেও। ব্রজভাষায় লেখা "আচার্য" শব্দটির অর্থ গুরু মহারাজারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য টীকাটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

করসোনদাস সংস্কৃত জানতেন না। তাঁর অভিযোগের ভিত্তি ছিল "কবিচরিত্র" বলে মহারাষ্ট্রী একটি বই "ব্রজভাষা" ভাষায় লেখা।

বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষ ধাপে আত্মনিবেদন এই আত্মনিবেদন মন্ত্রের অর্থ এই :—

"ওম। শ্রীকৃষ্ণই আমার আশ্রয়। সহস্র বৎসর ধরে শ্রীকৃষ্ণবিরহের অন্তহীন বেদনা ও মন্ত্রণা ক্রমাগত ভোগ করে হতবুদ্ধি হয়ে আমি সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার সর্বস্ব—আমার দৈহিক কার্যক্ষমতা, আমার জীবন, আমার আত্মা এবং আত্মা বিষয়ে যা কিছু আমার স্ত্রী, গৃহ, সন্তান সন্ততি, আমার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি, আমার সমস্ত বস্তু-সম্পদ্ এবং আমার নিজেকে সমর্পণ করিতেছি। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার দাস।"

ভবার্থের দিক্ দিয়ে বল্লভাচার্যের এই বাণী

বিদ্যাপতি—

"মাধব হাম পরিণাম নিরাশা
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএব তোহোরি বিশোয়াসা বা
মাধব! বহুত মিনতি করু তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥"

অথবা, চণ্ডীদাসের—

"সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া—
হৈলাম চরণে দাসী"— এইসব পদেরই নামান্তর।

বল্লভাচার্যের এই বাণীর চেয়ে মহত্তর এবং পবিত্রতর ধর্ম উপদেশ আর কিছু হতে পারে না এবং ভক্তের পক্ষে এর চেয়ে গভীরতর ভক্তির প্রকাশও আর কিছুতে পাওয়া যায় না। বল্লভাচার্যের ধর্মমতের মর্মার্থ সম্বন্ধে যদিও করসোনদাস ভুল করেছিলেন, তবু তাঁর এই ভুল বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গল হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তাঁর প্রচেষ্টা বল্লভাচার্যের তুলনাবিহীন ভক্তিধর্মকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিল সন্দেহ নেই।

তৃতীয়বার দেশভ্রমণের শেষভাগে যখন বল্লভাচার্য কিছুদিন তাঁর স্বদেশে কাঙ্করবাদ গ্রামে অবস্থান করছিলেন, তখন খবর পান যে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণ দেবরায় একটি "শাস্ত্রার্থ" বা ধর্মীয় তর্কসভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় নানা শাস্ত্রের অর্থ, ভাষ্য ইত্যাদি নিয়ে বিচার তর্ক হবে এবং মাধবাচার্য, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, এবং রামানুজাচার্যের প্রতিনিধিবর্গ এবং আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যোগ দেবেন। এই খবর পেয়ে বল্লভাচার্য আচার্য ব্যাসতীর্থের কাছে গিয়ে সভায় যোগ দেবার অনুমতি চান। ব্যাসতীর্থ খুবই আনন্দিত হয়ে বল্লভাচার্যকে অনুমতি দেন। বল্লভাচার্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির বলে মায়াবাদীরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় বহু স্বর্ণমুদ্রা বল্লভাচার্যকে পুরস্কার দেন। শোনা যায় বল্লভাচার্য মাত্র সাতটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে বাকী সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করেন।

আচার্য ব্যাসতীর্থ বল্লভাচার্যকে মধু-সম্প্রদায়ের আচার্য পদগ্রহণ করতে বলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন না, তখন বিল্বমঙ্গল তাঁকে বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য পদ নিতে বলেন এবং বল্লভাচার্য সম্মত হন।

বল্লভাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অলৌকিক মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিলেন বলে তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কোন মানব গুরুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে বল্লভাচার্যের "শুদ্ধাদ্বৈতবাদে"র অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট মিল আছে। জনশ্রুতি অনুসারে বল্লভাচার্যের পরিবারের সঙ্গে বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

"নাভাজীর" ভক্তমাল গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে বিষ্ণুস্বামী একজন দ্রাবিড় প্রধানের মন্ত্রণা-সভার এক সভ্যের পুত্র ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর উত্তরাধিকারী হিসাবে জ্ঞানদেব, নামদেব, ত্রিলোচন এবং সর্বশেষ বল্লভাচার্যের নাম করা হয়েছে।

জ্ঞানদেব ছিলেন এক ব্যক্তির তিনপুত্রের একজন। জ্ঞানদেবের পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করে অবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসেন বলে জ্ঞানদেবকে সমস্ত ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং বেদপাঠের অধিকারচ্যুত করা হয়েছিল।

জনশ্রুতি অনুসারে জ্ঞানদেব অলৌকিক শক্তির বলে একটা মহিষকে দিয়ে বেদপাঠ

করিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মাতৃভাষায় লিখিত গীতার একটা ভাষ্যে জ্ঞানদেব সম্বন্ধে এই একই গল্প পাওয়া যায়। বিষ্ণুস্বামী জ্ঞানদেবের গুরু ছিলেন কিনা বা জ্ঞানদেব বিষ্ণুস্বামীর ধর্মমতের অনুসরণকারী ছিলেন কিনা সে সব বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা অবগত ছিলেন না। যদি ভক্তমালের বিবরণ ঠিক হয়, তাহলে বিষ্ণুস্বামী ১২:২ শক বা ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন। বিষ্ণুস্বামীর ধর্মমত গিরিধর রচিত শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড এবং বালকৃষ্ণ ভট্টের "প্রমেয় রত্নার্ণবে" পাওয়া যায়।

বল্লভাচার্যের দেশভ্রমণকালীন ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা "সেবা" ধর্মানুষ্ঠান প্রচার।

বল্লভাচার্য যেদিন থেকে ব্রহ্ম সম্বন্ধমন্ত্র লাভ করেন, সেই দিন থেকেই তিনি "শ্রীকৃষ্ণের সেবা" ধর্মপ্রচার করেন।

আজ পর্যন্ত বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের মন্দির বা "হভেলী"গুলিতে—পুরোহিতেরা এই ধর্মানুষ্ঠানই পালন করেন।

বল্লভাচার্যের ধর্মমত ॥

বল্লভাচার্যের ধর্মমত "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" ভারতীয় ষড়্দর্শনের একটি শাখা। দার্শনিক হিসাবে বল্লভাচার্যের নাম মধ্ব, নিম্বার্ক ও রামানুজের সঙ্গে একই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মূল বেদান্তের মধ্যে নিহিত। বেদান্তের দুইটি ভাগ :—

মায়াবাদ ও ভক্তিবাদ। মায়াবাদী ও ভক্তিবাদীদের মত-পার্থক্য সংক্ষেপে বলা যায় যে মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং তাঁদের মতে "মায়া" একটা পৃথক্ শক্তিরূপে ব্রহ্মের বাইরে জীবজগতের মধ্যে কাজ করছে। একমাত্র জ্ঞান অর্জনই জীবকে মায়ার কবল থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই মায়াবাদীদের জ্ঞানমার্গী বলা চলে। অন্যপক্ষে ভক্তিবাদীরা জগৎ সৃষ্টির কারণস্বরূপ পরমব্রহ্মের অদ্বৈতসত্তাকে স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মের বাইরে অন্য কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ভক্তিবাদীদের মতে ব্রহ্ম সগুণ এবং ব্রহ্মের মধ্যেই জাগতিক সব শক্তি বর্তমান।

ব্রহ্ম নিজের ইচ্ছায় নিজের শক্তি বলে জীবজগৎকে সৃষ্টি করেছেন নিজের সৃষ্টিমাধুর্য উপভোগ করবার জন্য। পরমব্রহ্মের এই ইচ্ছার জন্যই তাঁর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ— বিচিত্র লীলার। আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক জীবসত্তা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন হলেও মূলে ভিন্ন নয় এবং সেই জন্যই জীব পরব্রহ্মের অনুগ্রহে পৃথক্ অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পায় তাঁর শরণাগতিতে।

ভক্তিবাদীরা জীবজগৎকে সর্বশক্তিমান্ অদ্বৈত পরব্রহ্মের দ্বৈতসত্তারও প্রকাশ বলে স্বীকার করেন এবং পরমব্রহ্ম ও জীবের "লীলায়" বিশ্বাস করেন। এ ক্ষেত্রে ভক্তিবাদীরা —অদ্বৈতবাদী হয়েও দ্বৈতবাদী।

"তত্ত্বার্থদীপ" নিবন্ধে বল্লভাচার্যের যে দার্শনিক মত প্রচারিত হয়েছে তদনুসারে জগৎ ও জীব স্বয়ং ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন—অগ্নি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। এই কারণে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের

আনন্দরূপ "তিরোভূত" বা গুপ্ত। কেবলমাত্র ব্রহ্মের নিজ ইচ্ছায় এই আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হন।

ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ অগ্নি ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত এই ভাব "মুণ্ডক" উপনিষদে পাওয়া যায়।

তদেতৎ সত্যম্ যথা সুদীপ্তাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপি সন্তি॥

॥ দ্বিতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, শ্লোক ১ ॥

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে বল্লভাচার্যের ধর্মমতের সাদৃশ্যের উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে যে বল্লভাচার্যের "তত্ত্বার্থদীপ" সম্বন্ধে প্রচারিত জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ "মুণ্ডক" উপনিষৎ অনুসারী। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদের ভিত্তি মুণ্ডক উপনিষদের একটি শ্লোক—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥"

॥ তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, শ্লোক ১ ॥

সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে একটা স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটা ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।

ভক্তিবাদীদের কাছে জগৎসৃষ্টির কারণস্বরূপ অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম নিজের ইচ্ছায় নানারূপে নানা নামে ব্যক্তিগত ভগবানরূপে আবির্ভূত হন, এবং ভক্তের সঙ্গে নানা বিচিত্র লীলায় রত হন। ভক্তের পক্ষে ভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও তাঁর শরণাগতিই ভক্তিবাদীদের একমাত্র সাধনপন্থা। তবে এই সাধনপথের খুঁটিনাটি ভক্তিমার্গীদের নানা মত-পার্থক্য ও নানা জটিল তর্কবিচারের বিষয়।

বল্লভাচার্যের জীবনদর্শন আলোচনা করলে শুরু করতে হবে তাঁর ব্রহ্ম সম্বন্ধ মন্ত্রলাভের দিন থেকে। "ব্রহ্ম সম্বন্ধ" কথাটির অর্থ, ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বা যোগাযোগ। বল্লভাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই মন্ত্রটি লাভ করেছিলেন এবং মন্ত্রটি ছিল "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম!"

স্পষ্টই বোঝা যায়, "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" মন্ত্রে বল্লভাচার্য তাঁর সম্প্রদায়ের সেবকদের দীক্ষা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরম ব্রহ্ম ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। এই জন্যই বল্লভাচার্য ভক্তিবাদীদের জন্য যে "পুষ্টিমার্গ" প্রচার করেছিলেন তার সাধন পথ ছিল "শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি"র সাধনা। সন্ন্যাস নয়, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা-অর্চনা নয়, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "সেবা" এবং তাঁর চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ

বল্লভাচার্য সন্ন্যাসে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর একমাত্র বিশ্বাস ছিল ভক্তের প্রাণঢালা "শ্রীকৃষ্ণ সেবা"য়। এই সেবার দুটো দিক আছে। একটা বাহ্য অনুষ্ঠান অন্যটি মানবমনের অলৌকিক রূপান্তর। এই রূপান্তরের মধ্যে নানাভাব, নানা পর্যায় আছে, শেষ পর্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বস্ব নিবেদন এবং ভাবের অনুভূতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ "শ্রীভগবদ্বিরহ"।

বল্লভাচার্যের জন্ম হয়েছিল ঘোর কলিযুগে এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যুগের সকল মানুষই কদাচার এবং নানা পাপকাজে মগ্ন, সেই জন্যই তিনি তাঁর অলৌকিক মন্ত্র বলে তাঁর সম্প্রদায়ের সেবকদের সমস্ত দোষ বা পাপ পুড়িয়ে দিয়ে তাদের শুদ্ধ করে নিতেন।

বল্লভাচার্যের "ভক্তিমার্গ", "পুষ্টিমার্গ" বলে পরিচিত। ভক্তিমার্গের এই নূতন নামকরণের একটা হেতু আছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের প্রথম পংক্তি "পোষণম্ তদনুগ্রহঃ।" এই পংক্তির মধ্যে পোষণ কথাটার অর্থ শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। যারা শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত হবে, ভগবান তাদেরই পোষণ করবেন অর্থাৎ তারাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করবে এই অর্থ ধরে বল্লভাচার্য ভক্তিমার্গের নূতন নামকরণ করেছিলেন "পুষ্টিমার্গ"। ভক্তিমার্গে সাধনার চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বস্ব নিবেদনের যে মন্ত্র ("শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম") বল্লভাচার্য পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্র কিম্বদন্তী মাত্র নয়, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের শ্রীমুখের বাণী।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষ। ৫৭।৫৮ শ্লোকে সাংসারিক মোহ বা অবিদ্যা থেকে মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

অর্থাৎ তুমি মনের দ্বারা সবকর্ম আমাকে ন্যস্ত করিয়া সৎপরায়ণ হইয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ। আমাতে চিত্ত রাখিলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ না শোন, বিনষ্ট হইবে।

গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়। মোক্ষ॥ ৬৫।৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

অর্থাৎ আমাগত চিত্ত আমার ভক্ত ও আমার পূজক হও। এবং আমাকেই নমস্কার কর, এইরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে - ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কারণ তুমি আমার

প্রিয়। সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করিব, দুঃখ করিও না।"

বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের আটটা ধাপ,

শ্রবণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলা ইত্যাদি শ্রবণ।

কীর্ত্তন—॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলা বাদ্যযন্ত্র সহকারে উচ্চৈঃস্বরে গান।

স্মরণ – ॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ।

পদসেবন ॥ বিগ্রহের পাদপূজা।

অর্চন— ॥ সেবা।

বন্দন– ॥ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা।

দাস্য ॥ শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে মানসিক আরাধনা।

সখ্য – ॥ শ্রীকৃষ্ণের সখাভাবে মানসিক আরাধনা।

পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষ ধাপ -

আত্মনিবেদন - ॥ সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ ॥

পুষ্টিমার্গের এই নয়টি স্তর বেশির ভাগ ভক্তি-সম্প্রদায়েই গৃহীত হয়েছে এবং এইগুলির বিস্তৃত বিশদ ব্যাখ্যা রূপ গোস্বামীর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে পাওয়া যায়।

পুষ্টিমার্গের পঞ্চম স্তর "অর্চন বা অর্চনা কিন্তু সাধারণ হিন্দু মন্দিরের পূজা অনুষ্ঠান নয়। এই অর্চনা হচ্ছে "সেবা" এবং এই সেবাধর্ম প্রচারেই বল্লভাচার্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

সেবার দুটো দিকের মধ্যে বাহ্য অনুষ্ঠান বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের মন্দির বা "হভেলী" গুলিতে অনুষ্ঠিত হয়।

বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির নাম "হভেলী"। এই শব্দটির অর্থ "নিজস্ব ও নির্জন গৃহ।" সেইজন্যই যে-কোনো লোকের যে-কোনো সময়ে "হভেলী"গুলিতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের জন্য দিনটিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ভাগগুলিই "দর্শনে"র সময়। একমাত্র এই দর্শনের সময় অনেক লোক "হভেলী"গুলিতে সমবেত হয়। "সেবা"র সময় যে আটভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলি এই -

মঙ্গল ভোরবেলা বিগ্রহকে জাগিয়ে ফল ভোগ দেওয়া।

শৃঙ্গার সকালবেলা দৈনিক সজ্জা ঋতু অনুযায়ী।

গোয়াল গোচারণ সকালবেলা।

রাজভোগ—মধ্যাহ্নভোজন, নানারকম দুধের তৈরি খাবার নানাবিধ তরকারী ইত্যাদি।

উত্থাপন – দুপুরের ঘুম থেকে জাগানো।

ভোগ—বৈকালী জলখাবার।

সন্ধ্যারতি— সন্ধ্যাকালীন, ভোগ, দীপের আরতি।

শয়ন বিগ্রহকে শয্যায় শোয়ানো, হভেলীর দরজা বন্ধ।

বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের "হভেলী"গুলিতে বিগ্রহের সেবার সময় ভোগ বা সাজ-সজ্জার জন্য বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার যে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর ছিল তাদেরকে বলা হত "ভীতরিয়া"। এঁরা মন্দিরের মধ্যে থাকতেন এবং এঁদের সব সময় পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধাচারে থাকতে হত। ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে যখন শ্রীগোবর্ধননাথের মন্দির তৈরি সমাপ্ত হয়, তখন প্রথম "ভীতরিয়া" যাঁরা নিযুক্ত হন, তাঁরা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য। বৃন্দাবনের কয়েকজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য কৃষ্ণদাসকে (অষ্টসখার একজন) মন্দিরের কার্যভার পরিচালনার জন্য এবং মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বল্লভাচার্য-সন্ন্যাসের জন্য গৃহত্যাগ করবার আগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথের উপর সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করে যান। গোপীনাথের কর্তৃত্বের কালেই অভিযোগ শোনা যায় যে, তাঁরা ঐ মন্দিরের বিগ্রহের সেবার অর্থ বৃন্দাবনে তাঁদের নিজেদের গুরুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং বিগ্রহের সেবাও বল্লভাচার্যের সেবকদের মত না করে গোবর্ধননাথের সঙ্গে একটি দেবীমূর্তিও পূজা করছেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ কৃষ্ণদাস বাঙ্গালীদের বিতাড়িত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু বল্লভাচার্য স্বয়ং বাঙালীদের নিযুক্ত করেছিলেন বলে গোপীনাথ তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করতে অস্বীকার করেন।

১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালীরা গোবর্ধনের মন্দির থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালীরা আবার ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন এবং ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা সম্রাট আকবরের সহায়তালাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর স্বীকৃত না হওয়ায় গোবর্ধনের মন্দিরে পুনঃ প্রবেশের আশা বাঙ্গালীরা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন।

প্রতিদিনের সেবা-অনুষ্ঠান ছাড়াও বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলিতে "হোলি" জন্মাষ্টমী অন্নকূট উৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। এবং ঐগুলি ছাড়াও "নাগপঞ্চমী"র দিনে শ্রীগোবর্ধনের আবির্ভাবের দিন হিসাবে মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন করা হত। বল্লভাচার্য প্রত্যেকবার বিগ্রহদর্শনের সময় "লীলা কীর্তনে"র ব্যবস্থা করেন। বল্লভাচার্যের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা-বিষয়ক কীর্তন রচিত হত এবং নানা চিত্র অঙ্কিত হত। বল্লভাচার্যের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন শুনে শুনে এবং এই বিষয়ে নানা চিত্র দেখে দেখে যাতে সেবকদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

বর্তমানে বল্লভাচার্যের নবনির্মিত মন্দিরগুলিতেও "অষ্টছাপ" কীর্তন গান করা হয়। এইগুলি কুম্ভনদাস, পরমানন্দদাস কৃষ্ণদাস, সুরদাস প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখার অবতারদের রচনা।

এঁদের মধ্যে কুম্ভনদাসকে বল্লভাচার্য সমস্ত দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কুম্ভনদাস গৃহী ছিলেন; সময়াভাবে সমস্ত দিন কীর্তন করতে পারতেন না। সুরদাসই প্রথম সমস্ত দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন রচনা ও গানে নিযুক্ত থাকতেন। সুরদাসের পর পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন রচনা ও গান সারাদিনের কাজ হিসাবে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখার অবতারের মধ্যে কুম্ভনদাস, সুরদাস, পরমানন্দদাস ও কৃষ্ণদাস বল্লভাচার্যের কাছে দীক্ষালাভ করেন, বাকী আরো চারজনকে দীক্ষা দেন বিঠলনাথ।

বল্লভাচার্য প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণের সেবাধর্মের দুটি দিকের মধ্যে বাহিক অনুষ্ঠানের দিক ছাড়া অন্য দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সেটা লৌকিকের অলৌকিকে রূপান্তর। এই রূপান্তর মানসিক ভাবসাধনার মাধ্যমে। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের ভক্তিভাব চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই চারটি ভাব সাধনার সঙ্গে সংস্কৃত রসশাস্ত্রের শান্ত ভাবও যোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এই ভাব সম্বন্ধে বল্লভাচার্যের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। পঞ্চভাবের সাধনার মধ্যে সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনাকে মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন বাৎসল্য ভাবকে। বল্লভাচার্য নিজে বাৎসল্য ভাবের সাধক ছিলেন এবং তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য সুরদাসের পদাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি বাৎসল্য রসের পদ পাওয়া যায়।

বল্লভাচার্যের লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে শ্রী স্বামিনীজী বলে যাঁর উল্লেখ আছে তিনিই শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের "শ্রীরাধা" এবং ইনি জীবাত্মার প্রতীক নন, ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর প্রতীক। শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধুরভাবের সাধনা যে উচ্চ গ্রামে পৌঁছেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠলনাথের উপর এবং তিনি পঞ্চভাবের সাধনার মধ্যে মধুর ভাবের সাধনার ঔৎকর্ষের উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মধুর ভাবের সাধনার মধ্যে সম্ভোগ ও বিরহের মধ্যে বিরহের স্থান খুব উচ্চে, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের যে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ, তার মধ্যে দিয়েই তাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে।

সুরদাস রচিত পদাবলীতে কতকগুলি অপূর্ব বিরহের পদ পাওয়া যায়:—

আজু বরখত নয়না হামারি
হামারি রে ॥
সদা রহত বরখা ঋত হাম পর
যব সে কৃষ্ণ সিধারে সে।
নিশদিন বরখত নয়না হামারি ॥
অঞ্জন দেত রহত নাহি কবহুঁ
কারে কপোলা ভয়ি কারে

সুরদাস প্রভু সো যা কহিও
গোকুল ক্যায়সে বিসারে সো ॥

আজি নেমেছে বাদল আঁখিতে আমার
ঝরিছে কেবল নয়ন রে।
বিরাজে বরষা ঋতু সদা আমা পরে
গেছে চলি যবে হতে কৃষ্ণ রে ॥
সেই হতে নিশিদিন অবিরত ধারে
বরষিছে মোর দুই নয়ন রে ॥
অঞ্জন দিই যদি রহে নাতো কভু
শুধুই কালিমা ভরে কপোলে কালো
সুরদাস প্রভু যাও না গো বল ॥

অথবা, কেমনে রয়ে সে ভুলে গোকুলেরে
কেমনে সে আছে ভুলে এই গোকুলেরে ॥ (অনুবাদ : লেখিকা)

বল্লভাচার্যের জীবন দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর ধর্মমত যার অনুসারীই হোক, সাধনার দিকে তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল শ্রীমদ্ভাগবত গীতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে পাওয়া যে অলৌকিক ব্রহ্মসম্বন্ধ মন্ত্র দিয়ে বল্লভাচার্যের ধর্মজীবনের শুরু—সে মন্ত্র "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম"। এই মন্ত্রের ভিত্তি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ) শ্লোক ৬৬। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

"সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

অর্থাৎ —সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।

বল্লভাচার্য প্রচারিত পুষ্টিমার্গের নবম বা শেষ ধাপে আত্মনিবেদনের মন্ত্রে আছে আমি সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার সর্বস্ব আমার দৈহিক কার্য ক্ষমতা আমার জীবন, আমার আত্মা এবং আত্মা বিষয়ে যা কিছু আমার স্ত্রী, গৃহ, সন্তান-সন্ততি, আমার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি, আমার সমস্ত বস্তুসম্পদ এবং আমার নিজেকে সমর্পণ করিতেছি"।

এই মন্ত্রের ভিত্তি গীতা নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যা) শ্লোক ২৭। অর্জুনের প্রতি

"যৎ করোষি, য দশ্নাসি, যজুর্হোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুস্ব মদর্পণম।"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! তুমি যাহাই কর, যাহাই খাও, হাম যোগ যাহাই কর, যাহাই দান কর, যাহাই তপস্যা কর, সবই আমাকে সমর্পণ করিও।

বল্লভাচার্যের সর্বপ্রধান শিষ্যদের মধ্যে আটজনকে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখার

অবতার আখ্যা দিয়েছিলেন এর মধ্যেও গীতার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপেই অন্তরঙ্গ ভাবে লাভ করেছিলেন।

সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে বল্লভাচার্যের ভক্তি সাধনার ভিত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পীঠস্থান ও বিগ্রহ

বিগ্রহ	পীঠস্থান
শ্রীনাথজী	নাথদ্বার (রাজস্থান)
শ্রীনবনী প্রিয়জী	নাথদ্বার (রাজস্থান)
শ্রীমথুরেশ জী	জয়পুর (উত্তর প্রদেশ)
শ্রীবিঠলনাথ জী	নাথদ্বার (রাজস্থান)
শ্রীদ্বারকানাথ জী	কঙ্কোরলী (রাজস্থান)
শ্রীগোকুলনাথ জী	গোকুল (ব্রজ, উত্তরপ্রদেশ)
শ্রীবালকৃষ্ণ জী	সুরাট (গুজরাট)
শ্রীমুকুন্দ রায়জী	বারাণসী (উত্তরপ্রদেশ)
শ্রীমদনমোহন জী	কামবন (রাজস্থান)
শ্রীগোপীনাথ জী	ডেরাগাজী খান (সিন্ধু প্রদেশ, বর্তমান বৃন্দাবন)

পদামৃতচন্দ্রোদয় ও নিমানন্দ দাস

নরেশচন্দ্র জানা

বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ করে যাঁরা এই অমূল্য পদরাজিকে বিলুপ্তি ও বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে নিমানন্দ দাস একজন। 'পদরসসার' নামক সঙ্কলনগ্রন্থের তিনি সঙ্কলয়িতা। 'পদকল্পতরু'-র মতো তাঁর এই সঙ্কলন কীর্তিত নয়। এর কারণ হয়তো এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত বলে এটির প্রতি সুধী সমাজের নজর তেমন পড়েনি। সঙ্কলনটির বিশিষ্টতা 'পদকল্পতরু'-তে নেই এমন সাড়ে ছ'শোটি নতুন পদের সন্ধান এতে মেলে। নিমানন্দ দাসের স্বরচিত পদও এতে স্থান পেয়েছে। সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কম করে তা দেড়শো হবে।

'পদরসসার' ছাড়াও নিমানন্দ দাস আর একটি পদসঙ্কলন করেছিলেন, আমাদের অনুমান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুথিশালায় রক্ষিত এমন একটি পুথির সন্ধান মিলেছে, যা থেকে এই অনুমান সহজে করা চলে। পুথিটির সংখ্যা—৩২০। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, অপরার্ধ ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫১৮) গ্রন্থের পাদটীকায় এটিকে 'পদরসসার'-এর পুথি বলে নির্দেশ করেছেন। পুথিটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। আদি পত্র আছে, শেষের বহু পাতা নেই। মাত্র ২০ পাতার (মোট পৃষ্ঠা ৪০) এই পুথিটিতে সর্বমোট পদ আছে ১০৮টি। এর মধ্যে কেবল নিমানন্দ দাসেরই পদ ৮৪টি। নিমানন্দ দাসের পদ বাহুল্য দেখেই খুবসম্ভব ডঃ সেন এটি 'পদরসসার'-এর পুথি বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু পুথিটির ভেতরে মনোযোগ দিয়ে দেখলে স্পষ্ট পুথির নামের উল্লেখ মিলবে। এক একটি রসপ্রকরণের শেষে পুথির নামের নির্দেশ আছে। যেমন, একটি পাতাতে আছে "**ইতি শ্রীপদামৃতচন্দ্রোদয়ে মুগ্ধাবর্ণনে পঞ্চম প্রকরণ।**" এ থেকে দৃঢ়ভাবেই বলা চলে এটির নাম ছিল "পদামৃতচন্দ্রোদয়"। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'পুথিপরিচয়' এ এটির সম্পর্কে লেখা আছে গৌর পদাবলী নিমানন্দ দাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি, লোচনদাস প্রভৃতির গৌর-বিষয়ক পদ-সংগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে এতে আছে নিমানন্দ দাসের ৮৪টি, বাসু ঘোষের ১০টি, গোবিন্দদাসের ৩টি, নরহরি দাসের ২টি এবং জগদানন্দ, বলরাম, নয়নানন্দ, লোচন, যদুনাথ, বৈষ্ণবদাস, বংশীবদন, আশানন্দ ও বিন্দু দাস এদের প্রত্যেকের ১টি করে পদ। উল্লেখযোগ্য প্রতিটি পদই গৌর-বিষয়ক (গৌরচন্দ্রিকা অন্তর্ভুক্ত করেই)। এই থেকে ধারণা হয়, একালে জগবন্ধু ভদ্র যেরূপ শুধুমাত্র গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ সংগ্রহ করে 'গৌরপদতরঙ্গিণী' সঙ্কলিত করেছেন, নিমানন্দ দাসও ঠিক সেকালে বিশুদ্ধ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের এই সঙ্কলন করেছেন। রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন রসপর্যায়ের

পদসংগ্রহ 'পদরসসার' ইতিমধ্যে তিনি করেছেন বলেই কেবল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের সঙ্কলন "পদামৃতচন্দ্রোদয়" করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছে।

পুথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে, এটি যে নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত তার প্রমাণ কি? এর উত্তরে বলা যায়, নিমানন্দ দাসের পূর্বে যাঁরা পদ সংগ্রহ করে খ্যাত হয়েছেন সেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু দাস প্রভৃতির সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে বিশিষ্ট কবিদের অপেক্ষা তাঁদের স্বরচিত পদ নিজ নিজ সঙ্কলনে বেশী পরিমাণে স্থান পেয়েছে, দেখা যায়। নিমানন্দ দাস তেমন খ্যাতনামা পদকর্তা নন, তথাপি তাঁর সঙ্কলন 'পদরসসার' এ তাঁর স্বরচিত পদের স্থান খুব বেশী। এই সঙ্কলন গ্রন্থটিতেও দেখা যাচ্ছে, তাঁর পদের সংখ্যা অন্যান্য কবিদের তুলনায় অনেক বেশী। তিনি নিজে এই সঙ্কলনটি না করে থাকলে তাঁর এত পদকে অন্য কোন সঙ্কলয়িতা কখনো স্থান দিতেন না। এই থেকে আমাদের দৃঢ় অনুমান, এটির সঙ্কলক নিমানন্দ দাস স্বয়ং এবং এটি ছিল কেবল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের সংগ্রহ মাত্র। এটি অবশ্য নিমানন্দ দাসের হাতে লেখা পুথি নয়, পরবর্তী কালের কোনো অনুলিপি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সম্পূর্ণ পুথিটি মেলেনি। সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গেলে বহু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের সন্ধান পাওয়া যেত যা পুথিটির অসম্পূর্ণতার জন্য পাওয়া সম্ভব হবে না কোনোদিন। এতে নিমানন্দ দাসের যে ৮৪টি পদ আছে, তা এপর্যন্ত কখনও প্রকাশিত হয়নি। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত হল —

শুনহ গৌরবর তুহু অতি বিদগধ
তাহে তুহু চতুর সুজান।
নদীয়া নাগরি কাহে মতি মজায়লি
কিয়ে তুহু মোহিনী জান॥
ইহ নহে তুহারি উচিত।
সো বর নারী বাউরি সম
বিলপই তুয়া গুণ গীত।
সো অবলা মতি অতি দুঃখে দুখিত
নয়নে গলত ধার।
নিমানন্দ দাস কাতর অতিশয়
এ ভব সাগর কর পার॥

* * *

গৌরাঙ্গ চাঁদেরে হেরি আঁখি ফিরাইতে নারি
মন অনুগত তাহে হল।

পরশ থাকুক দূরে অপরশে মন হরে
নদীয়া নারীর কুল গেল ॥
সজনি গৌরপিরিতিময় ধাম।

অঙ্গহি অঙ্গ সকলি পরিপূরিত
পুরয়ে মনস্কাম ॥
শ্রীচরণ পরশে আনন্দে ভাসে
মত্ত গতি গজরাজ জিনি।
তেরছ নয়নে চায় মনমথ মুরছায়
আনন্দে ভুলিল কুলধনী।
গৌরাঙ্গ লাবণ্যরাশি হৃদয়ে রহল পশি
কি করিবে ছার জাতি কুলে।
নিমানন্দ দাস কয় সেদিন সফল হয়
যেদিনে থাকিব পদতলে ॥

* * *

গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ হৃদয়ে পশিল।
যতন করিয়া টানি বাহির না হল ॥
মরমে তোমারে কই শুন গো সজনি।
বিষম হইল মোরে গোরারূপ খানি ॥
কি করিব কুলশীল কি করিব জাতি।
ছাড়িতে না রব আমি গৌউর পিরীতি ॥
নিমানন্দ দাস বলে কাতর হইয়া।
ভজিব গৌরাঙ্গ পদ কুল তেয়াগিয়া ॥

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারায় উড়িষ্যার কবিদের অবদান

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

সম্প্রতি উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালার পুথি বিভাগে বেশ কিছু বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির অধিকাংশই তালপাতার পুথি আর ভাষা বাংলা হলেও লিপিরূপ ওড়িয়া। এই পুথিগুলির একটি বৃহৎ অংশ বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি জনপ্রিয় কাব্যাবলীর অনুলিপি। বলা বাহুল্য যে, এগুলিরও লিপিরূপ ওড়িয়া। এই সংগ্রহের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, পৌরাণিক দেবদেবীদের প্রশস্তিমূলক ও বেশ কিছু 'পালা'-শ্রেণীর মৌলিক রচনা আছে। এই মৌলিক কাব্যগুলির রচয়িতারা অনেকেই প্রখ্যাত ওড়িয়া কবি। অল্প কয়েকজন কবির বাংলা কাব্য পাওয়া গেলেও ওড়িয়া কবি হিসেবে তাঁদের নাম ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এঁরা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অপরিচিত আর তা ছাড়া এঁদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ দেখেই অনায়াসে এঁদের উড়িষ্যাবাসী বলে চিহ্নিত করা যায়।

জনপ্রিয় বাংলা কাব্যগুলির ওড়িয়া হরফে অনুল্লিখিত অজস্র পুথি যে সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হোল এই যে, লিপিগত বাধা ছাড়া বাংলাভাষায় রচিত কোন কাব্যের রসাস্বাদনে উড়িষ্যার কাব্যামোদী সম্প্রদায় কোন রকমের অসুবিধে বোধ করেননি। ভাষা হিসেবে বাংলার চর্চা যে উড়িষ্যায় মধ্যযুগে অব্যাহত ছিল, সংগৃহীত পুথিগুলি তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরিশ্রমে যে 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়' প্রস্তুত করেছেন তাতে দেখা যাবে যে, আরবী, কৈথি, দেবনাগরী, নেওয়ারী রোমান ও সিলেটি নাগরীতে লেখা বাংলা পুথির সন্ধান তিনি পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি তিনি তামিল লিপিতে একটি বাংলা পুথিরও খবর পেয়েছেন। এই বিচিত্র লিপির তালিকায় ওড়িয়া লিপি যদি সংযুক্ত হয়, তাতে অবশ্যই বিস্ময়ের কিছু নেই।

ভৌগোলিক সান্নিধ্য ছাড়াও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাধ্যমে বঙ্গ-কলিঙ্গের সম্প্রীতি যে গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। উড়িষ্যার ঐতিহাসিকদের শিরোমণি ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রাচীনতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হোল—

"According to traditions, the original temple of Jagannath having been old and dilapidated, was built by Yajati Keshari in the nineth century A.D.

The drama 'Anargha Raghava Natakam' by Murari Mishra assigned to 850 A D. was presented at the time of festival (yatra) of God Purushottama who was worshipped on the sea shore ...

Siddhasena Divakara, a Jain writer, has compared Mahavira with Siva, Bramha, Bishnua and Jagannath The Jain writer perhaps flourished in the nineth century A D. or sometime earlier.[১]

ডঃ মহতাবের উপযুক্ত অভিমতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ভিত্তি অন্ততঃ নবম শতকে স্থাপিত হয়েছিল।

নীলাচলের আকর্ষণ শুধু ধর্মীয় নয়। উর্মিমুখর সমুদ্র, প্রশস্ত বেলাভূমি, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম জলবায়ু এবং সেই সঙ্গে মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আকর্ণ যে বঙ্গবাসীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এসব কিছুরই প্রতি এঁদের অনুরাগ চিরন্তন।

যে ভাবনৈকট্য নবম বা দশম শতক থেকে গড়ে উঠেছিল, তাতে নতুন দিগন্তের সংযোজন ঘটালেন চৈতন্যদেব। শ্রদ্ধেয় ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে চৈতন্যদেব ১৪৩২, ১৪৩৪, এবং ১৪৩৫ শকাব্দে নীলাচলে ছিলেন। এর পর তিনি আবার এখানে আসেন ১৪৩৭ শকাব্দে এবং তিরোভাব পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।[২] সপার্ষদ চৈতন্যদেবের এই সুদীর্ঘকালীন অবস্থিতি বঙ্গ-কলিঙ্গের ভাব সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অনুমানে বাধা নেই যে, এই সংহতি সাধনার সূত্র ছিল বাংলাভাষা।

মৌলিক রচনা বলে যে গুলিকে চিহ্নিত করা গেছে, সেগুলির রচয়িতারা ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তীকালে কাব্যরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ পর্যন্ত ষোড়শ শতকের রায় রামানন্দ, জগন্নাথদাস আর অনন্তদাসের বাংলা রচনা পাওয়া গেছে। রায় রামানন্দ অতি পরিচিত হলেও উড়িষ্যার ভাগবতবৃত্তের মধ্যমণি জগন্নাথদাস অপরিচিত নাম নয়। অন্য পক্ষে জগন্নাথদাস এবং অনন্তদাস উড়িষ্যার প্রখ্যাত 'পঞ্চ সখার' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ তথ্যও হয়তো অনেকের জানা আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে চৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রামানন্দের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সার্বভৌমই চৈতন্যদেবকে অবহিত করেন। জগন্নাথদাস মূলত "অতিবড় জগন্নাথ" নামেই উড়িষ্যায় সুপরিচিত। বট গণেশের নিচে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যারত তরুণ জগন্নাথকে দেখে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেন ও ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। কথিত আছে যে,

১ Dr. Harakrushna Mahtab, History of Orissa, Vol I. 1959, pp. 204-6.

২. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ১৯৫৯, পৃ. ৪৯৪।

মুগ্ধ চৈতন্যদেব আপন উত্তরীয়খানিকে জগন্নাথের মাথায় জড়িয়ে দেন আর তাঁকে অতি-বড় আখ্যায় ভূষিত করেন। পরে তাঁরই আদেশে সখা পঞ্চকের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রখ্যাত রামায়ণ অনুবাদক বলরামদাস জগন্নাথকে দীক্ষা দেন।

রায় রামানন্দ রচিত পদাবলী সম্বলিত দু'খানি পুথি (বি ১১৮ এবং বি ১৪১) পাওয়া গেছে। দু'টি পুথির নামভেদ ; যথাক্রমে 'ব্রজবুলি গীতা' ও 'কৃষ্ণলীলা' ; থাকলেও পাঠভেদ নেই বলা চলে। পদগুলি পরস্পর সম্পর্কিত এবং 'দণ্ডাত্মিকা' কাব্যের কাঠামোতেই উপস্থাপিত। প্রাপ্ত মোট পদ ৭৮টির মধ্যে রামানন্দদাস ভণিতায় দু'টি, রামানন্দ ভণিতায় এগারোটি এবং বাকী ৬৫টি পদ রায় রামানন্দের ভণিতায় পাওয়া গেছে। রামানন্দদাস ভণিতায় যে দু'টি পদ পাওয়া গেছে, তার একটি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুথিতে রায় রামানন্দ ভণিতা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ডঃ সুকুমার সেন রায় রামানন্দ পদে রামানন্দ দাস ভণিতা থাকা অসম্ভব নয় বলেই মনে করেন ১ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ওড়িয়া বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র সাহু রায় রামানন্দের নামাঙ্কিত একটি পুথি পেয়েছেন। তাতে আটটি বাংলা পদ আর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ডঃ সাহু পেয়েছেন। পদগুলি সম্প্রতি উড়িষ্যার একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে।[২]

আমি যে পুথিগুলি থেকে রায় রামানন্দ ভণিতার পদ সংগ্রহ করেছি সেগুলিতে চারটি করে অংশ আছে। সে চারটি অংশের শীর্ষক হোল 'গৌরজন্ম', 'রাধাজন্ম', 'দণ্ডলীলা' এবং 'ললিতাকুঞ্জে শুক্ল-দ্বিতীয়া মিলন'। এই চারটি অংশের মধ্যে একমাত্র 'দণ্ডলীলা' ছাড়া অন্য অংশগুলির রচনা খুবই দুর্বল এবং দু'একটি ক্ষেত্রে তথ্যগত ভ্রান্তিও রয়েছে। ফলে এই অংশগুলির রচয়িতা হিসেবে রায় রামানন্দকে স্বীকার করে নেওয়া অসঙ্গত মনে করি। ডঃ সাহু যে পদগুলি সংগ্রহ আর প্রকাশ করেছেন সেগুলি সম্পর্কেও আমি আমার সন্দেহ তাঁকে জানিয়েছি।

রামানন্দ পণ্ডিত প্রতিভাধর ছিলেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত পদগুলি এতই ক্ষীণজীবী যে সেগুলিকে রায় রামানন্দের রচনা বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়। একমাত্র দণ্ডাত্মিকা কাব্যের কাঠামোতে রচিত দণ্ডলীলা শীর্ষক কাব্যখানিতে কিছু পরিমাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানি পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত উনত্রিশটি পদ সমন্বিত একটি খণ্ডকাব্য। এখানির ভাষা বাংলা কিন্তু এর মধ্যে কিছু ওড়িয়া শব্দ মিশ্রিত আছে। কবি নিজের রচনাকে 'কৃষ্ণলীলা ক্রম' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে একটি পদাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

দ্বাত্রিংশ দণ্ডে সূর্য অস্তানেতে গেল।
গোধন লইয়া কৃষ্ণ গোপে প্রবেশিল ॥

১. Dr. Sukumar Sen, Hist. of Brajabuli Lit. C. U., 1935, Page 40.
২. 'শ্রীহরিসংকীর্তন', ডিসেম্বর, ১৯৭৬ ও মার্চ-জুন. ১৯৭৭

নৃত্য রসরঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ লই।
ধীরে ধীরে চলে কৃষ্ণ বাঁশরী বজাই ॥
অট্টালিকা পরে রাই বন্দাপনা করে।
শ্যামচান্দ মুখ রাই চা হয়ে নিরোলে ॥
কুমুদ পাইল যেন চান্দের দর্শন।
ঘন ঘন চাহে রাই শ্যামের বদন ॥
বংশীশুনে শ্যাম কহে শুন রসবতী।
তুমার দর্শন পাইবু কত দণ্ড রাতি ॥
সপ্তশাখা দীপাবলী সঙ্কেত করিল।
সঙ্কেত পাইয়া শ্যাম নিজ গৃহে গেল ॥

'অতিবড়' জগন্নাথ দাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ইনি সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণভক্তি কল্পলতা, নিত্যগুপ্ত চিন্তামণি, উপাসনা শতক প্রভৃতি ন'খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাস পুরাণ শীর্ষক চারখানি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত বৃহদায়তন গ্রন্থ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, প্রমোদচিন্তামণি, কালীয়দলন, তুলাভিণা ষোলচৌপদী, ইন্দ্রমালিকা প্রভৃতি তেত্রিশখানি কাব্য ওড়িয়া ভাষায় রচনা করেছেন।

জগন্নাথ দাস শুধু কবি হিসেবে নন, ওড়িয়া ভাষায় প্রথম সার্থক গদ্য-রচয়িতা হিসেবেও তিনি স্বীকৃত। তাঁর তুলাভিণা শীর্ষক কাব্যখানিতে যে গদ্য ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তাকেই ওড়িয়া ভাষার প্রথম সাহিত্যিক গদ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

জগন্নাথ দাসের নামাঙ্কিত যে বাংলা কাব্যগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হোল 'গঙ্গামঙ্গল' আর 'আশ্রামৃত'; গঙ্গামঙ্গল নামে দু'খানি পুথি পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে বিশেষ পাঠান্তর নেই। এই বৃহৎ কাব্যখানি সম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশের জন্যে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছেন। গঙ্গামঙ্গলে গঙ্গার রূপ বর্ণনামূলক অংশ থেকে কয়েকটি ছত্র কবির বাংলা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করা গেল --

মাথায় সিন্দুর সাজে আর সাজে বেণী।
উপমা কি দিব তারে খঞ্জনী নয়নী ॥
নাসাতে বেসর দুলে হীরা নীলা ফুল।
চন্দ্রমা জিনিয়া মুখ করে ঢলমল ॥
গলে গজমতি হার বিচিত্র কাঞ্চলি।
মেঘে যেন সাজিয়াছে এ নব বিজুলি ॥
ধবল বসন গায় রূপে মনোহারী।
কতশত লাগিয়াছে মুকুতার ঝারি ॥

ষোড়শ শতকের কবি রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস আর অনন্ত দাসের পুথি উনিশ শতকে

অনুলিখিত হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌচেছে। এর ফলে কবিদের মূল ভাষাভঙ্গী যে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে ক্ষেত্রে একাধিক পুথি হস্তগত হয়েছে সে ক্ষেত্রে পাঠান্তর মিলিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শব্দগুলিকে রাখার চেষ্টা করেছি। এর ফলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ রচনাগুলির কালবিচারে সমর্থ হবেন।

দ্বারিকাদাস (১৬৫৯ ১৭৩৯) মধ্যযুগীয় ওড়িয়া কাব্যধারায় একটি সশ্রদ্ধ স্মরণীয় নাম। গৃহবাসী এই সাধক কবি আপন জন্মস্থানের কাছেই একটি 'মঠ' স্থাপন করেছিলেন। ধুলিসর নামক কবির জন্মস্থানটি সাম্প্রতিক কালে জগৎপুর নামেই পরিচিত। মহানদীর তটবর্তী এই গ্রামে একটি মন্দিরের সঙ্গেও শূদ্রবংশীয় এই সাধক-কবির নাম জড়িত। রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ ছাড়া প্রেমরসচন্দ্রিকা, শিবপুরাণ, পরচে গীতা, গুপ্তগীতা, ব্রহ্মসুন্দর, তত্ত্বচূড়ামণি, ভক্তি রসামৃত, ছ পঈ, ন পঈ, তের পঈ প্রভৃতি বহু কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা রূপে ইনি সুপরিচিত। আবিষ্কৃত পুথিগুলির মধ্যে সাধক কবি দ্বারিকাদাস রচিত দু'খানি মনসামঙ্গল পাওয়া গেছে। পুথি দু'টির একখানি মেদিনীপুর এবং অন্যখানি সন্নিহিত অঞ্চল বালেশ্বর থেকে সংগৃহীত॥ কবি এই কাব্যের ভণিতায় উল্লেখ করেছেন—'কেরুড়ে নিবাস করি নন্দীগ্রামে আসি'। আর একটি ভণিতায় আছে, 'গুমগড় নন্দীগ্রামে এ গীত বর্ণন'। 'গুমগড়' নামটিকে 'নন্দীগ্রামের' সঙ্গে পাওয়ার ফলে স্থানগুলিকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধে হয়নি। এই পুথিটিতে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনীটি ছাড়া অন্য কোন পালা যুক্ত হয়নি। মৎসম্পাদিত এই পুথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছেন। আশা করছি, অনতিবিলম্বে গ্রন্থটি সুধীসমাজের সামনে উপস্থিত হবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে। আপাততঃ কবি দ্বারিকাদাসের কাব্য থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। লোহার কলাই সেদ্ধ করে আপন সতীত্বের পরিচয় দিতে যাবার আগে বেহুলা যখন স্নানে চলেছেন, কবি তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

চিন্তিয়া মনসা চরণতলে।
স্নান করিবারে বেহুলা চলে॥
মধুর মূরতি গজেন্দ্রগতি।
পদ্মিনীর অংশে জন্মিছে সতী॥
নানা পুষ্পে জুড়া বান্ধিছে শিরে।
মধু আশে কত ভ্রমর উড়ে॥

সপ্তদশ শতকেরই আর একজন বিখ্যাত কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ (১৬১১—১৭০১)। ইনি খ্যাতিমান কবি নীলকণ্ঠ ভঞ্জের পিতা ও কবি-সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জের পিতামহ। কবি ধনঞ্জয় ঘুমসর রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই রাজ্যটি উড়িষ্যার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত। গঞ্জাম

জেলার অধীনস্থ ঘুমসর অধিপতির রচিত বাংলা কাব্য পাওয়ার পর সমগ্র উড়িষ্যায় বাংলা-ভাষার ব্যাপক চর্চা সম্পর্কে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ রইল না। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা বা বড় বড় জমিদারেরা শুধু শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাই করেননি, শিল্প ও সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে তাঁদের অনেকেই বিখ্যাত। যাইহোক, ধনঞ্জয় চৌপদী চন্দ্রোদয়, ত্রিপুরসুন্দর', ইচ্ছাবতী, মদনমঞ্জরী প্রভৃতি ছ'খানি সুললিত কাব্যের রচয়িতা হিসেবে সুপরিচিত।

কবি ধনঞ্জয়ের বাংলাভাষায় রচিত দ্বাম্বিকা পালাখানি মূলত: তাঁর পূর্বসূরী বলরামদাসের (১৪৮৪—?) লক্ষ্মীপুরাণ নামক ব্রতকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ধনঞ্জয় যে অপূর্ব দক্ষতায় ব্রতকথাটিকে সার্থক হাস্যরসাত্মক কাব্যে উন্নীত করেছেন তা তাঁর কবি প্রতিভার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে। কাহিনীটি সম্ভবত: বঙ্গীয় পাঠকসমাজের অজ্ঞাত, সেটি তাই এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী নগরভ্রমণে গিয়ে দেখলেন শ্রীয়া নাম্নী এক চণ্ডালিনী লক্ষ্মীব্রত পালন করছে। তিনি শ্রীয়ার জীর্ণ কুটিরে বসে বরুণাকে আদেশ করলেন চণ্ডালিনীর সব দুঃখ দূর করে দেবার জন্যে। বলরাম বেরিয়েছিলেন নগর ভ্রমণে। চণ্ডালিনীর গৃহে লক্ষ্মীকে দেখে তিনি এমনই ক্রুদ্ধ হলেন যে সামাজিক মান-সম্মান রক্ষার জন্যে লক্ষ্মীকে তৎক্ষণাৎ মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে জগন্নাথকে আদেশ করলেন। রেবতী লক্ষ্মী সম্পর্কে আরও অনেক অভিযোগ শুনিয়ে পরিস্থিতি এমন জটিল করে তুললেন যে, লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া জগন্নাথের গত্যন্তর রইল না। তিনি 'চণ্ডালিনী' এই অভিযোগ শোনার পর জানিয়ে গেলেন যে ঐ চণ্ডালিনীর গৃহে দুই ভাইকে অনুগ্রহ করে প্রাণরক্ষা করতে হবে। এরপর লক্ষ্মী হনুমানের সাহায্য নিয়ে সমুদ্রতীরে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে নিলেন আর মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন, আসবাবপত্র আনিয়ে নিলেন। পরদিন প্রভাতে বলরাম আর জগন্নাথ মন্দিরের আর নিজেদের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন যে, লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করার ফল তাঁরা পেতে শুরু করেছেন। দুই ভাই ভিক্ষায় বেরুলেন কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য তাঁদের অনুসরণ করে চলল। দিবাবসানে ক্ষুধার্ত দুই ভাই সমুদ্রতীরে এক চণ্ডালিনীর গৃহে অন্নপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। দাসী রান্নার আয়োজন করে দিল কিন্তু লক্ষ্মীর ছলনায় উনুন জ্বালাতেও পারলেন না বলরাম। শেষ পর্যন্ত তাঁরা অন্ন ভিক্ষা করলেন, কিন্তু গৃহকর্ত্রী জানালেন তিনি চণ্ডালিনী। ক্ষুৎপীড়িত বলরাম ঘোষণা করলেন, 'অন্ন দিয়া প্রাণ রাখ কি করিবে জাতি'। গৃহকর্ত্রী পরম যত্নে দুই ভায়ের প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করে যখন পরিবেশন করলেন তখনই তাঁরা লক্ষ্মীর পরিচয় পেলেন আর অনেক অনুনয় করে তাঁকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এই কাহিনীর মধ্যে বলরামের চরিত্রটি এতই আকর্ষণীয় হয়েছে যে তাকে যৌথ হিন্দু পরিবারের কর্তা হিসেবে চিনে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। ফলে এঁর ভিক্ষার্থীর রূপটি সার্থক করুণরসের সৃষ্টি করেছে।

একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্ধশতাধিক মৌলিক রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু বঙ্গীয় সুধীসমাজের সামনে একটি অজ্ঞাত অধ্যায়ের কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এইটুকুই। উড়িষ্যাবাসী যে সব কবিরচিত বাংলাকাব্য ইতিমধ্যে লিপ্যন্তরিত ও সম্পাদিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে অসংকোচে বলা যায় যে, তাঁদের বাংলাভাষা সম্পর্কে জ্ঞান যথেষ্ট গভীর ছিল। তাঁরা সকলেই কমবেশি ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র ওড়িয়া শব্দের ব্যবহার সমার্থক বাংলা শব্দ সম্পর্কে অজ্ঞানতাপ্রসূত নয়। বহুক্ষেত্রে ছন্দের খাতিরে ওড়িয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারই বাংলা প্রতিশব্দ অন্যত্র পাওয়া গেছে। তবু ওড়িয়া শব্দের সাবলীল ব্যবহার এইসব কবির মাতৃভাষা যে ওড়িয়া সেইটি স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যযুগীয় বাংলা আর ওড়িয়ার মধ্যে যতখানি সামঞ্জস্য থাক না কেন, ওড়িয়া ভাষাভাষী কবিদের তিনশ বছর ধরে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার ইতিহাস নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কতখানি উদারতা এবং ভিন্ন একটি ভাষা সম্পর্কে কতখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকলে তবে এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, এ প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যে-সব উৎকলীয় কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে, তাঁদের তালিকাটিও সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা ষোড়শ শতকের কবিদের মধ্যে রামানন্দ রায়, জগন্নাথদাস ও অনন্তদাসের নামোল্লেখ করেছি। সপ্তদশ শতকের কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ আর দ্বারিকাদাস ছাড়া আমার তালিকায় আছেন শীতলাচরণ, দ্বিজ রঘুরাম, দ্বিজ লোকনাথ, মাধবদাস, পুরুষোত্তমদাস, মাধব রথ প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতকের তালিকায় আছেন ভৃঙ্গবর রায়, রঘুরামদাস, কৃপাসিন্ধু দাস, পিণ্ডিকা শ্রীচন্দন, শ্যামবন্ধু পট্টনায়ক, শ্যামসুন্দর ভঞ্জ প্রভৃতি আর উনবিংশ শতকের তালিকায় আছেন কবিচন্দ্র জগন্নাথ, নটবরদাস, নারায়ণ মর্দরাজ প্রভৃতি কবিরা। সংগ্রহের কাজ আজও অব্যাহত আছে; অতএব আশা করা অন্যায় নয় যে আরও অনেক কবির সন্ধান পাওয়া যাবে এবং সেই সঙ্গে বহু অজ্ঞাত অধ্যায়ের উন্মোচনও ঘটবে।

এই সব কবিদের বাংলা ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র একখানি পুথি আমার হস্তগত হয়েছে, যেটির রচয়িতা আপন বাংলা ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর রচনায় ওড়িয়া শব্দের প্রাচুর্য ঘটছে। পুথিটির উপসংহারে এসে কবি রঘুনাথদাস তাই বলেছেন—

ওড্রদেশী হৈয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন।
না লৈবে বচন দোষ সব সাধুজন॥
যইসনে তুলসী গাস্থি আনি নিজ পটে।
না লয়ে তা দোষ দেখ ভূষণ মুকুটে॥
তৈছে ব্রজলীলা গাস্থি ওড়িয়া বঙ্গালে।
এ কবি কহিল এহি ভুবনমঙ্গলে॥

বলা বাহুল্য যে, কবি-রচিত কাব্যখানির নাম 'ভুবনমঙ্গল'।

এই কাজটি করতে গিয়ে বারে বারেই রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি মনে পড়ে, 'মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে।' সেই সুদূর অতীতে প্রত্যাবর্তনের পথ আজ আর উন্মুক্ত নেই কিন্তু সে যুগের অমূল্য কীর্তির উদ্দেশে আমরা অবশ্যই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।

ছিয়াশীতম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে

[৮ শ্রাবণ, ১৩৮৫, ২৫ জুলাই ১৯৭৮]

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-লিখিত

সভাপতির ভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবস। অসুস্থ বলিয়া সভায় যাইতে পারিলাম না, ঘরে বসিয়াই প্রণাম নিবেদন করিতেছি। দূরদর্শী সেই বিদগ্ধ মহাত্মাদের, যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এই শিল্পী জাতির প্রধান সম্পদ্ তাহার শিল্প ও সাহিত্য—তাই সে সম্পদ্‌কে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের নিকট যে প্রশ্নটি উত্তর দাবী করিতেছে—আমরা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা—তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিয়াছি কি? আমরা যদি সত্য উত্তর দিই তাহা হইলে আমাদের বলিতেই হইবে— না, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি নাই। বারংবার আমরা আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছি। আজ আসুন, আমরা শপথ গ্রহণ করি—আর আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না, এই পবিত্র সাহিত্য মন্দিরে বঙ্গবাণীর মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইব। সত্যই হৃদয়ঙ্গম করিব যে, সাহিত্য শিল্পই আমাদের প্রাণ, আমাদের মান, আমাদের সর্বস্ব।

নমস্কার। বনফুল

লেক টাউন ॥ ৮ শ্রাবণ ১৩৮৫

১৩ শ্রাবণ ১৩৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৫তম বার্ষিক অধিবেশনে
পরিষদ্-সভাপতি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর প্রেরিত পত্র

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজও অসুস্থতার জন্য সভায় যাইতে পারিলাম না। আশা করি আপনাদের সভা সুপরিচালিত হইবে এবং আগামী বৎসরে আপনাদের নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ পরিষদের ঐতিহ্য স্মরণে রাখিয়া পরিষদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইবেন। মনে রাখিতে হইবে, পরিষদ্ কোনও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কোনও দল-বিশেষের আত্ম-আস্ফালনের ক্ষেত্রও পরিষদ্ নহে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধন এবং সৎসাহিত্য ও শিল্পের সংরক্ষণ। আশা করি এ বিষয়ে আপনারা সজাগ থাকিবেন।

নমস্কার।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)
১৩ শ্রাবণ, ১৩৮৫

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পঁচাশীতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

(১লা বৈশাখ ১৩৮৪ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত সদস্যগণকে যথোচিত প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৫তম বার্ষিক কার্যবিবরণ সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমেই শোকার্ত চিত্তে এই কালসমার মধ্যে লোকান্তরিত বাণী-সাধকগণের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪ তারিখে) মানবক বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক, বিশ্ববরেণ্য মনীষী, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। আচার্য সুনীতিকুমার ছাত্রাবস্থা হইতেই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন এবং একাধিকবার পরিষদের সভাপতি-পদে বৃত হন। প্রয়াণকালেও তিনি পরিষদের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে শুধু সাহিত্য পরিষদেরই নহে, বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য'পদে বৃত, বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্নও এই বৎসরে পরলোকগমন করিয়াছেন। আলোচ্য কালসীমার মধ্যে বিশিষ্ট বৈষ্ণবরসসাহিত্যিক বিষ্ণু সরস্বতী, প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত করুণাময় সরস্বতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও শিল্পী বিশ্বপতি চৌধুরী, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সাহিত্য-রসজ্ঞ অমিয়কুমার সেন, অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যাল সংগীতশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও পঙ্কজকুমার মল্লিক, সংগীত-সমালোচক অমিয়নাথ সান্যাল, শিশুসাহিত্য-স্রষ্টা খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাংবাদিক কেদার ঘোষ এবং তরুণ কবি তুষার রায়, পরিষদের আজীবন সদস্য জগন্নাথ কোলে, 'বিশ্বকর্মা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ ভট্টাচার্য, পশুপতি ভট্টাচার্য, হরিসত্য ভট্টাচার্য, সত্যভূষণ সেন এবং সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আপনাদের অবিদিত নহে যে, পরিষদের ৮৪তম বার্ষিক অধিবেশন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ আহূত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন সম্পাদকের বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠকালে উপস্থিত সদস্যগণের অনেকেই উহার প্রতিবাদ করিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাহার ফলে ঐদিনকার সভা স্থগিত রাখিতে হয়। পরে ঐ স্থগিত সভা ১লা আশ্বিন

(১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) পুনরাহূত হয়। বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে এই দুই দিনের সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বাহুল্য বিবেচনায় এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

বিগত ৯ই আশ্বিন পরিষৎ-সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ['বনফুল'] পরিষৎ-নিয়মাবলীর ২৮ ধারায় উল্লিখিত 'সভাপতির অধিকার' বলে ১লা আশ্বিনের স্থগিত বার্ষিক সভায় অনুমোদিত সাতজন কর্মাধ্যক্ষ ও শাখা-পরিষদের চারিজন নির্বাচিত সদস্যের এক সভা আহ্বান করেন, এবং ঐ সভায় কর্মাধ্যক্ষগণের শূন্যপদ পূরণ করা হয়।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের কার্যবিবরণীতে দেখা যাইবে যে, সাধারণ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিতব্য কার্যনির্বাহক সমিতির ২০ জন "সভ্যে"র নির্বাচন অবৈধ ঘোষিত হয় এবং ঐ নির্বাচন বাতিল করা হয়। তার ফলে পরিষৎ-নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সাধারণ সদস্যগণের ভোটে ২০ জন "সভ্য" নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৪ই পৌষ (১৩৮৪) তারিখে আহূত বিশেষ সাধারণ সভায় ভোটের ফলাফল বিজ্ঞাপিত ও অনুমোদিত হয়।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, বার্ষিক কার্যবিবরণ উপস্থাপনায় একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যকাল শুরু হইয়াছে আশ্বিন মাস হইতে। সাধারণত অন্যান্য বৎসর ৮ই শ্রাবণ পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব ও বার্ষিক অধিবেশন এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি কার্যভার গ্রহণ করিতেন এবং পরবর্তী বৎসরের ৮ই শ্রাবণ পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যকাল প্রসারিত হইত। কিন্তু হিসাবপরীক্ষকগণের প্রদত্ত হিসাবপত্রে প্রতি বৎসর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত "উদ্বর্ত পত্র" ও তৎসংশ্লিষ্ট আয়ব্যয়ের হিসাবাদি পরীক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং সম্পাদকের কার্যবিবরণ তদনুযায়ী না হইলে হিসাবপরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের সঙ্গে গরমিল অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। এই জন্য এই বৎসর আপনাদের অনুমোদনের জন্য যে কার্যবিবরণ বিরচিত হইয়াছে তাহাতে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ হইতে বর্ষশেষ পর্যন্ত পরিষদের কার্যাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বৎসর আশ্বিনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাক্তন কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত কিংবা তদনুযায়ী বা তদতিরিক্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিতেছেন না। এই বিবরণে শুধু বৈশাখ হইতে আশ্বিনের কাজকর্মের উল্লেখ করা হইতেছে। পরবর্তী কালের কাজকর্মের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

বিভিন্ন সভার অধিবেশন

(ক) শোকসভা

পরিষৎ-সভাপতি আচার্য সুনীতিকুমারের তিরোধানে বিগত ২১ শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪) পরিষৎ মন্দিরে ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশে

শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের পৃষ্ঠপোষক মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি ল্যান্সলট ডায়াস যে শোকবার্তা প্রেরণ করেন তাহা সভায় পঠিত হয়। অতঃপর আচার্যদেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সভায় ভাষণ দেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু, অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভার সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এই সভার জন্য যে অন্তরঙ্গ স্মৃতি-কথা লিখিয়া পাঠান তাহা সভায় পাঠিত হয়। শ্রীকুমারেশ ঘোষও আচার্যদেবের উদ্দেশে লিখিত তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ পাঠ করেন।

(খ) প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব ও বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ৮ই শ্রাবণ (১৩৮৪) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব প্রতিপালিত হয়। ঐদিনই অনুষ্ঠিত ৮৪তম বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ-সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় [বনফুল] সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণের পরে সম্পাদক যখন বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিতেছিলেন তখন সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অনেকেই উহার প্রতিবাদ করিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাহার ফলে সভাপতিকে সভা স্থগিত রাখিতে হয়। ঐ স্থগিত সভা ১লা আশ্বিন (১৩৮৪) পুনরনুষ্ঠিত হয়।

(গ) চিত্র প্রতিষ্ঠা (১)

ঐতিহাসিক অবিনাশচন্দ্র দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা :

বিগত ৩১ আষাঢ় (১৩৮৪) পরিষৎ সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষৎ মন্দিরে ঐতিহাসিক অবিনাশচন্দ্র দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চিত্র প্রতিষ্ঠা (২)

গত ২৮শে মাঘ (১৩৮৪) পরিষৎ সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সজনীকান্ত দাসের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সজনীকান্তের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, দেবীপদ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, কালীপদ ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ প্রমুখ বক্তা এবং সভাপতি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত করেন।

চিত্র প্রতিষ্ঠা (৩)

গত ৩০শে ফাল্গুন শ্রীপুলকেশ দে সরকারের সভাপতিত্বে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীজীবনতারা হালদার বিজ্ঞানাচার্য বসু সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

(ঘ) রামলাল হালদার-হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি-বক্তৃতা ॥

অধ্যাপক যোগীলাল হালদার তাঁহার পিতামাতার নামে বার্ষিক স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানের জন্য পরিষৎ-তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন।

গত ৩১শে আষাঢ় (১৩৮৪) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার প্রথম বৎসরের 'রামলাল হালদার-হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি-বক্তৃতা' প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "প্রাচীন ভারতবর্ষের কয়েকটি অর্থনীতিক সমস্যা।" সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

(ঙ) কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব ॥

গত ৭ই অগ্রহায়ণ (১৩৮৪) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সুরেশ মৈত্র, প্রশান্ত বাগচী, বলাইলাল মুখোপাধ্যায় ও সমীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় কবি করুণানিধানের জীবন ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(চ) সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব ॥

গত ১লা পৌষ (১৩৮৪) ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কথাসাহিত্যিক ও 'রবিরশ্মি'কার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। চারুচন্দ্রের পুত্র অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতার জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। চারুচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির বিষয় আলোচনা করেন সর্বশ্রী প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ মৈত্র, অধ্যাপক মনীর উদ্দীন মিঞা (বাংলাদেশ) এবং গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত।

(ছ) কবি তরু দত্তের মৃত্যুশতবার্ষিক স্মরণ-সভা ॥

গত ২৩শে পৌষ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) জগদীশ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে কবিকিশোরী তরু দত্তের মৃত্যুশতবার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন হয় বারোটি। তন্মধ্যে তিনটি আশ্বিন মাসের পূর্বে এবং নয়টি বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্বিন হইতে সাতটি মাসিক অধিবেশন হয়।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিয়মাবলী অনুযায়ী পাঁচটি শাখাসমিতি এবং পাঁচটি উপসমিতি যথারীতি গঠিত হয়। কিন্তু আয়-ব্যয় সমিতির নিয়মিত অধিবেশন ব্যতীত অন্ত কোন শাখাসমিতি বা উপসমিতির একটি বা দুইটির অধিক উল্লেখযোগ্য কোন অধিবেশন হয় নাই।

আশ্বিন মাসে নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্যের প্রস্তাবক্রমে (১ দুর্নীতি তদন্ত কমিটি এবং (২ নিয়মাবলী সংশোধন কমিটি নামে দুটি কমিটি গঠিত হয়। দুর্নীতি তদন্ত কমিটি দফায় দফায় তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট উপস্থাপিত করবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকারী নির্দেশ অনুসারে তদন্ত কমিটি প্রাক্তন সম্পাদক মদনমোহন কুমারের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধানে অগ্রাধিকার দান করেন এবং তাঁহাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট উপস্থাপিত করেন। কার্যনির্বাহক সমিতি তদনুযায়ী কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি চৈত্র পর্যন্ত তাঁহাদের কাজ শেষ করিতে পারেন নাই বলিয়া ৩২শে আষাঢ় পর্যন্ত সময় চাহিয়াছেন।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের উল্লেখযোগ্য কৃত্য ॥

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, সাহিত্য পরিষৎ এইবৎসর বিশেষ দুর্যোগের মধ্যে কাজ শুরু করে। স্থগিত বার্ষিক অধিবেশন আহ্বানে প্রাক্তন সম্পাদক বিলম্ব করায় আশ্বিন মাসের মধ্যভাগ হইতে বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি পারষদ্ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে' সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির আন্তরিক চেষ্টায় পরিষদের কাজকর্ম বর্তমানে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতেছে, এবং পরিষদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

এই কালসীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে চিত্রশালার গৃহসংস্কার, বৈদ্যুতীকরণ এবং আসবাবপত্রাদি নির্মাণের কাজ অগ্রসর হইতেছে পরিষৎ ভবনের ছাদ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। রমেশ ভবনের ত্রিতলের পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রন্থশালা, পুথিশালা ও চিত্রশালায় সংগৃহীত পরিষদের যাবতীয় সম্পত্তির পরিসংখ্যান নির্ধারণের'ব্যবস্থা চলিতেছে।

পরিষদে উপহৃত সাহিত্য-সাধকগণের চিত্রাবলীর পরিশোধনাদি করা হইয়াছে।

এই বৎসর পরিষদের কর্মিগণের নূতন বেতনক্রম চালু করা হইয়াছে, এবং কর্মিসঙ্ঘকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের স্থায়ী উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য "আর সি দত্ত কমিশনের" সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইয়াছে।

এই বৎসর পরিষৎ-পত্রিকার দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ৮৩তম বর্ষের তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা এবং ৮৪তম বর্ষের প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে নূতন দুইখানি গ্রন্থ (১) শরৎচন্দ্র ও (২) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রণ করা হইয়াছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর :

১. রামেন্দ্র রচনাবলী (১ম খণ্ড)।

২. সাহিত্যসাধক চরিতমালার পাঁচখানি গ্রন্থ।

৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)

৪. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

৫. মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

॥ আর্থিক সহায়তা ॥

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান :

কর্মচারী নিয়োগ খাতে	২০,৫৩০ টাকা
পুস্তক প্রকাশ খাতে	১,২০০ টাকা
পত্রিকা প্রকাশ খাতে	৪,০০০ টাকা
পৌনঃপুনিক অনুদান	১১,০০০ টাকা

মোট ৩৬ হাজার ৭ শত ৩০ টাকা। বলাই বাহুল্য, ক্রমবর্ধমান ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় এই অর্থসাহায্য যথেষ্ট নহে। সেইজন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছি যে পরিষদের কর্মিগণের যে নূতন বেতনক্রম চালু করা হইয়াছে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করুন।

কর্মিগণের ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) সম্পর্কে সরকার বৎসর কয়েক পূর্বে সরকারী অনুদান দেওয়ার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত প্রাক্তন সম্পাদক যথাকালে তৎসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এই বৎসর এই সম্পর্কে সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে, পরিষদের কর্মিগণকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

চিত্রশালায় রক্ষিত দুর্মূল্য বস্তুসমূহের আলোকচিত্র কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করার ব্যয় বাবত আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রথম কিস্তিতে অন্তত পক্ষে সাত হাজার টাকা অনুদান দিবার জন্য আবেদন করিয়াছি।

গ্রন্থশালা ও পুথিশালায় দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুথি ও গ্রন্থাদির 'জেরক্স্ কপি' এবং

পরিষদে রক্ষিত প্রায় আড়াই শত তৈলচিত্রাদি পুনঃসংস্কারের জন্ম সরকারী অনুদান প্রাপ্তির জন্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, পরিষদের মূল্যবান সম্পত্তি যথাযথ সংরক্ষণের জন্ম একান্তই স্থানাভাব ঘটিয়াছে। এই জন্য "আর. সি. দত্ত কমিশনে"র সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদ মন্দিরে ত্রিতল নির্মাণের পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুনরায় তাহার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হউক, এই প্রার্থনা করিয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণ আপনাদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিলাম।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারের কার্যাদি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থাগার খোলা ছিল মোট ২৭৬ দিন এবং সর্বমোট ১৫,৮৩২ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৫৭.৩৬ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থাগারের লেন-দেন বিভাগে ও মোট ২৭৬ কাজের দিনে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৭,৬৩৪ জন অর্থাৎ গড়ে ২৭.৬৬ জন পাঠক-পাঠিকা এই বিভাগ হইতে বাড়িতে পুস্তকাদি লইয়া যান। পাঠকক্ষে মোট ৮,১৯৮ জন অর্থাৎ গড়ে ২৯.৭ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১ জন (১৪ বৈশাখ ১৩৮৪) ও ৩৫ জন (২৬, ৩০ বৈশাখ ১৩৮৪)।

বর্তমান বর্ষে গ্রন্থাগারে মোট ২৬,০৩৪ খানি অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৯৪.৩২ খানি পুস্তক আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেনপত্রকের সাহায্যে ১০,৬০০ খানি, অথাৎ গড়ে দৈনিক ৩৮.৪ খানি এবং পাঠকক্ষে ১৫,৪৩৪ খানি অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৫৫.৯২ খানি পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর পুস্তক আদান-প্রদান ও লেন-দেন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা **পরিশিষ্ট—ক**-এ দেওয়া হইয়াছে। পঞ্জীকরণ বিভাগের কর্মিগণের সাহায্যে চিত্রশালার স্টক ভেরিফিকেশনের কাজ করার জন্য মোট পঞ্জীকরণের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে তুলনামূলক ভাবে কম হইয়াছে। **পরিশিষ্ট—খ**-এ পঞ্জীকৃত পুস্তকের হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে গ্রন্থাগার দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ উপহার হিসাবে পাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত ঐতিহাসিক অবিনাশচন্দ্র দাসের পুত্র বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহাশয় তাঁহার পিতার সংগৃহীত মোট ৭৫৫ খানি পুস্তক পরিষদ্ গ্রন্থাগারে উপহারস্বরূপ দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাংলা পুস্তক ৭৬খানি, বাংলা পত্র-পত্রিকা ৩৪৪ খানি, ইংরাজী পুস্তক ২০০ খানি ইংরাজি পত্র-পত্রিকা ৭২ খানি হিন্দী পুস্তক ৭ খানি ও সংস্কৃত ৫৬ খানি। শ্রীসুকুমার মিত্র মহাশয় উমেশ-সৌদামিনী-স্মৃতি-সংগ্রহ ভুক্ত ১৭৮ খানি পুস্তক পত্রিকা উপহার দিয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত ১০১ ব্যক্তি এবং ১৯টি প্রতিষ্ঠান পরিষৎগ্রন্থাগারে মোট ৬০৮ খানি পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের আনুমানিক মূল্য (উমেশ-সৌদামিনী সংগ্রহ ও অবিনাশ দাস সংগৃহীত পুস্তকের মূল্য ধরা হয় নাই) ৪,৯৬৬.৭১ টাকা।

বর্তমান বর্ষে পরিষদের নূতন সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ২৫৮ জন। ২ জন বিশিষ্ট ও ১ জন আজীবন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সদস্যপদ হইতে ৩০ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। [নিয়মাবলীর ২২ (খ) ধারানুযায়ী ৮০৩ জন সদস্যকে চাঁদা পরিশোধের তাগিদ-পত্র পাঠান হইয়াছিল তন্মধ্যে অধিকাংশ সদস্য চাঁদা পরিশোধ করিয়াছেন, অবশিষ্ট সদস্যপদ বাতিল হইয়া গিয়াছে।] বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

১. বিশিষ্ট সদস্য ৬ জন
২. আজীবন „ ৯০ „
৩. সাধারণ „ ৮৬২ „
৪. মফঃস্বল „ ২৪ „

পরিশিষ্ট—ক

পুস্তক আদান-প্রদান ঃ ১৩৮৪

॥ বিষয়ানুযায়ী ॥

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন ১০০	৯০	১২৯	২১৯
ধর্ম ২০০	২৩৫	৫০৩	৭৩৮
সমাজ বিজ্ঞান ৩০০	৭১	১৬০	২৩১
শিক্ষা ৩৭০	২৮	৪৫	৭৩
ভাষা ৪০০	১১১	৬৮	১৭৯
বিজ্ঞান ৫০০	৩৪	৫৮	৯২
ফলিত-বিজ্ঞান ৬০০	১৫	১২	২৭
শিল্পকলা ৭০০	১২	৩৮	৫০
সঙ্গীত ৭৮০.	৭৭	৭৫	১৫২
সাহিত্য ৮০০	৯,১৮০	৬,৭১৮	১৫,৮৯৮
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ ৯১০	১৮৩	৭৫	২৫৮
জীবনী ৯২০	৩৮১	৪১৭	৭৯৮
ইতিহাস ৯৩০-৯৯৯	১৬০	৩৩৮	৪৯৮
সহায়ক গ্রন্থ ০০০	২৩	৩১৮	৩৪১
পত্র-পত্রিকা	×	৬,৪৮১	৬,৪৮১
	১০,৬০০	১৫,৪৩৪	২৬,০৩৪

॥ ভাষানুযায়ী ॥

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাঙ্গালা	১০,৫৫৮	১৪,৯২৩	২৫,৪৮১
ইংরাজী	৩৩	৪৭৬	৫০৯
সংস্কৃত	৪	৩৪	৩৮
হিন্দী	৫	১	৬
	১০,৬০০	১৫,৪৩৪	২৬,০৩৪

পরিশিষ্ট—খ

পঞ্জীকৃত পুস্তক ঃ ১৩৮৪

বাংলা	৫৭৬
ইংরাজী	৯৫
বাংলা পত্রপত্রিকা	১১৮
ইংরাজী ,,	২৮
সংস্কৃত	৫
মোট	৮২২

শাখা-সমিতি

শিলিগুড়ি শাখা

শিলিগুড়ি শাখা সম্পাদকের সময়াভাবে আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কাজকর্ম উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে একটি আলোচনা-সভা হয়। ঐ সভায় সিকিমে অবস্থিত তিব্বততত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ 'তিব্বতের নদী' সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় বলেন, 'গঙ্গা' নামটি তিব্বতী শব্দ হইতে আগত।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির দুইটি সভা হইয়াছে। গত বৎসর এই শাখার সদস্যসংখ্যা ছিল ১১০ জন। বর্তমান বৎসরে নূতন সদস্যপদ লইয়াছেন ৭ জন, অতএব মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৭ জন। ইহা ছাড়া আছেন ৭ জন বান্ধব-সদস্য, ৩ জন সহায়ক-সদস্য ও ১১ জন বিশেষ-সদস্য। সহায়ক-সদস্যগণের মেয়াদ ১৩৮৪ সনেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার আয় হইয়াছে ১১৪১.৩৭ পয়সা আর ব্যয় হইয়াছে ৮৩৩.৪০ পয়সা ; ও উদ্‌বৃত্ত ৩৩৭.৯৭—ইহার মধ্যে ২,৫০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকার দুইটি স্থায়ী আমানতের সুদ ধরা হইয়াছে।

ডঃ নির্মলচন্দ্র সিংহ 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে বাংলায় মুদ্রিত সংস্কৃত ভাষায় দুষ্প্রাপ্য অভিধানের এক কপি (দুই খণ্ডে) এই শাখাকে উপহার দিয়াছেন।

নৈহাটী শাখা

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৈহাটী শাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশন ও বার্ষিক অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাসিক অধিবেশনে সভ্যগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ, গল্প পাঠ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়, নৈহাটীস্থ শাখা-পরিষদের উদ্যোগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব, ৩০শে অক্টোবর অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী পি. মিত্রের জন্মোৎসব, ৬ই ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকী, ২২শে জানুয়ারী হরপ্রসাদ সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতার বেতার কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উক্ত অনুষ্ঠানগুলির সংবাদ স্থান **পাইয়াছিল।**

কৃষ্ণনগর শাখা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ **কৃষ্ণনগর শাখার** বাৎসরিক সভায় আগামী বৎসরের জন্য

নিম্নলিখিত সাতজনকে লইয়া কৃষ্ণনগর শাখার কার্যকরী সমিতি সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ও শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়। সদস্য—সর্বশ্রী নির্মল দত্ত, মোহিত রায়, অসীমানন্দ রায় তুষার রায় ও সুবীর সিংহরায়।

পরিষদের কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে নাকাশীপাড়া থানার বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মভিটায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং কৃষ্ণনগরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাস্তুভিটার শেষ চিহ্ন প্রবেশদ্বারের স্তম্ভ দুটি সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং স্মৃতিফলক স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে সঙ্গীত-সাধক, সঙ্গীত সমালোচক, পন্ডিত ও সুচিকিৎসক ডাঃ অমিয়নাথ সান্যালের মৃত্যুতে কৃষ্ণনগরে 'শিবালয়ে' শোক সভা হয়। কৃষ্ণনগর পৌরসভা হলে ডাঃ সান্যালের প্রতিকৃতি স্থাপন, কৃষ্ণনগরের একটি রাস্তার নাম তাঁর নামে নামকরণ, জনবহুল এলাকায় সঙ্গীতাচার্যের একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপন এবং ডাঃ সান্যালের সমস্ত রচনার সংকলনের প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ১৩৮৫ বর্ষের
কার্যনির্বাহক-সমিতি

সভাপতি—	ডঃ সুকুমার সেন
সহ সভাপতি—	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
	ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার
	ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
	ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা
	ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
	শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
	ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক ঃ	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সহকারী সম্পাদক ঃ	ডঃ সরোজমোহন মিত্র
	শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
কোষাধ্যক্ষ—	ডঃ কানাইচন্দ্র পাল
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পত্রিকাধ্যক্ষ—	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুঁথিশালাধ্যক্ষ—	ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	শ্রীদেবকুমার বসু

সদস্যবৃন্দ ঃ

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ, শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, ডঃ স্বপন বসু শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীউষা সেন, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত,, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীরমেন মজুমদার, শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী, ডঃ সনৎকুমার মিত্র, ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরাজ বসু, ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী।

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি ঃ

নৈহাটী শাখা—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

নবদ্বীপ শাখা—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

মেদিনীপুর শাখা—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী

বর্ধমান শাখা—শ্রীসদানন্দ দাস

॥ **বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যাসরক্ষক সমিতি** ॥

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীঅশোককুমার সরকার

ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়

ডঃ কানাইচন্দ্র পাল (কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে)

———

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঁচাশীতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্তিক-চৈত্র : ১৩৮৫

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঁচাশীতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্তিক-চৈত্র ঃ ১৩৮৫

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :

সম্পাদক,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩ ১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৫তম বর্ষ ॥ সংখ্যা : ৩-৪
কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৫

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮৫ঃ ৩-৪
কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৫

ভারত-নেপাল যোগাযোগ ঃ
সাহিত্যে, পত্রপত্রিকায়

জহর সেন

১৯৭২ সালে ৭ই আগস্ট এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের নানা ধর্মমত ও পথের এবং অনেক অজ্ঞাত ধর্মসম্প্রদায়ের বিশদ্ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্নীতিকুমার বলেছেন যে এই ধরনের আলোচনায় আমরা একদিকে যেমন ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে পরিচিত হই, অন্যদিকে ভারতীয় মানসের ঐক্য-গ্রন্থির মূল সূত্রটিরও সন্ধান পাই। বস্তুতঃ এই পুস্তক ভারত, মধ্য এশিয়া ও বিস্তীর্ণ হিমালয় অঞ্চলের পারস্পরিক যোগাযোগ, সংঘাত, সংমিশ্রণ ও সমন্বয় কাহিনীর আকরস্বরূপ। উনিশ শতকে সর্বপ্রথম ব্রায়ান্ হটন্ হজ্‌সন্ (খৃঃ ১৮০০-১৮৯৪) নেপালে ভারত-নেপাল যোগাযোগ বিষয়ে যে উপকরণ-সম্ভার ছড়িয়ে আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের গোচরে আনেন। হজ্‌সনের জীবনীলেখক উইলিয়ম উইলসন্ হানটার হজসনের সংগৃহীত বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের প্রথম দিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সেসিল বেনডাল ও সিলভাঁ লেভি এই দুই দেশের যোগাযোগ-কাহিনীর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে নেপালের রাজকীয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত দুটি গ্রন্থে সূর্যবিক্রম গেয়ালীর "নেপাল উপত্যকাকো মধ্যকালীন ইতিহাস" এবং জনকলাল শর্মার "জোসমনী সন্তপরম্পরা র সাহিত্য"—ভারত ও নেপালের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে। শেষোক্ত বইটি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ও শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত "অবস্কিওর রিলিজিয়াস কাল্ট্‌স" গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। নেপালের রাষ্ট্রীয় অভিলেখালয়ে ৯০০ বছরের পুরাতন যবনজাতক, প্রজ্ঞাপারমিতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৭০০ বছরের পুরাতন সুমতিতন্ত্র, ২০০ বছরের পুরাতন দ্রোণপর্ব এবং বাংলা অক্ষরে লিখিত নৈষধীয়চরিতন সংরক্ষিত আছে। শক সংবৎ ২৩৪ সালে লিচ্ছবি লিপিতে লিখিত স্কন্ধ পুরাণের অম্বিকাখণ্ড এখানকার একটি দুর্লভ সংগ্রহ। পৃথিবীর আর কোথাও এই গ্রন্থটির কোন প্রতিলিপি পাওয়া যায় নি।

লিচ্ছবি আমলে (আনুমানিক খৃঃ ২০০ থেকে ৬০০ বৎসর, কোন কোন মতে ৮০০ বৎসর পর্যন্ত) নেপালে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় গুপ্তলিপির প্রচলন শুরু হয়। খৃষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। নেপাল থেকে অনেক বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত নালন্দা বিক্রমশীলায় এসেছেন, আবার অনেকে ভারতীয় পণ্ডিতও নেপালে গিয়েছেন। ফলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের অন্তিমপর্বের সঙ্গে নেপালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জির অভিযানের

পর অনেক তান্ত্রিক পণ্ডিত তাঁদের বহু মূল্যবান পুঁথিসংগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে নেপালে পালিয়ে আসেন। তদানীন্তন বাংলাদেশে প্রচলিত চান্দ্র ব্যাকরণ নেপালে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসের (খৃঃ ১০৭০ থেকে ১১২০ পর্যন্ত) অতি নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" নেপালেই পাওয়া গিয়েছে। "সাধনমালা" নামে বৌদ্ধ মূর্তি শাস্ত্রের পুঁথি, ক্ষেমীশ্বর রচিত চণ্ড-কৌশিক নাটকের (মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত) ১২৫০ ও ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দের দুটি তালপত্রের পুঁথি এবং নাথসম্প্রদায়ের একটি মূল্যবান পুঁথি "মহাকৌলজ্ঞাননির্ণয়" নেপালেই পাওয়া গিয়েছে। বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বরকে নেপালের নাথসম্প্রদায় শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথরূপে পূজা করেন। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী ছিলেন। নেপালে তাঁর রচিত বাঙ্গলাপদ পাওয়া গিয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেখানে লুইপাদ রচিত বাংলা দোঁহা পেয়েছেন। গবেষকদের মতে শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ একই ব্যক্তি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতমরূপ মধ্যযুগের নেপালেই সংরক্ষিত ছিল।

মধ্যযুগের নেপালে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের মত ও পথ সম্পর্কিত বহু প্রামাণ্য ও মূল্যবান সংস্কৃত পুঁথির প্রতিলিপিও প্রস্তুত করা হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বসুবন্ধু, অষ্টম শতকে শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব এবং একাদশ শতকে অতীশ দীপঙ্কর ও কাশ্মীরের ভিক্ষু জ্ঞানাকর নেপালে আসেন। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি ভারতীয় আচার্য বজ্রপাণি নেপালে ছিলেন। বুদ্ধশ্রী নামে এক নেপালী সন্ন্যাসী বিক্রমশীলার স্থবির ছিলেন। বিক্রমশীলার আচার্য বনরক্ষিত জ্ঞানান্বেষণে নেপালে এসেছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী শাক্যশ্রী নেপালে গিয়ে "সম্বরোদয়" সম্পর্কে একটি টীকা লেখেন। বজ্রদেব নামে আর একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী নেপালে "লোকেশ্বরশতক" লেখেন। "চরক-সংহিতা"র (নেপাল সংবৎ ৩০৩) লিপিকার ছিলেন রত্নপাল নামে একজন ভারতীয়, "অমৃতেশ্বর পূজা"র (নে. সং, ৩৩৬) গুর্জর দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাচার্য এবং অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার (নে. সং ২৬৪) লিপিকার ছিলেন একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভাববিনিময় দীর্ঘকালব্যাপী এই দুইদেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করেছে। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নেপালে মল্লবংশের রাজত্ব ছিল। এই পর্বে লোকভাষারূপে নেবারী ভাষার প্রাধান্য থাকলেও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-চর্চা সমাদৃত ছিল। মল্লশাসনকালীন নেপালেই ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার নেবারী ভাষায় ও নাগরী লিপিতে অনূদিত হয়েছে। রাজদরবারে মৈথিলী ও বাংলাভাষার চলন ছিল। বসন্ত পঞ্চমী উৎসবে নেপালের রাজারা "গীতগোবিন্দ" শ্রবণ করতেন। পাটানের সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল মৈথিলী ভাষায় অনেক ভক্তিমূলক কবিতা লিখেছিলেন। মৈথিলী ভাষায় লিখিত ভুপতীন্দ্র মল্লের "গীতসংগ্রহ" বীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ভুপতীন্দ্র ও তাঁর পুত্র রণজিৎ মল্লের সময় কাশীনাথকৃত "বিদ্যাবিলোপ," কৃষ্ণদেবকৃত "মহাভারত", গণেশকৃত "রামচরিত্র" ও ধনপতিকৃত "মাধবানল-কামকন্দলা" নাটকগুলি লিখিত হয়। নাটকগুলির ভাষা বাংলা, যদিও নেবারী অক্ষরে লিখিত। এগুলি "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" গ্রন্থে (ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী সং ৬১; ১৩২৪) মুদ্রিত হয়েছে। নাটকগুলির ভাষা কৃষ্ণরাম কবি, বনমালী দাস, ভারত চন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভাষার অনুরূপ। ভুমিকাতে সম্পাদক লিখেছেন, "যাহা হোক, দুইশত বৎসর

পূর্বে বাঙ্গালীরা নেপালে গিয়া বাঙ্গালায় নাটক করিত, গান লিখিত, বই লিখিত, এটি বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। তাহারা আপনাদের গৌরব, আপনার ভাষার গৌরব কখনও ছাড়ে নাই, এবং নেপাল দরবারকে তাহারা অনেকটা বাঙ্গালির মত করিয়া তুলিয়াছিল।"

পণ্ডিতবর্গের মতে নেপালী ভাষা নয়া ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর শাখা। খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ নেপালী সাহিত্যের অভ্যুদয় ও বিকাশ-পর্বরূপে চিহ্নিত করা হয়। এই যুগের কবি পণ্ডিত উদয়ানন্দ, ইন্দিরস্ ("গোপিকাস্তুতি"), বিদ্যারণ্য কেশরী ("যুগলগীত," "দ্রোপদীস্তুতি") ও অন্যান্য কবির কাব্যে সংস্কৃত ব্রজ, আবাদী, ভোজপুরী, হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, উর্দু, আরবী ও পারসী শব্দ ছড়িয়ে আছে। বসন্ত শর্মার "কৃষ্ণচরিত্র" শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের ভাবানুবাদ। তাঁর কাব্যে তিনি প্রচুর সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে ঠেট নেপালী বা প্রচলিত কথ্য নেপালী শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ আছে। নেপালী সাহিত্যে উদয়ানন্দ, ইন্দিরস, বিদ্যারণ্য কেশরী ও বসন্তশর্মা যেমন ভক্তিরসের কবি, তেমনি বীররস ও দেশপ্রেমের প্রথম নেপালী কবি হলেন যদুনাথ। তাঁর "স্তুতি-পদ্য" সংগ্রহে ভীমসেন থাপার জয়গান আর "কৃষ্ণচরিত্র" কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে বিদেশী শব্দপ্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম, যদিও মাঝে মাঝে প্রচলিত দু'চারটি ইংরেজী শব্দ এসে পড়েছে। এ যুগের আর একজন নেপালী কবি রঘুনাথ ভট্ট কাশীবাসী ছিলেন। এখানে তিনি প্রথমে রামায়ণের অনুবাদ করেন, পরে মৌলিক রচনা "সুন্দরকাণ্ড" প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্যেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ছড়িয়ে আছে।

চেতনার অনন্তপ্রসার ও ঊর্ধ্বায়ন যদি সংস্কৃতি চর্চার কাম্য লক্ষ্য হয়, তাহলে ভানুভক্ত (খৃ ১৮১৪-১৮৬৮; বিক্রম সংবৎ ১৮৭১-১৯২৫) ভারত-নেপাল সংস্কৃতি সাধনার ক্ষেত্রে কল্যাণবোধ, শ্রেয়োবোধ ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। নেপালী সাহিত্য সমালোচকরা ভানুভক্তের রামায়ণকে হিন্দী সাহিত্যের তুলসীদাসের "রামচরিতমানস" এবং সুরদাসের "সুরসাগরের" সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভানুভক্তকে তাঁরা নেপালী সাহিত্যের প্রথম অধিষ্ঠাতা বলেছেন। তাঁর "রামায়ণ" ও অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাবানুবাদ; "ভক্তমালা", "প্রশ্নোত্তর" ও "বধূশিক্ষা" তাঁর মৌলিক রচনা। তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে রামায়ণে, বাল্মীকির চরিত্রচিত্রণ, ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তুলসীদাসের ভক্তিরসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের পদতলে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছেন। কাশী ভারতজীবন প্রেসে তাঁর রামায়ণ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। দার্জিলিঙ নেপালী সাহিত্য সম্মেলন বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ স্মারকগ্রন্থে ভানুভক্তের প্রতিভার ও সাহিত্যকর্মের সার্থক মূল্যায়ণ প্রকাশ করেছেন।

নেপালী সাহিত্যের মধ্যযুগে মধ্যমান ছিলেন মোতিরাম ভট্ট (বিক্রম সংবৎ ১৯২৩-১৯৫৩) ও তাঁর সমকালীন কবিগণ। মোতিরামও কাশীতে বসবাসকালে সংস্কৃত শিখেছেন। হিন্দী সাহিত্যের মহারথীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্যমণ্ডলীর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারতেন্দুর সাহিত্য-প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি নেপালীভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। "ভানুভক্তকো জীবনচরিত্র" তাঁর সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। "গজেন্দ্র-মোক্ষ", "প্রহ্লাদভক্তিকথা", "ঊষা-চরিত্র", "পিকদূত" ও "কমল-

ভ্রমণ সংবাদ" ইত্যাদি কাব্যে তাঁর মৌলিকতা স্বীকৃত। কাশী ভারতজীবন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। এই ছাপাখানা থেকেই তিনি ভানুভক্তের রামায়ণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। নেপালী হিন্দু জীবনদর্শনের আরাধনায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি উদ্ভাসিত। মোতিরাম ভানুভক্তের সার্থক উত্তরসূরী।

পরবর্তীকালে কাশীতে বিশ্বরাজ, হরিহর, হোমনাথ কেদারনাথ, পুণ্যপ্রসাদ উপাধ্যায়, হৃষীকেশ ইত্যাদি প্রকাশক নানা ধরনের নেপালী পুস্তক প্রকাশ শুরু করেন। হোমনাথ কেদারনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণচরিত্র, মহাভারত; বিরাটপর্ব, সভাপর্ব, রামায়ণ, রামগীতা, তত্ত্ববোধ, হিতোপদেশ ইত্যাদি কালজয়ী সাহিত্যকর্মের নেপালী ভাষায় প্রচার ভারত ও নেপালের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

নেপালী সাহিত্যের আধুনিক পর্বের শুরু ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সংবাদ তখন দুর্গম হিমালয় অঞ্চলেও পৌঁছেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশে প্রত্যাগত গোর্খা সৈন্যদের কাছ থেকে নেপালের সাধারণ মানুষ সমগ্র বিশ্বের দ্রুত আমূল রূপান্তরের সংবাদ পেয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল। চেতনাশীল নেপালী বুদ্ধিজীবিরা রাণা শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখর। কাশী থেকে প্রকাশিত নেপালী পত্রিকা "মাধবী" ও "সুন্দরী" এবং কার্শিয়াং থেকে প্রকাশিত "চন্দ্র" ও "চন্দ্রিকা" অন্যায়, দুর্নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। হিন্দী-সাহিত্যে মৈথিলী কবি শরণগুপ্তের "ভারত-ভারতী'' কাব্যে যে দেশবন্দনা ধ্বনিত হয়েছে, তারই প্রভাবে নেপালী কবি লেখনাথ ও ধরণীধর শর্মা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। লেখনাথের "বুদ্ধিবিনোদ", ধরণীধরের "নৈবেদ্য" ও মহানন্দা সাপকোটার "মনলহরী" কাব্যে শোষিত জনতার প্রতি সহানুভূতি প্রকট। লেখনাথের "ঋতু-বিচার" কাব্য যদিও কালিদাসের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু নেপালের নিসর্গ-বর্ণনায় তিনি গভীর দেশপ্রেমের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। বালকৃষ্ণ সমের "মুটুকো ব্যথা", "ধ্রুব", "মুকুন্দ-ইন্দিরা", "প্রহ্লাদ", "অন্ধবেগ", "ম", "ভক্ত ভানুভক্ত" ও "প্রেমপিণ্ড" ইত্যাদি নাটকে ও অন্যান্য নিবন্ধে দেশপ্রেম, মনস্তত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। বিক্রম সংবৎ ১৯৯১ সালে কাটমাণ্ডুর "শারদা" মাসিক পত্রিকায় নেপালের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শের কথা ঘোষণা করেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটার কাব্যচর্চার প্রথম দিকে শেলী, কীট্‌স্ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রভাব ছিল, অন্যদিকে হিন্দীকবি সুমিত্রানন্দন পন্থ তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি জীবনমুখী হন। তাঁর "সাবিত্রী সত্যবান" নাটক, "মুনামদন খণ্ডকাব্য", "শকুন্তলা" মহাকাব্য, "সুলোচনা মহাকাব্য", "প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ সংগ্রহ" ও "লক্ষ্মী নিবন্ধ সংগ্রহ" ইত্যাদির মধ্যে নেপালী সমালোচকরা "আত্মাভিব্যঞ্জনা", "রাগাত্মক অনুভূতি", ''সৌন্দর্যময়ী কল্পনা" ও "আত্মানুভূতিময় মর্যাদাশৈলী" লক্ষ করেছেন।

নেপালী নাটকের বিকাশের আদিপর্বে কোন মৌলিক নাটক সৃষ্টি হয়নি। ভাষা ও সংলাপ হিন্দী নাটক এবং নৃত্যগীত, হাবভাব, বেশভুষা সবকিছুই পারসী থিয়েটারের অনুকরণে চলত। বালকৃষ্ণ সম লিখিত "মুটুকো ব্যথা" (বি, স, ১৯৮৬) প্রথম যথার্থ নেপালী নাটক। রীতিনীতি অবশ্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রানুসারে লিখিত। কিন্তু সম্প্রতি সংস্কৃত নাটক অনুবাদের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কেশর সমসের কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী"র এবং

অর্জুন সমসের ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা"র নেপালী অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া, কালিদাসের "শকুন্তলা" ও ভবভূতির "উত্তররামচরিত"ও অনূদিত হয়েছে। বিক্রম সংবৎ ২০০২ সালে পণ্ডিত মাধবপ্রসাদ শ্রীহর্ষের "নাগানন্দ" নাটকের ও বিক্রম সংবৎ ২০০৮ সালে বদরীনাথ ভট্টরাই বাণের "কাদম্বরী"র অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

নেপালী নিবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ ভারতবর্ষেই প্রথম শুরু হয়। বি. স. ১৯৬৩ সালে "সুন্দরী" মাসিক পত্রিকা, এবং বি. স. ১৯৬৫ সালে "মাধবী" প্রকাশিত হয়। "সুন্দরী"তে নেপালী গদ্য রচনারীতির প্রারম্ভিক রূপ পাওয়া যায়। এই পত্রিকার লেখকদের রচনাশৈলী ছিল খুব অলঙ্কারময়। কিন্তু "মাধবী"তে সাধারণ সহজ শব্দ সমন্বিত বর্ণনাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বি. স. ১৯৬৮ সালে বোম্বাই নগরীতে হরিহর আচার্য দীক্ষিতের পরিচালনায় "গোর্খা গ্রন্থ প্রচারকমণ্ডলী" স্থাপিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক নিবন্ধ প্রকাশে এই মণ্ডলী নেপালী লেখকদের উৎসাহিত করে। বি. স. ১৯৭৫ সালে কার্শিয়াং-এ "চন্দ্রিকা" পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকায় অনেক বিবরণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বি. স. ১৯৬৩ সালে দেরাদুন থেকে প্রকাশিত "গোর্খা সংসার" পত্রিকা অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে। বর্তমান শতকে ত্রিশের দশকে "দার্জিলিঙ নেপালী সাহিত্য সম্মেলন পত্রিকা" প্রকাশ শুরু হয়। এই সব পত্রিকাতে পারসমণি প্রধান, ধরণীধর কৈরালা, সূর্যবিক্রম গেয়ালী, রূপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি অনেকেই বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখেন। কাটমাণ্ডুতে বি. স. ১৯৫৭ থেকে "গোর্খাপত্র" এবং ১৯৯১ থেকে "শারদা" পত্রিকায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার পরিবেশিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে নেপালী নিবন্ধ-সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু বি. স. ২০০৪ সালে। এই সময় কাশী থেকে প্রকাশিত "যুগবাণী" পত্রিকা রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। বি. স. ২০০৭ সালে নেপালে রাণা-শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। নেপালী সমালোচকরা লিখেছেন যে এই ক্রান্তিলগ্নের পর থেকে নেপালে "ভাবাত্মক নিবন্ধে"র প্রচলন হ্রাস পায় এবং "নিজাত্মক নিবন্ধে"র চলন শুরু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কিছু সাহিত্যকর্মের নেপালী ভাষায় অনুবাদ ভারত-নেপাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি চিত্তগ্রাহী পর্ব। বি. স. ১৯৯০ সালে শিবপ্রতাপ সমসের থাপা "দুর্গেশনন্দিনী" এবং চন্দ্রলাল "বিষবৃক্ষ" অনুবাদ করেন। ঋদ্ধি বাহাদুর মল্ল রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" "আঁখকো কিস্‌গর" নামে প্রকাশ করেন। খড়্গমান মল্লকৃত "দর্পচূর্ণ", গম্ভীর ধ্বজ শাহকৃত "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "চন্দ্রশেখর" এবং ঋদ্ধি বাহাদুর মল্লকৃত "চরিত্রহীন" নেপালী অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দার্জিলিঙ উৎসব-কমিটি রবীন্দ্র সাহিত্যের নির্বাচিত অংশ তিন খণ্ডে নেপালী অনুবাদে প্রকাশ করেছেন। ডিল্লীরাম তিমসিনা অনূদিত প্রাচীন সাহিত্যে আছে রামায়ণ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, কাদম্বরিচিত্র, কাব্যে উপেক্ষিতা ও ধম্মপদ। লঘুকথা শীর্ষক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ইন্দ্র সুন্দাস অনূদিত গল্পগুচ্ছের কয়েকটি গল্প—মধ্যরাতে, দুরাশা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জীবিতের প্রতি মৃত, জয়-পরাজয়, পোস্টমাষ্টার, ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলীওয়ালা, ডালিয়া, শেষ রাত্রি ইত্যাদি। তৃতীয় খণ্ডে তুলসী বাহাদুর ছেত্রী অনূদিত প্রভাত-উৎসব, মেঘদূত, অহল্যা, সমুদ্রের প্রতি, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, দুঃসময়,

বন্দীবীর, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, প্রার্থনা, সীমার মাঝে অসীম তুমি, সাবিত্রী, আফ্রিকা, ঐক্যতান, দুঃখের আঁধার রাত্রি ইত্যাদি ৪৮টি কবিতা আছে। এই সমস্ত অনুবাদ প্রকাশের ফলে নেপালী সাহিত্যের নানা শাখায় রচনাশৈলীতে যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছে।

আধুনিক নেপালী বা গোর্খালী সাহিত্যের তুলনায় নেবারী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই কম। নেবারী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক কবি চিত্তধর হৃদয় আধুনিক পর্বের পথিকৃৎ হিসাবে গদ্যগুরু নিষ্ঠানন্দ বজ্রাচার্য (নেপালী সংবৎ ৯৭৮-১০৫৫), কবি সিদ্ধিদাস (নে. স. ৯৮৭-১০৫০), মাষ্টার সাহেব জগৎগুরু মল্ল (বি. স. ১৯৩৯-২০০৯) এবং কবি যোগীবর সিং (বি. স. ১৯৪২-১৯৯৮)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। খৃী ১৯৬৭ সালে নেপালী নেবারী মহাকবি সিদ্ধিদাসের জন্মশতবার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খৃী ১৯২৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। বস্ত্রব্যবসা সূত্রে তিনি কাশী ও কলকাতায় যাতায়াত করতেন। বারাণসীর পণ্ডিতকুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শ্লেষ তাঁর সাহিত্যে প্রকটিত। তাঁর "সজ্জন-হৃদয় ভরণ", সর্ববন্ধু, "সিদ্ধিরামায়ণ" নেবারী শিক্ষিতসমাজে খুবই জনপ্রিয়। "সত্যসতী", "সম্বাদ", "সনাতনধর্ম", "সপ্তস্তুতি", "শুকরম্ভাসংবাদ", "সর্বকর্ম", "সত্যমদন" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলিও সমধিক পরিচিত। খৃী ১৯৬৮ সালের জানুআরী মাসে নেপালে চিত্তধর হৃদয়ের বাসভবনে সিদ্ধিদাসের অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। সিদ্ধিদাস রচিত "স্বদেশবস্ত্র" কাব্যের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে কবি-হৃদয় নানা অংশ আমাকে শুনিয়েছেন ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই কাব্যের রচনাকাল ও বিষয়বস্তু বিচার করে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে খদ্দরের যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল, বস্ত্রব্যবসায়ী সিদ্ধিদাসের মনে তা যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। তাই তাঁর "স্বদেশবস্ত্র" কাব্যে খদ্দরের জয়গান ধ্বনিত। বর্তমান নেবারী কবিদের মধ্যে চিত্তধর হৃদয়ের নাম সর্বজনবিদিত। সুপণ্ডিত টুচি এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সুনীতি-কুমারের "কিরাত-জন-স্তুতি" পুস্তিকায় এই কবি ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

পত্র-পত্রিকায় ভারত-নেপাল যোগাযোগের কাহিনী চিত্তাকর্ষক। বি. স. ১৯৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে নেপালী ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা "সুধাসাগর" প্রকাশিত হয়। বি. স. ১৯৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নরদেব মোতিকৃষ্ণ শর্মার সম্পাদনায় প্রথম সমাচারপত্র সাপ্তাহিক "গোরখাপত্র" প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ৪২ বছর পর সপ্তাহে দু'বার, ৪৫ বছর পর সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়েছে এবং ৪৯ বছর পর দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। বি. সি. ১৯৯১ সালের ফাল্গুন মাসে ঋদ্ধি বাহাদুর মল্লের সম্পাদনায় মাসিক "শারদা" এবং ১৯৯২ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা "উদ্যোগ" প্রকাশিত হয়। নেপালে নেপালী পত্রপত্রিকা প্রকাশনার এই হল আদিপর্বের কাহিনী।

প্রথম ইংরেজী পত্রিকা "নেপাল গার্জিয়ান" বরুণ সমসের জঙ্ বাহাদুর রাণার সম্পাদনায় বি. স. ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়। নেবারী ভাষায় প্রথম পাক্ষিক "পাসা" আশারাম শাক্যের সম্পাদনায় বি. স. ২০০১ সালের ৩রা কার্তিক এবং প্রথম দৈনিক "নেপাল-ভাষা-পত্রিকা" ফতে বাহাদুর সিং-এর সম্পাদনায় বি. স. ২০১২ সালের ১৬ আশ্বিন প্রকাশিত হয়। বি. স.

২০০৮ সালে ভোজবাহাদুর সিং-এর সম্পাদনায় প্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক "তরঙ্গ" এবং বি, স, ২০১২ সালের ৮ শ্রাবণ প্রথম হিন্দী দৈনিক "জয় নেপাল" ইন্দ্রচন্দ্র জৈনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বি, স ২০১০ সালের বৈশাখে যোগী নরহরি নাথের সম্পাদনায় "সংস্কৃত-সন্দেশ" সংস্কৃত-নেপালী সম্মিলিত ভাষায় এবং বি, স, ২০১৭ সালের বৈশাখে শ্রীপ্রসাদ গৌতমের সম্পাদনায় প্রথম সংস্কৃত মাসিক "জয়তু সংস্কৃতম্" প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে নেপালে সাহিত্য বা সমাচার পত্রিকার উদ্ভব খৃী ১৮৯৯ সালের আগে ঘটে নি। কিন্তু ভারতবর্ষে নেপালী পত্রপত্রিকার বিকাশ তার আগেই ঘটেছে। নেপালী ভাষায় প্রথম পত্রিকা—"গোর্খা ভারতজীবন" বাবু রামকৃষ্ণ বর্মার সম্পাদনায় কাশী ভারতজীবন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন নেপালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মোতিরাম ভট্ট। প্রথম প্রকাশের তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এটুকু প্রমাণিত যে, এর প্রকাশকাল কোনমতেই খৃী ১৮৯৬ সালের পরে নয়। বারাণসী থেকে অতঃপর আরও কয়েকটি নেপালী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন "উপন্যাস তরঙ্গিণী" (খৃী ১৯০৩), "সুন্দরী" (খৃী ১৯০৭), 'মাধবী" (খৃী ১৯০৮) এবং "চন্দ্র" (খৃী ১৯০৪)। খৃী ১৯১৬ সালে মাধবপ্রসাদ রেগমী দ্বারা হিমালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং সূর্য বিক্রম গেয়ালী সম্পাদিত "গোর্খালী" হল বারাণসী থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক নেপালী পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশে নেপালী ভাষার স্থান অন্য কোন ভাষার চেয়ে এতটুকু কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নেপালী-চর্চার কোন আয়োজন নাই। তাই বিদ্যার পীঠস্থান পুণ্যভূমি কাশীতে নেপালী ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন। খৃী ১৯৩৭ সালে কাশীবাহাদুর শ্রেষ্ঠের সম্পাদনায় মাসিক "উদয়" প্রকাশিত হয়। খৃী ১৯৪৮ সালে বারাণসী থেকে লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা, বালচন্দ্র শর্মা, নারায়ণপ্রসাদ উপাধ্যায় ও কৃষ্ণপ্রসাদ উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "যুগবাণী" প্রকাশিত হয়। নেপালী জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের সাধনায় এই পত্রিকা আত্মনিয়োগ করে।

খৃী ১৯০১ সালের জানুআরি মাসে দার্জিলিঙ থেকে পাদরী গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান খৃষ্টান ধর্মের প্রচারপত্র হিসাবে মাসিক "গোর্খা" সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কার্সিয়াং শহরে পারসমণি প্রধানের সম্পাদনায় মাসিক "চন্দ্রিকা"র অভ্যুদয় হয় খৃী ১৯১৬ সালে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে নেপালী ভাষার উৎপত্তি দেববাণী সংস্কৃত থেকে। ৫২ লক্ষ নেপালী জনগণের এই ভাষা শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত। এই অবস্থা দূরীকরণ প্রয়াসে "চন্দ্রিকা"র উদয়। খৃী ১৯৩০ সালের ১লা জানুআরি শেষমণি প্রধানের সম্পাদনায় মাসিক "আদর্শ" এবং খৃী ১৯৩৩ সালে কে, ডি, প্রধানের সম্পাদনায় মাসিক "নেবুলা" নেপালী-তিব্বতী-লেপচা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। খৃী ১৯৪৪ সালে কালিম্পং থেকে প্রকাশিত অখিল ভারতীয় গোর্খালীগের মুখপত্র পাক্ষিক "গোর্খা" পরে অর্থাৎ খৃী ১৯৪৮ সালের জানুআরি থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

কলকাতায় খৃী ১৯২৬ সালে ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য নেবারী ভাষায় মাসিক "বুদ্ধধর্ম" প্রকাশ করেন। এখানে খৃী ১৯৪৫ সালের জানুআরি মাসে রণবীর সুব্বীর সম্পাদনায় পাক্ষিক "গোর্খা" প্রকাশিত হয়। প্রবাসী নেপালীদের মনে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির কাজে এই পত্রিকা

অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কলকাতা থেকেই খ্রী ১৯৪৯ সালে বি লাল মোক্তানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "নেপাল পুকার" প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে নেপাল প্রজাতন্ত্র কংগ্রেসের এবং নেপালী কংগ্রেসের মুখপত্র হিসাবে এটি কাজ করে।

গোর্খা জাতীয়তাবাদ উদ্বোধনে দেরাদুনে শিলং প্রবাসী নেপালীদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। ঠাকুর চন্দন সিং-এর সম্পাদনায় দেরাদুন থেকে প্রথমে খ্রী ১৯২৭ সালে সাপ্তাহিক "গোর্খাসংসার" এবং খ্রী ১৯২৯ সালে "তরুণ গোর্খা" নবীন গোর্খামণ্ডলের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। শিলং থেকে ১৯৩৩ সালে মণি সিং গুরুং-এর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "আসাম গোর্খা" এবং খ্রী ১৯৬৫ সালে ডমরুদাস ও পদম ঢকালের সম্পাদনায় পাক্ষিক "কামরূপা" (আসামী ও নেপালী ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে ও নেপালের রাণাশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পত্রপত্রিকার যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল, এই নিবন্ধে তার বিশদ্ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এখানে শুধুমাত্র দু'-একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। ১৯০৭ সালের মে মাসে কলকাতা পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে পৃথিমান থাপা নামে একজন পদচ্যুত গোর্খা সৈন্যের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তিনি "গোর্খা সাথী" নামে একটি নেপালী পত্রিকা প্রকাশ করেন। গোর্খাদের মধ্যে দেশভক্তি জাগানো, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা এবং গোর্খা-বাঙ্গালী সম্প্রীতি গড়ে তোলা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাণাশাসনের ইংরেজ ভক্তির বিরুদ্ধে এই পত্রিকা সমালোচনায় মুখর ছিল। তাই ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কলকাতার "বন্দেমাতরম্" রাণা সরকারে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল নীতির নির্মম সমালোচনা করে। ফলে নেপালে কয়েকটি ভারতীয় পত্রপত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। খ্রী ১৯১৯ সালে বারাণসীর "গোর্খালী" সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসাদ সাপকোটা, ধরণীধর কৈরালা, দীননাথ শর্মা, পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ প্রমুখ অনেক দেশপ্রেমিক নেপালী এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা একদিকে যেমন রাণাশাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও নেপালী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সোচ্চার ছিল, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে নেপালীদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯২২ সালে ভারত সরকার এই পত্রিকার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

ভারতের বাইরে যে সব দেশপ্রেমিক ভারতীয় বিপ্লবী ইংরজেবিরোধী সংগ্রাম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁদের অন্যতম। কাবুল থেকে তিনি কালা সিং নামে গদর পার্টির একজন সদস্যকে কাটমাণ্ডু পাঠিয়েছিলেন নেপাল রাজাকে ইংরেজী বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য অনুরোধ করতে। পরে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ স্বয়ং লাসা অভিমুখে যাত্রা কারন, কিন্তু চামদো অঞ্চলে তিব্বত সরকার তাঁকে লাসা যেতে নিষেধ করেন। চামদো থেকেই তিনি নেপালের একমাত্র সংবাদপত্র "গোর্খাপত্রে"র সম্পাদকের নামে চিঠিতে নেপালের জন্য জাপানী সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা জানান। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে তিনি নেপালকে আহ্বান জানান আফগানিস্থানের মত ইংরেজ-শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের এই সমস্ত প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতেপারি যে তিনি নেপাল, ভুটান, তিব্বত, আফগানিস্থান, চীন, জাপান ও সোভিয়েট-রাশিয়াকে নিয়ে এক বিরাট ইংরেজবিরোধী শক্তিগোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

খৃী ১৯২১ সালে দেরাদুনে নিখিল ভারত গোর্খা লীগের জন্ম হয়। আফগানিস্থানে আমীর আমানুল্লা ও তিব্বতে ত্রয়োদশ দালাইলামা যে ধরনের শাসন সংস্কারের প্রবর্তন করেন, অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নেপালের আধুনিকীকরণের দাবী তুলেছিল গোর্খা লীগ। ঠাকুর চন্দন সিং খৃী ১৯২৬ সালে গোর্খা লীগের সভাপতি হন এবং "তরুণ গোর্খা" নামে দেরাদুন থেকে প্রকাশিত নেপালী সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। "তরুণ গোর্খা" পরে "গোর্খা সংসার" নামে লীগের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। খৃী ১৯২৭ সালে "গোর্খা সংসার" পত্রিকার প্রায় ৪০০ গ্রাহক ছিল। কিছুদিন পর ভারত সরকার গোর্খা ক্যানটনমেন্ট অঞ্চলে এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেন। সে সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্র—যেমন, বোম্বাই-এ "শ্রদ্ধানন্দ", পুণার "কেশরী", দিল্লীর "অর্জুন" এবং কলকাতার "শ্রীকৃষ্ণ" নিখিল ভারত গোর্খালীগের কার্যকলাপ সহানুভূতির সঙ্গে প্রচার করেছে।

খৃী ১৯৫১ সালে ১৭ অকটোবর দার্জিলিঙ গোর্খা দুঃখ নিবারণী সমিতির হলে নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু এই অধিবেশন উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন নেপালের বালকৃষ্ণ সম। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন যে রাণাশাসনকালে (খৃী ১৮৪৬-১৯৫০) নেপালে প্রতিকূল পরিবেশের জন্য সাহিত্য-চর্চা "হতোৎসাহিত" ছিল। নেপালের সাহিত্য-প্রেমিকরা এই সময় ভারতবর্ষের দুই অঞ্চল—বারাণসী ও দার্জিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকত। সত্যই নেপালী সাহিত্যের আধুনিক পর্বের মূল্যবোধ ও আদর্শনিষ্ঠা ভারতবর্ষের অনুকূল পরিবেশে পুষ্টিলাভ করেছে। শুধু তাই নয় দীর্ঘকাল ধরে বারাণসী, শিলং, কলকাতা, দিল্লী, দেরাদুন, পাটনা, দারভাঙ্গা, মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে ও নেপালে ধ্যানধারণার আদান-প্রদানে ও সংস্কৃতিচর্চার যোগসূত্ররূপে নেপালী সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার ইতিহাস বিশেষ প্রণিধেয়।

পরিশিষ্ট

নেপালে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা

পত্রিকার নাম, ভাষা, সম্পাদকের নাম ও প্রথম প্রকাশের তারিখ—পর্যায়ক্রমে এই সব উল্লেখ করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটি পূর্ণ তালিকা নয়, নির্বাচিত তালিকা।

দৈনিক

জয় নেপাল। হিন্দী। ইন্দ্রচন্দ্র জৈন, বিক্রম সম্বৎ ২০১২

নেপাল টাইম্‌স্‌। হিন্দী। রামসিংহ রাজপুত। বি. স. ২০১২। প্রায় ৯ বছর চলার পর ইংরেজীতে প্রকাশিত।

নেপালী। হিন্দী। উমাকান্ত দাস। বি. স. ২০১৫।৮।৫

অর্ধ-সাপ্তাহিক

ছাপ্রো। হিন্দী। কাশীরাজ গৌতম। খৃী ১৯৫২

সাপ্তাহিক

তরঙ্গ। হিন্দী। ভোজবাহাদুর সিংহ নৌপানে। বি. স. ২০০৮

নবনেপাল। হিন্দী। গণেশপ্রসাদ শর্মা। বি. স. ২০১৩ | ৭ | ২৭

সহী-রাস্তা। হিন্দী। মণিরাজ উপাধ্যায়। বি. স. ২০১০।১।১২

নয়া জামানা। হিন্দী। কৈলাসপতি। বি. স. ২০১১ | ৪ | ৪

জগা-নেপাল। হিন্দী। চন্দ্রিকাপ্রসাদ। প্রথম প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় নি।

লোক-মঞ্চ। হিন্দী। যুগেশ্বর। প্রথম প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় নি।

জন-বাণী। হিন্দী। সত্যনারায়ণ শা। বি. স. ২০১৫ | ৭ | ৩

অগ্রদূত। হিন্দী। বি. স. ২০১৯ | ৪ | ১৪ তারিখের পর প্রকাশ বন্ধ।

নয়া-সমাজ। সাপ্তাহিক। শিবহর সিংহ প্রধান পাগল। বি. স. ২০১৯ | ৩ | ১৩

রাজহংস। হিন্দী। রঘুনাথ ঠাকুর। প্রথম সংখ্যা পাওয়া যায় নি। বি. স. ২০১৪ | ৯ | ১ তারিখের ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পাওয়া গেছে।

মাতৃভূমি। হিন্দী। যোগেশ্বর মিশ্র। বি. স. ২০১৬ | ১১ | ৭

মাসিক

সংস্কৃত সন্দেশ। সংস্কৃত-নেপালী। যোগী নরহরি নাথ ও বুদ্ধিসাগর পরাজলী। বি. স. ২০২০ | ১

জ্ঞানবিকাশ। নেপালী-নেবারী-হিন্দী-ইংরেজী। কেশবরাম জোশী। বি. স. ২০১৫।২

জয়তু-সংস্কৃতম্‌। সংস্কৃত। শ্রীপ্রসাদ গৌতম। বি. স. ২০১৭ | ১

আদর্শ বাণী। নেপালী-হিন্দী। শ্রীআচার্য লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বি. স. ২০০৯ | ৪

নব জাগরণ। নেপালী-হিন্দী-মৈথিলী। রামভদ্র লাল, লোকরাম পাণ্ডে, সূর্যকান্ত শা। বি. স. ২০১৬ | ১২

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত নেপালী ও নেবারী ভাষায় পত্র-পত্রিকা

সাপ্তাহিক

বারাণসী থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খালী। নেপালী। সূর্যবিক্রম গোয়ালী। বি, স, ১৯৭২ | ৬ | ১১

রাজভক্তি। নেপালী। শম্ভুপ্রসাদ উপাধ্যায়। বি, স, ১৯৮৩

যুগবাণী। নেপালী। লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা, নারায়ণপ্রসাদ উপাধ্যায়, বালচন্দ্র শর্মা, কৃষ্ণপ্রসাদ উপাধ্যায়। বি, স, ২০০৪ | ১০ | ১৩

দার্জিলিঙ থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খে খবর কাগজ। ইংরেজী-নেপালী। গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান। খৃঃ ১৯০১ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশ, খৃঃ ১৯৩০ সালের ১লা জুন পর্যন্ত চলে।

সাথী। ইংরাজী-নেপালী। পি. ছিরিং। খৃঃ ১৯৪৯ সালের ২২ শে জুলাই প্রথম প্রকাশ, খৃঃ ১৯৫২ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলে।

ঐনা। নেপালী। মহানন্দ সুববা। খৃঃ ১৯৫৬

শান্তি। নেপালী-ইংরাজী। গুমন সিং চামলিং। খৃঃ ১৯৬২ সালের ১ জুন।

কালিম্পং থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খা। নেপালী। গোর্খা লীগের মুখপত্র। খৃঃ ১৯৪৪ সালের ২ নভেম্বর প্রথম প্রকাশ, খৃঃ ১৯৫৫ সালের ২রা নভেম্বর পর্যন্ত চলে।

শিলং থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খা-সেবক। নেপালী। মণি সিংহ গুরুং। বি, স, ১৯৯২

আসাম গোর্খা। নেপালী। ভোলানাথ গুরুং। খৃঃ ১৯৫৬ সালের ২২ শে ডিসেম্বর।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঃ

নেপাল-পুকার। নেপালী। বি. লাল মোক্তান। বি, স, ২০০৫ | ৮ | ১২

পশ্চিম বংগাল। নেপালী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ। খৃঃ ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ প্রথম প্রকাশ।

নেপাল-আহ্বান। নেপালী। কেশবরাজ পিণ্ডালী। খৃঃ ১৯৬১ সালের ১৭ জুলাই।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খা-সমাচার। নেপাল-ইংরাজী-রোমান। আর্মি হেড কোয়ার্টার, নিউ দিল্লী। খৃঃ ১৯৪৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে খৃঃ ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত।

জওয়ান। নেপালী। ভারত-সরকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। খৃঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে খৃঃ ১৯৫০ সালের ২২শে জুন পর্যন্ত প্রকাশিত।

ফৌজী আখ্বার। নেপালী। ভারত-সরকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। খৃঃ ১৯৫০ সালের ১লা জুলাই থেকে প্রকাশিত।

সৈনিক সমাচার। নেপালী। ভারত সরকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। খৃঃ ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল থেকে প্রকাশিত।

দেরাদুন থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খা সংসার। নেপালী। ঠাকুর চন্দন সিংহ। বি, স, ১৯৮৩

তরুণ গোর্খা। নেপালী। ঠাকুর চন্দন সিংহ। বি, স, ১৯৮৫ | ৪ | ২৫

স্বতন্ত্র নেপালী। নেপালী। ঠাকুর চন্দন সিংহ। বি, স, ২০১১ | ৫ | ৫

পাটনা থেকে প্রকাশিত ঃ

জনমত। নেপালী। শ্যামাপ্রসাদ। বি, স. ১৯৫৩

মজঃফরপুর থেকে প্রকাশিত ঃ

ক্রান্তিকারী। নেপালী। জ্ঞানরত্ন বজ্রাচার্য। বি, স. ১৯৫৫

পাক্ষিক পত্রিকা

বারাণসী থেকে প্রকাশিত ঃ

জনযুগ। নেপালী। ভবানীপ্রসাদ শর্মা। বি, স, ২০০৯ | ১ | ১

নেপালপত্র। নেপালী। পুষ্পলাল। খৃী ১৯৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর।

দার্জিলিঙ থেকে প্রকাশিত ঃ

সাথী। নেপালী-ইংরাজী। টি মেনন। খৃী ১৯৫২

অগ্রদূত। নেপালী। আনন্দ পাঠক। খৃী ১৯৫৫

ফুলপাত-পতকর। নেপালী। ঈশ্বর বল্লভ। খৃী ১৯৬১

কালিম্পং থেকে প্রকাশিত ঃ

গোর্খা। নেপালী। রণধীর সুব্বা। খৃী ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি।

গোরেটো। নেপালী। পী. আর প্রধান। খৃী ১৯৫৯ সালের ১৫ আগস্ট।

হিমালয় সন্দেশ। নেপালী। ভারত-সরকার সূচনা প্রসার বিভাগ, কালিম্পং ও গ্যাংটক। খৃী ১৯৬০ সালের ১লা আগস্ট।

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ঃ

প্রবাসী নেপালী। নেপালী। কমলকুমার থাপা। খৃী ১৯৫১ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

আসাম থেকে প্রকাশিত ঃ

কামরূপা। নেপালী-অসমীয়া। ডমরু দাস। খৃী ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঃ

কম্যুনিষ্ট পাক্ষিক। পুষ্পলাল। খৃী ১৯৪৯ সালের নভেম্বর।

উত্থান। নেপালী। এস. পি. প্রধান। খৃী ১৯৪৭ সালের ১৫ অক্টোবর।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ঃ

সোভিয়েত-ভূমি। নেপালী। সোভিয়েত সংঘ দূতাবাস সূচনা বিভাগ। খৃী ১৯৫৮ ৭ই নভেম্বর।

মাসিক পত্রিকা ঃ

বারাণসী থেকে প্রকাশিত ঃ

গোরখা ভারত জীবন। নেপালী। মতিরাম ভট্ট। [?]

উপন্যাস-তরঙ্গিণী। নেপালী। এস. এস. শর্মা। বি, স. ১৯৫৯

সুন্দরী। নেপালী। গঙ্গাদত্ত শর্মা। বি, স, ১৯৬৩

মাধবী। সংস্কৃত-নেপালী। মাতৃকাপ্রসাদ শর্মা অধিকারী। বি, স, ১৯৬৫

চন্দ্র। নেপালী। মাধব প্রসাদ। খৃী ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর।

জন্মভূমি। নেপালী। সুবর্ণবিক্রম গেয়ালী। বি. স. ১৯৭৯ | ২
উদয়। নেপালী। কাশীবাহাদুর শ্রেষ্ঠ। বি. স. ১৯৯৩ | ১০
সর্বহিতৈষী পত্রিকা। নেপালী। তেজবাহাদুর গুভাজু, ছবিকান্ত আচার্য। বি. স. ১৯৯৭ | ৩
পুরুষার্থ। নেপালী। বুদ্ধিসাগর, শেষরাজ শর্মা। বি. স. ২০০৬
দীপক। নেপালী। নারায়ণপ্রসাদ ভট্টরাই। বি. স. ২০১৩ | ১ | ২০
আমা। নেপালী। অম্বিকা সিজাপতী। বি. স. ২০১৮ | ৬
বিশ্ব-সন্দেশ। সংস্কৃত-নেপালী-হিন্দী। শ্রবণকুমার নরেন্দ্র। খৃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি

সারনাথ থেকে প্রকাশিত ঃ

ধর্মদূত। নেবারী-হিন্দী। শ্রীভিক্ষু ধর্মরত্ন। বি. স. ২০০১

দার্জিলিঙ থেকে প্রকাশিত ঃ

পুকার। নেপালী। নরেন্দ্রপ্রসাদ কুমাই। খৃ ১৯৪৮
খোজী। নেপালী। গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মিলন। বি. স. ১৯৯৭ | ৬
শিক্ষা। নেপালী। সুনকেশরী প্রধান। খৃ ১৯৪৯ সালের নভেম্বর।
ভারতী। নেপালী। পারসমণি প্রধান। বি. স. ২০০৬ | ৩
হাম্রো কথা। নেপালী। কমলকুমার শর্মা, রামচন্দ্র তামাঙ, নন্দধ্বজ রাই। বি. স. ২০০৬ | ৫
হিমালকিশোর। নেপালী। দেবকুমার সিংহ। খৃ ১৯৫১, ৭ মার্চ।
প্রভাত। নেপালী। এল এস বাংদেল। ১৯৫০ সেপ্টেম্বর।
দিয়ো। নেপালী। জগপাল সুব্বা। খৃ ১৯৫৭ জুন।
জনদূত। নেপালী। আর বি. প্রধান। খৃ ১৯৫৭
তেস্রো আয়াম। নেপালী। তিলবিক্রম নেম্বাঙ্গ। বি. স. ২০২০
খেতিপাতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কৃষিবিভাগ। বি. স. ২০১৩ | ১১
পূর্ণিমা। নেপালী। নরা গুরুং। বি. স. ২০১৫ | ৩

কালিম্পং থেকে প্রকাশিত ঃ

আদর্শ। নেপালী। শেষমণি প্রধান। খৃ ১৯৩০ জানুয়ারি.
নেবুলা। নেপালী-তিব্বতী-লেপচা। কে. ডি. প্রধান। বি. স. ১৯৯২
পরিবর্তন। নেপালী। কে. ডি. প্রধান। বি. স ১৯৯৪ | ৯
গাঁও সুধার। নেপালী-ইংরেজী। শেষমণি প্রধান। বি. স. ১৯৯৬
পুকার। নেপালী। নরেন্দ্রপ্রসাদ কুমাই। খৃ ১৯৪৮ ১ ফেব্রুয়ারি।
ধর্মোদয়। নেবারী। শ্রীভিক্ষু অনিরুদ্ধ। নেপাল সংবৎ ১০৬৭
মুংগ্রো। নেপালী। অর্জুনকুমার প্রধান। খৃ ১৯৬২ অক্টোবর।

কার্শিয়াং থেকে প্রকাশিত ঃ

চন্দ্রিকা। নেপালী। পারসমণি প্রধান। বি. স. ১৯৭৪
আদর্শ। নেপালী। দেবদাস রাই। খৃ ১৯৫২ জুন।

সুখিয়া পোখরী থেকে প্রকাশিত ঃ

ভারতী। নেপালী। লক্ষ্মণ তামাঙ। বি. স. ২০০৬ | ৫

সিকিম থেকে প্রকাশিত ঃ

কাঞ্চনজংঘা। নেপালী। নহকুল প্রধান। খৃী ১৯৫৭, ১৫ সেপ্টেম্বর।

তীন তারা। নয়ন ছিরিং লেপচা। খৃী ১৯৫৮, ১ অক্টোবর।

প্রগতি। ইনফরমেশন সার্ভিস, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট। খৃী ১৯৬০

আসাম থেকে প্রকাশিত ঃ

হিমালয়। নেপালী। হরিভক্ত প্রবাসী। খৃী ১৯৬১ জুলাই।

সুমন। নেপালী। কৃষ্ণপ্রসাদ গেয়ালী। বি. স. ২০২২ | ৬

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঃ

বুদ্ধধর্ম। নেবারী। ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য। বি. স. ১৯৮২ | ২

হিমালয় বৌদ্ধ। নেপালী। জগৎমান বৈদ্য। বুদ্ধ সংবৎ ২৪৭২

বুদ্ধধর্ম ব নেপালভাষা। নেবারী। ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য। বি. স. ১৯৮৫

উত্থান। নেপালী। এস. পি প্রধান। খৃী ১৯৪৭, ২৫ অক্টোবর।

সগরমাথা। নেপালী। নেপালী ছাত্রসংঘ। বি. স. ২০১৬

পাটনা থেকে প্রকাশিত ঃ

নেপাল পুকার। হিন্দী। বি. লাল মোক্তান। বি. স. ২০০৬

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ঃ

স্বতন্ত্র বিশ্ব। নেপালী। বি. স. ২০১৮ | ৯

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

যজ্ঞরাজ সত্যাল, নেপালী সাহিত্যকো ভূমিকা। প্রকাশন বিভাগ, শিক্ষা বিকাশ যোজনা, শ্রী৫কো সরকার, কাটমাণ্ডু, ২০১৭

গ্রীষ্ম বাহাদুর দেবকোটা, নেপালকো ছাপাখানা র পত্রপত্রিকাকো ইতিহাস। কাটমাণ্ডু ১৯৬৭ অক্টোবর

ডিল্লীরাম তিমসিনা, নেপাল-জীবন মা বনারস, "রূপ-রেখা", কাটমাণ্ডু, জেঠ ২০২০

রত্নধ্বজ যোশী, আধুনিক নেপালী সাহিত্যকো ঝলক। কাটমাণ্ডু, ২০২৭

আর. সি মজুমদার (সম্পাদক), হিস্ট্রি অব বেঙ্গল। প্রথম খণ্ড, ১৯৪৩ মে।

ডি আর. রেগমী, মিডাইভাল নেপাল। কলিকাতা। ১৯৬৫, ১৯৬৬

রামপ্রসাদের 'দূতী সম্বাদ' ও 'উদ্ধব সম্বাদ'

শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

সম্প্রতি সীমান্ত বাংলার পাতকুম পরগনায় কিছু প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত 'দূতী সম্বাদ' ও 'উদ্ধব সম্বাদ' পুঁথি দুটি অভিনব ও মূল্যবান।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক রামপ্রসাদের সন্ধান পাওয়া যায়। শাক্ত পদাবলীর স্রষ্টা সর্বজনপরিচিত রামপ্রসাদ সেন ছাড়া আর যাঁদের কথা জানা যায় তাঁরা হলেন, 'দ্বিজ রামপ্রসাদ'[১] এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদ।[২] এ-ছাড়া আর একজন রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে বর্তমান ছিলেন। এঁর পিতার নাম জগৎরাম রায়, বাড়ি প্রাচীন পঞ্চকোট রাজ্যান্তর্গত ভুলুই গ্রামে। ইনি 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচনা করেছিলেন।[৩] এঁর রচিত 'কৃষ্ণলীলারস' কাব্য সম্পর্কে সমালোচক মহলে সংশয় ছিল।[৪] প্রাপ্ত পুঁথি দুটির রচয়িতা রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ এই রামপ্রসাদ এবং এঁর রচিত কাব্যের নাম 'কৃষ্ণলীলারস' নয়, 'কৃষ্ণলীলামৃত' এবং সম্ভবতঃ প্রাপ্ত পুঁথি দুটি সেই অপ্রাপ্তপূর্ব বৃহৎ কাব্যেরই অংশবিশেষ।[৫] পুঁথি দুটিতে রামপ্রসাদ নিজের নাম উল্লেখ করলেও,[৬] পদবীর উল্লেখ করেন নি। কবির পিতার নাম জগৎ—"জগত তনয় প্রসাদে কয়" (দূতী সম্বাদ, পৃ ১০)।

রামপ্রসাদ রচিত দুটি পুঁথির একটির নাম 'দূতী সম্বাদ', অপরটির 'উদ্ধব সম্বাদ'। উভয় পুঁথিই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত।

'দূতী সম্বাদ' পুঁথিটি সর্ব মোট ১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে একটি পৃষ্ঠা (পৃ. ৬) অপ্রাপ্ত, আর একটি পৃষ্ঠার (৫) প্রায় এক-চতুর্থাংশ খণ্ডিত। কাগজ বিবর্ণ সাদা, পাতলা ; মাপ ২৬.৫ সে মি × ১১ সে মি.। লিপিকাল ২ (রা) জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল। লিপিকার "শ্রীদিগম্বর সিংহ সরকার, সাং হাল রশুন্যা,[৭] পরগণা পাতকুম"।

প্রারম্ভে পুঁথিটি 'দূতী সম্বাদ' ("অথ দূতী সম্বাদ") নামে আখ্যাত হলেও শেষাংশে 'মাথুর বিরহ' ("ইতি মাথুর বিরহ সম্পূর্ণ") নামে উল্লিখিত হয়েছে। উভয় নামেরই সার্থকতা আছে। কৃষ্ণের মথুরাগমনে রাধার বিরহ, সখীগণের দৌত্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন এবং রাধাকৃষ্ণের মিলনান্তে কৃষ্ণের পুনর্বার মথুরাগমনে পুঁথির সমাপ্তি। মনে হয় এটি কবির 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যের 'মাথুর বিরহ' খণ্ডের 'দূতী সম্বাদ' সম্পর্কিত অংশ বিশেষ।

---

১. এঁর রচিত বৈষ্ণব কাব্যের কিছু পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা পুঁথির গবেষক অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের গ্রন্থ।

২. দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : তৃতীয় খণ্ড, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩৪-১১৪০

৩. এই গ্রন্থের পাঁচ দিনের গানের মধ্যে তিন দিনের গান এঁর পিতার রচনা। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২, পৃ. ৩০২), দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, শ্রীসুকুমার সেন, পৃ. ৪১৩

৪. দ্রষ্টব্য ঐ

৫. অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে এই পুঁথিগুলির উল্লেখ দেখিনি।

৬. ভণিতায় বারংবার শুধু 'প্রসাদ' কথাটির উল্লেখ আছে।

৭. বর্তমানে এই গ্রামটি বিহারের সিংভূম জেলার চাণ্ডিল থানার অন্তর্ভুক্ত এবং 'রশুনিয়া' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় পুঁথির মাত্র ৪টি (১-৪) পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে, বাকি পৃষ্ঠাগুলি ছেলেদের ঘুড়ির লেজ হয়ে স্বর্গারোহণ করেছে। কাগজ হলদে রঙের, অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, মাপ ৩১ সে. মি × ১১ সে. মি. এবং কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।[১] লিপিকাল এবং লিপিকারের কোনো উল্লেখ না থাকলেও, এই পুঁথির লিপিকাল প্রথমোক্ত পুঁথির লিপিকালের খুব বেশী পরবর্তী নয়। কারণ উভয় পুঁথির লিপিকার যে অভিন্ন, লিপির ছাঁদ এবং রীতি সে সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত করে।

এই পুঁথিটিও প্রারম্ভে 'উদ্ধব সম্বাদ' ("অথ উদ্ধব সম্বাদ") নামে উল্লিখিত হলেও অন্যত্র 'কৃষ্ণলীলামৃত', ("জন্মখণ্ড মত কৃষ্ণলীলামৃত গায়") নামে অভিহিত হয়েছে। মনে হয় এটিও 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যের 'জন্মখণ্ডা'ন্তর্গত 'উদ্ধব সম্বাদ'-এর অংশ বিশেষ।

পুঁথি দুটির বিষয়বস্তু অভিন্ন হলেও রচনারীতি পৃথক্। 'দূতী সম্বাদ' কীর্তনের ছাঁদে রচিত, সর্বত্র 'যথারাগ' কথাটি উল্লিখিত। 'উদ্ধব সম্বাদ'-এ 'যথারাগ' কথাটির উল্লেখ নেই, রচনারীতি কাহিনীকাব্যের অনুগত।

আলোচ্য পুঁথি দুটির রচয়িতা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শক্তিমান্ কবি সেকথা প্রাপ্ত কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠাতেই সোচ্চার।

কৃষ্ণহারা বৃন্দাবনের বর্ণনায় সখীগণের খেদে

" 'ব্রজে যত প্রাণে/সবাকার হানি/ব্রজনাথ তুমা ছাড়ে", শুধু 'আঁখি নীরে এক/যমুনা তরঙ্গ বাড়ে' (দূতী সম্বাদ)", অথবা কৃষ্ণের উদ্দেশে বর্ষিত ব্যঙ্গে "পরাণ সরলা/মুগ্ধিনী বালা/কুলের বাহির করি॥ মদনের করে/বিলায়ে তাহারে/না দেখ নয়ন ভরি" কবির প্রতিভার অনস্বীকার্য প্রমাণ ও পরিচয় পাই।

স্বপ্নমিলনের পর নিদ্রাভঙ্গে রাধিকার বিরহবার্তা বিজ্ঞাপনে যাঁরা রসজ্ঞতা এবং বাণী-নৈপুণ্যের ব্যবহার দেখিয়েছেন, সমগ্র বৈষ্ণব কাব্যে এমন কবির সংখ্যা বেশী নয়। তাঁদের মধ্যে রামানন্দ বসু, বংশীবদন এবং জ্ঞানদাস প্রশ্নাতীত গৌরবের অধিকারী। রামপ্রসাদ এই গৌরবের অংশীদার। প্রমাণ, 'দূতি সম্বাদ' লীলাগীতির এই প্রারম্ভাংশটুকু—

'নিশিতে স্বপনে[২] রাই মাধব সঙ্গম পাই
আনন্দের সাগরে মজিল।
ভাঙ্গিতে নিন্দের ঘোর বিরহ বাড়িল জোর
সখিগণে কহিতে লাগিল॥

হে ললিতা[৩] আস্য হেতা।
আজি শুন মোর স্বপনের কথা॥ (ধ্রু)
স্বপনে আসিয়া হরি আপন বসনে করি
মোছায়্যা নয়ান বারি মোর।

১. প্রথমোক্ত পুঁথিটিও কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।
২. পুঁথিতে বানান (সর্বত্র) 'সপন'।
৩. ঐ 'ললীতা'।

কত না প্রবোধ দিয়া হিয়া মাঝে থুয়্যা প্রিয়া[1]
বিলাসে করল তনু ভোর ॥
আমার যত ছিল মনের জ্বাল্যা হেই গো।
সকলি নিভাল্য কাল্যা ॥
তৃষিত চাতকী হাম নব জলধর শ্যাম
জলদান করিতে লাগিল।
হেনকালে অকস্মাৎ দুর্দৈব ঝনঝাবাত
নবঘনে উড়াইয়া দিল ॥
ওগো বিধি বাদ সাধ্যে দিল।
আমার সুখের স্বপন বিপল (?) কল্যা ॥
পাথার চাপায়্যা বুকে পড়িয়াছিলাম দুঃখে
তাহাতে সোয়াস্ত নাহি পাই।
ছলাতে নিঠুর কালা দেখা দিয়া দেয় জ্বালা[2]
শোকানলে পোড়ায় সদাই ॥

১। পুঁথিতে 'প্রীয়া'।
২। ঐ 'জালা'।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্রীহারাধন দত্ত

অনতিকাল পূর্বেও কবি এবং সাহিত্যসেবী হিসাবে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের প্রসিদ্ধি ছিল। মূলতঃ কবি হিসাবেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি। রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অবদান উপেক্ষার নয়। সাহিত্যের বহুধাক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কাব্য এবং শিশু ও কিশোর সাহিত্যে প্যারীমোহন ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাময়িক পত্রসেবায় তাঁহার অধিকারনৈপুণ্য ও প্রখর সতর্কতা সপ্রশংস উল্লেখের উপযোগী। মৃত্যুর অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহর সাহিত্যিক খ্যাতি বিলোপোন্মুখ। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যে কয়জন নবীন লেখক কবিতায় গদ্যরচনায় স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্যারীমোহনের নাম স্মরণীয়। সাম্প্রতিক কালে তাঁহার কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। তাঁহার বহু প্রশংসিত কাব্যানুবাদ 'মেঘদূতে'র চাহিদা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। কালধর্মে তাঁহার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে এ যুগের সাহিত্যানুরাগী সমাজের পরিচয়ের সেতুবন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। মৃত্যুর তিনদশক পরে সমসাময়িক বিরূপ অবহেলা ও সরব গুণকীর্তন দুই বিপরীত মেরুর বাহিরে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সাহিত্যসাধনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তৎকালীন সাহিত্যের ইতিহাস-পর্যালোচনার পক্ষে আবশ্যক।

জন্ম : বংশপরিচয়

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার হরিপাল-তারকেশ্বর সন্নিকট গোপীনাথপুর গ্রাম। তাঁহার জন্মতারিখ ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯৩ খৃী)। প্যারীমোহন ঐতিহ্যসম্পন্ন রাঢ়ীয় বৈদ্যপরিবারের সন্তান। শাস্ত্রানুশীলন আয়ুর্বেদচর্চা ও শিক্ষানুরাগের জন্য এই পরিবারের সুনাম ছিল। প্যারীমোহনের পিতা জলেশ্বর সেনগুপ্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। জলেশ্বর কবিরাজী করিতেন। পিতামাতার তিন কন্যা, দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র শৈশবেই পরলোকগমন করেন। প্যারীমোহনই কনিষ্ঠ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্যারীমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। এই শৈশবকাল হইতে প্যারীমোহন জীবনসংগ্রামের আস্বাদ লাভ করেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

প্যারীমোহনের বাল্যজীবন স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। অষ্টমবর্ষে পিতৃহীন হইয়া সহায়-সম্বলহীন বিধবামাতার একমাত্র অবলম্বন প্যারীমোহন রূঢ় জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হন। জীবনের এই পর্বে তিনি আত্মীয়-স্বজনগণের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হন। জননীর দুঃখ লাঘব ত দূরের কথা তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার মত নিকট আত্মীয়ের অভাব ছিল না। এই দুঃসময়ে প্যারীমোহন-জননী বৈদ্যবাটীতে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতুলালয়ে অবস্থান কালে প্যারীমোহন পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করেন এবং চাঁপদানী হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। চাঁপদানী হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' স্থানটির উল্লেখ দেখা যায়। চাঁপদানী বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে প্যারীমোহন পুনরায়

॥ কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ॥

জন্ম : ১৭ ফাল্গুন, ১৩০০ বঙ্গাব্দ (ইং-১৮৯৩)

মৃত্যু : ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ (ইং-২০ মে, ১৯৪৭)

[আলোকচিত্র, ব্লক ও মুদ্রণ : কবিপুত্র অরুণাভ সেনগুপ্তের সৌজন্যে]

জীবনসংকটে পতিত হন। মাতুলালয়ে তাঁহার অবস্থান অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়। অস্বস্তিকর পরিবেশে তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই দুঃসময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৎসল পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে তিনি নিজের অসহায়তার কথা নিবেদন করেন। সদাশয় পণ্ডিত মহাশয় পূর্বেই প্যারীমোহনের মেধা ও উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অতঃপর এই ছাত্রবৎসল শিক্ষক মহাশয়ের সুপারিশক্রমে প্যারীমোহন চাঁপদানীর ধনাঢ্য জমিদার-পরিবারের নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কুমুদবান্ধব মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হন। এই দুই মুখোপাধ্যায় ভ্রাতা প্যারীমোহনকে তাঁহাদের নিজবাটীতে আশ্রয় দান করেন এবং নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করিবার সর্ববিধ সুযোগ করিয়া দেন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদাসয়তা, অকৃপণ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্যারীমোহনকে নবজীবনে উদ্দীপ্ত করে। প্যারীমোহন আমৃত্যু মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশে তাঁহার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'কোজাগরী' কাব্যের 'উৎসর্গ পত্রে' প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে 'পিতৃতুল্য পূজনীয়' রূপে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

> স্নেহপ্রেমে আর করুণাধারায় রিক্তচিত্তে মম
> করিলে সরস, করিলে সবল; দেখাইলে অনুপম
> মানবজীবন লক্ষ্য আমারে,—আজি তোমাদেরি করে
> তোমাদেরি গড়া জীবনের ফুল নিবেদি ভকতিভরে।

পারিবারিক বিপর্যয় ও নানাবিধ বিঘ্ন-সংকটে জর্জরিত প্যারীমোহন বিদ্যালয়জীবনের পাঠ বিলম্বিত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাঁপদানী উচ্চবিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর প্যারীমোহন কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে কলা বিভাগে প্রবেশ করেন। এই কলেজে তিনি আচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্রের গৌরব লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আই. এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াও ইতিহাসে অসাফল্যের জন্য অকৃতকার্য হন। তাঁহার প্রথাবন্ধ ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

বিবাহ

কলেজে পঠদ্দশায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) প্যারীমোহন পাটনা টি কে. ঘোষ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমাদেবীকে বিবাহ করেন। উমাদেবী আমৃত্যু স্বামীর জীবনযুদ্ধের সহযাত্রিণী ছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি প্যারীমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রজীবনে প্যারীমোহন বাঙলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত কাব্যাদি অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। সাহিত্যালোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রতি তাঁহার আগ্রহ শিথিল করিয়াছিল। কবিতা লেখা ও কবি-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্য ও সাহচর্য অর্জনে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ঐ বৎসরেই আশ্বিন মাসে রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে

অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাঁহার কাছেই প্যারীমোহন বাঙলা তথা ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করেন। ইহার কিছু পূর্বেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'ইন্দ্রধনু'।[1] ইহার পরেই 'পাগলা' ও 'একা' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়।[2] এই সূত্রেই প্যারীমোহন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এইরূপে প্যারীমোহন সাহিত্যক্ষেত্রে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করিবার মত মানসিক শক্তি অর্জন করেন। সাহিত্যসেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রসারিত হইয়া ওঠে।

জীবিকাসন্ধানে

প্যারীমোহন জন্মাবধি দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। সাহিত্য-সেবক জীবনের এই উন্মেষপর্বে তাঁহার কল্পনাবিলাসী কবিমন যখন তারুণ্যের পাখা মেলিয়া উড্ডীন হইতে চাহিতেছিল সেই সময়ে তাঁহার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। জননী, বিধবা ভগিনী, স্ত্রীসহ তাঁহার সংসারে অর্থকষ্ট বাড়িয়া যাইতে থাকে। এই সময়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্যারীমোহন কলিকাতার "মিলিটারী সাপ্লাই একাউণ্টস্ অফিসে' মাসিক ৩০ টাকা বেতনে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী অফিসের এই চাকুরীর সহিত তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। অফিসদপ্তর ও ফাইলের জঞ্জালস্তুপের মধ্যে তাঁহার কবিমন হাঁপাইয়া উঠিল। বৃত্তি পরিবর্তনের জন্য মরণপণ সংগ্রাম শুরু হইল। অবশেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর তারিখে প্যারীমোহন সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন।

সাময়িকপত্রসেবা

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অতঃপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১৩২৬) 'প্রবাসী' ও "মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকপদে যোগদান করেন। ঔপন্যাসিক, সমালোচক এবং প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুপারিশ তাঁহার এই চাকুরীলাভে সহায়ক হইয়াছিল। স্বয়ং সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্যারীমোহনের প্রতি সস্নেহ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে চারুচন্দ্র 'প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু'র মত বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুইখানি অতিকায় মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পন্ন করা শ্রমশীল চারুচন্দ্রের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। প্যারীমোহন দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকের পদ অলংকৃত করিলেন। চারুচন্দ্রের শ্রম লাঘব হইল। বেতন সামান্য হইলেও এই নূতন সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে প্যারীমোহন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পেটের ক্ষুধা না মিটিলেও তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ 'প্রবাসী'র কর্মক্ষেত্র হইতেই প্যারীমোহন বৃহত্তর সাহিত্য ও বৈদগ্ধ্যের জগতের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় মঞ্জরিত হয়।

১. মর্মবাণী, ২৫শে কার্তিক, ১৩২২
২. প্রবাসী, আষাঢ় ও ভাদ্র ১৩২৪

শতধারায় নিঃসৃত হয় তাঁহার লেখনীমুখ। কবি ও লেখক হিসাবে তাঁহার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাময়িক পত্রসম্পাদনার যে পাঠ তিনি গ্রহণ করেন তাহা প্রবাসী 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকা দুখানির গৌরব ও পরিপুষ্টিবিধানে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। প্রবাসী-সম্পাদক প্যারীমোহনের উপর অনেক দুরূহ কাজের ভার দিয়া নির্লিপ্ত থাকিতেন—প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া প্যারীমোহন যথাসময়ে তাহা সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেন। প্রধান সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র প্রবাসীর কোন কোন বিভাগের ভার প্যারীমোহনের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্যারীমোহন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে পারিতেন। সহ-সম্পাদক হিসাবে তরুণ লেখককে আবিষ্কার এবং তাঁহাদের উৎসাহদান প্যারীমোহনের লক্ষ্য ছিল। প্রবাসীর কর্মজীবন প্যারীমোহনের সাহিত্যিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রায় নয় বৎসরকাল 'প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যু'র সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ঐ দায়িত্বভার হইতে অব্যাহতি নেন।

পরবর্তী জীবনে ভিন্নবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও সাময়িকপত্র সেবামূলক সাহিত্য কর্মে তাঁহার আগ্রহ স্তিমিত হয় নাই। প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যুর কার্যকালে তিনি সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' (১৩৩১-১৩৩৩) পত্রিকা সম্পাদনার আংশিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার দিনলিপি হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্যারীমোহনকে সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' (১৩৩৬-১৩৩৯) নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদনা কাজে প্যারীমোহনকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্যারীমোহন অতিশয় দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনায় অমূল্যচরণকে সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অধুনালুপ্ত 'উদয়ন' (চৈত্র, ১৩৩৯) মাসিক পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদনা ব্যাপারে স্বত্বাধিকারী অনিলকুমার দে-র সহিত মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি 'উদয়নে'র সম্পাদনা দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের দিকে 'বসুমতী'র সহিত তাঁহার সংস্রব স্থাপিত হয়। এই বৎসরের আশ্বিন মাসে 'বসুমতী'তে 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিচারটি প্রবর্তিত হয়। প্যারীমোহন 'বসুমতী'র 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগটি বেশ কিছুকাল পরিচালনা করেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কুচবিহার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত 'কুচবিহার দর্পণ' (?) পত্রিকাখানির সম্পাদনায় সহযোগিতা করিতেন। সাময়িকপত্রসেবা প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সাহিত্যসেবক-জীবনের এক স্মরণীয় দিক। মূলতঃ কবি হইলেও পরিবর্তমান সাহিত্য, সমাজ, দেশ ও কাল সম্পর্কে তাঁহার চিত্ত সদাজাগ্রত ছিল। তাঁহার অনায়াস লিখনচাতুর্য ও বৈদগ্ধ্য গুণগ্রাহী সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।

অধ্যাপনা

প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়া প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 'বঙ্গবাসী কলেজে' অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জিত শিক্ষাগত সাফল্যের কোন প্রতীক তাঁহার ছিল না। কোন উপাধিও তিনি

অর্জন করেন নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত একখানি প্রশংসাপত্র ছিল তাঁহার সম্বল। শান্তিনিকেতন হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুআরি তারিখে লিখিত ঐ প্রশংসাপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"I have much pleasure in testifying to the high character and abilities of Sriman Pyarimohan Sengupta. His knowledge of Bengali literature and his literary gifts fit him for the post of a lecturer in Bengali literature." কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রের জোরে প্যারীমোহন 'বঙ্গবাসী কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর আনুকূল্যলাভে সমর্থ হন। এইরূপ গুণগ্রাহিতা বর্তমানকালে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর প্যারীমোহন 'বঙ্গবাসী কলেজে' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত হন। এই কলেজেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন। এজন্য গিরিশচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। গিরিশচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধানিবেদনচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি পিতার ন্যায় স্নেহগুণে আমার অকৃতী জীবনকে ধন্য করিয়াছেন—সেই অশেষ শ্রদ্ধাভাজন।"[১] বঙ্গবাসী কলেজের কর্মজীবনে কবি ও অধ্যাপক হিসাবে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও সারস্বত সেবক হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই অধ্যাপনাসূত্রেই প্যারীমোহন ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেক্সট্ বুক কমিটির' সদস্যপদ লাভ করেন। প্যারীমোহন দীর্ঘকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের পূর্বেই য়ুরোপে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। তাহার তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছাইল এদেশের শহরে-গ্রামে-গঞ্জে, প্রতিটি মানুষের জীবনে। কলিকাতায় ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িক পড়িল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলনের জোয়ারে দেশ আলোড়িত। এই সময় বঙ্গবাসী কলেজ কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ঠিক এই পর্বে স্থান পরিবর্তনে ব্যতিব্যস্ত-বিপর্যস্ত প্যারীমোহন কুষ্টিয়াতে বাসা বাঁধিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। যুদ্ধ শেষে প্যারীমোহন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীমোহন বি এ. পাঠ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'কপালকুণ্ডলা' পুস্তক দুইখানি এই সময়ে সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। ছাত্রপাঠ্য পুস্তক হইলেও এই পুস্তক দুইখানির আলোচনা অংশ হইতে তাঁহার বৈদগ্ধ্য, উচ্চসাহিত্য-বোধ ও সমালোচকসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারীমোহন ছিলেন সুপণ্ডিত ও আদর্শ শিক্ষক। প্রথাসিদ্ধ পুঁথিগত বিদ্যায় সিদ্ধ না হইয়াও বড় শিক্ষক হওয়া যায়, প্যারীমোহন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিছুকাল পূর্বে স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ "শিক্ষার মানের প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিক। সব সময়ে কিন্তু সে মান পুঁথিগতবিদ্যার উপর নির্ভর করে না। অতীতে যে সব বিদ্যালয় সুনাম অর্জন করিয়াছিল তাহাদের শিক্ষকদের ডিগ্রি-ডিপ্লোমা হয়ত তেমন ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা সত্যই কিছু শিখিত। যদিও শিক্ষাগত সাফল্যের প্রতীক বিশেষ কিছু তাঁহাদের ছিল না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, কিংবা প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অথবা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর অত্যন্ত

১. কিশোর কবিতা (১৩৪১)। উৎসর্গ

উচ্চদরের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু স্নাতক পর্যায়ের উপরে তাঁহারা কেহই ওঠেন নাই।"[১] অধ্যাপনাকালে প্যারীমোহন ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালী ছিল হৃদয়গ্রাহী। বাঙ্‌লা এবং অপরাপর সাহিত্য তিনি উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে

উদীয়মান সাহিত্যিক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বজ্জনদিগকে একত্রিত করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃজনে প্যারীমোহনের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। 'প্রবাসীসঙ্গত' ও 'সবুজসমিতি' নামক সাহিত্যসমিতি দুটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্যারীমোহনের অবদান ছিল। তিনি এই দুইটি সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ছিলেন। প্যারীমোহন ছিলেন, প্রবাসীর সহ-সম্পাদক ও কবি। সেজন্য এই সাহিত্য সমিতি দুইটি একদিকে যেমন কবিগোষ্ঠী অপরদিকে তেমনই প্রবাসীর লেখকবৃন্দের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সমিতি দুইটিতে শুধুমাত্র যে আলোচনা হইত তাহা নয়—কবিতা, ইতিহাস-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদিও পাঠ করা হইত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র নন্দী, সুবোধ রায় এবং অন্যান্য বহু বিদ্বজ্জন 'প্রবাসীসঙ্গত' ও 'সবুজসমিতি'র সভ্য ছিলেন।

বাঙ্‌লা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালীর সারস্বত প্রতিষ্ঠান "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র সহিত প্যারীমোহনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্যারীমোহন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। নলিনীরঞ্জন পন্ডিতের নির্দেশে শাস্ত্রী মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জনাইবার জন্য প্যারীমোহন ছয় ছত্রের একটি কবিতা লিখিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্যারীমোহন জোড়াসাঁকোর 'রবিমন্ডলে' নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। 'রবিমন্ডল' প্যারীমোহনকে বিশ্বকবির অন্তরঙ্গ ও নিবিড় নৈকট্যে আনয়ন করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

স্বাদেশিকতা

প্যারীমোহনের জীবনের ধ্রুবতারা ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশপ্রীতির মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাঁহার সাহিত্য ও সঙ্গীত হইতে। অন্যদিকে 'বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার স্বাদেশিকতাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সক্রিয় রাজনীতির সহিত সংযোগ না থাকিলেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা ও নিবন্ধাদি হইতে তাঁহার তীব্র স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি মহাত্মা গান্ধীর 'কারাকাহিনী'র ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। শতকের চল্লিশের দশকের শেষ অঙ্কে এবং পঞ্চাশের দশকে প্যারীমোহন 'জয়সুভাষ'(কাব্য),

---

১. 'কাহার স্বার্থে'। (সম্পাদকীয় নিবন্ধ), আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ আগস্ট, ১৯৭৬।

বিপ্লবী সুভাষ, জয়হিন্দে অ-আ-ক-খ, পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত, প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহযাত্রী হন।

বিয়োগব্যথা

অল্পবয়সে পিতৃহারা হইয়া প্যারীমোহন জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর ঐকান্তিক স্নেহ ও ভালবাসায় লালিত হইয়াছিলেন। প্যারীমোহন ছিলেন পরম মাতৃভক্ত। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৬ অগ্রহায়ণ ভুবনেশ্বরী দেবী পরলোকগমন করেন। জীবনের সম্বল জননীকে হারাইয়া প্যারীমোহন মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছিলেন। জীবনের শেষলগ্নে প্যারীমোহন পর পর স্বজন বিয়োগে দুঃখ-শোক ও বেদনায় স্তব্ধ হইয়া যান। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জ্যেষ্ঠাকন্যা বাণীদেবী অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু বৎসর কাটিতে না কাটিতেই কবিপত্নী উমাদেবী দীর্ঘ রোগভোগের পর ১২ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু

স্বজন-বিয়োগের আঘাত সহ্য করা কবি প্যারীমোহনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কন্যা ও পত্নীশোকে দিবারাত্র মুহ্যমান হইয়া উদাসীনভাবে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতেছিলেন। কবি প্যারীমোহনের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহার পুত্র যাহা লিখিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, "আমার স্বর্গত পিতৃদেব কবি অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান ২০শে মে ১৯৪৭ সাল। তিনি হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। সুতরাং মানসিক দিক থেকেও তিনি বিপর্যস্ত ছিলেন। তখন তাঁর গ্রীষ্মাবকাশ যাচ্ছিল। পত্নীবিয়োগের পর সেই দিনই তিনি প্রথম বাড়ির বাহিরে যান। লালদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে (বা উঠতে গিয়ে, সঠিক কেউ বলতে পারেনি) লাইট পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, অচৈতন্য হয়ে যান এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।"[১]

প্যারীমোহনের মৃত্যুতে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত শোক-সংবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে : "অধ্যাপক সেনগুপ্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ 'অরুণিমা' এবং 'মেঘদূতে'র অনুবাদ একসময় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। তিনি কিছুকাল 'উদয়ন' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেন। মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। সম্প্রতি তিনি শিশুদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন।"[২]

১. কবি প্যারীমোহন। অরুণাভ সেনগুপ্ত। দেশ (চিঠিপত্র), ১১ই বৈশাখ, ১৩৭৭
২. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

গ্রন্থপঞ্জী

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাব্য

১। অরুণিমা--১৩২৯
২। বেদবাণী (অনুবাদ)--১৩৩০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সহযোগে
৩। মেঘদূত—১৩৩৭
৪। কোজাগরী—১৩৪০
৫। জয় সুভাষ—১৩৫২
৬। পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত (অনুবাদ)—১৩৫৩

ছড়া

১। হালুম বুড়ো—১৩৩৪
২। ভূতের লড়াই—১৩৩৯
৩। লক্ষ্মী ছেলে—১৩৪০
৪। মজার পদ্য—১৩৪৩
৫। বেড়ালের ছড়া—১৩৫৩
৬। জয়হিন্দে অ, আ, ক, খ,—১৩৫৩
৭। কেবল মজা—১৩৫৪

কিশোর সাহিত্য

১। কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় (অনুবাদ)—১৩২৯
২। বাঘ-সিংহের মুখে—১৩৩৮
৩। বাংলাদেশের কবি—১৩৩৯
৪। কিশোর কবিতা (সংকলন)—১৩৪১
৫। অদ্ভুত জীবজন্তু—১৩৪৩
৬। ভূতে-রাক্ষসে—১৩৪৩
৭। শালিকের গঙ্গাযাত্রা—১৩৪৬
৮। শেয়াল কবিরাজ—১৩৪৭

ইংরেজী গ্রন্থ

১। Bhisma—1935

বিবিধ

১। মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী (অনুবাদ)—১৩৩০
২। পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ—১৩৪৭
৩। বিপ্লবী সুভাষ—১৩৫৩

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। কপাল কুণ্ডলা—১৩৫৩

২। মেঘনাদবধ কাব্য—১৩৫৩

বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক

১। শিশুসখা (তৃতীয় শ্রেণী)—১৩৩৭

২। সহজ পাঠ (৪র্থ শ্রেণী)—১৩৩৭

৩। আহরণী (৫ম শ্রেণী)—১৩৩৭

৪। বিচিত্র পাঠ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)—১৩৩৭

৫। পাঠগুচ্ছ (৫ম শ্রেণী)—১৩৩৭

৬। সুন্দর পাঠ (১ম ভাগ)—১৩৪৫ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সহযোগে

৭। ঐ (২য় ভাগ)—১৩৪৫ " " "

৮। ঐ (৩য় ভাগ)—১৩৪৫ " " "

৯। ঐ (৪র্থ ভাগ)—১৩৪৫ " " "

১০। নীতিপাঠ—১৩৪৬

১১। সাহিত্য সঞ্চয়—১৩৫৩

১২। শিশুর পড়া (?)

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও বাঙ্‌লা সাহিত্য

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কবিতা, ছড়া-ছবি ও গদ্য-পদ্যময় সরস স্নিগ্ধ রচনারাজির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া এ যুগের রসিক-সম্প্রদায় বাঙলা সাহিত্যে প্যারী-মোহনের যোগ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকেন। প্যারীমোহন দীর্ঘায়ু ছিলেন না—তথাপি বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্য এবং শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিপুষ্টিবিধানে তাঁহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উপেক্ষার নহে। তাঁহার রসিক সহানুভূতিপরায়ণ চিত্তটির স্পর্শ আমরা তঁাহার নির্মল হাসি ও অক্রোধ পরিহাসপরায়ণতার মধ্য দিয়া সর্বত্র লাভ করি। শিশু ও কিশোরসমাজের সঙ্গে তঁাহার একাত্মবোধ ছিল—জীবনের শেষপর্বে তিনি নিরত লেখনী চালাইয়া সাহিত্যের এই বিভাগটি বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে কবি হিসাবেই প্যারীমোহনের প্রসিদ্ধি। প্যারীমোহনের কবিজীবন ও কবিধর্মের বিশদ্‌ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত প্রসারিত বাঙ্‌লা কাব্যপ্রবাহে প্যারীমোহনের কাব্যানুশীলন ও কবিতাচর্চার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অনুল্লেখ্য নয়।

বিংশ শতকের নবীন বাঙালী কবিদের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ধ্রুব ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকার্য। এই প্রভাব বিকীরণ যে বিংশ শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছিল তাহা নহে। শক্তিমান কবির অনুকরণ সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই বহুশ্রুত বহু

পর্যালোচিত সত্য। বাঙলা কাব্যের প্রখর দীপ্তির মধ্যে এক কবিসমাজের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব শুধুমাত্র এই যুগের কবিরাই নহেন—অধুনিক কবিরাও অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। স্বয়ং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত "কুলায় ও কালপুরুষ" গ্রন্থের একটি নিবন্ধে লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক, বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মাননি। এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোন না কেন, অনুভূতির রাজ্যে শুদ্ধতায় এমন কোন পথের সন্ধান পাননি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুতঃ তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলাসাহিত্যের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তা এই: "তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের জমি জোতদারদের দখলে এসেছে; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র। ফলের জাত বদলাতে পারেনি।" একজন প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট অধুনিক কবির এই স্বীকারোক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবি। বস্তুতঃ বাঙলাদেশের তৎকালীন সাহিত্যিক সমাজের মনের কথাটি উচ্চারিত হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র-আবীর' কাব্যের 'স্বাগত' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথায়—

'রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি।'

রবীন্দ্রযুগের কবি বা রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী কথাটি বাঙলাদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন সাহিত্য পাঠকদের মনে বিভীষিকার জন্ম দেয়। এই যুগের কাব্য সম্পর্কে অনীহা-ঔদাসীন্য ও অবহেলা একটা প্রথায় পর্যবসিত হইয়াছে। এইরূপ বদ্ধমূল ধারণার পিছনে যুক্তি ও বিচার অপেক্ষা অন্ধসংস্কার ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠীর সম্মিলিত সাধনা রবীন্দ্র অনুসরণে ও ব্যর্থতায়। নিত্য নব পরীক্ষায় ও সার্থকতায় বাঙলা কাব্যের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—আধুনিক কাব্যমন্ত্রের দিগ্বিজয়কে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছে—একথা স্বীকার করিতে হইবে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই যুগের কবি সমাজের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। এই নিবন্ধ রচনায় উক্ত আলোচনা পুস্তকখানির সহায়তা লইয়াছি।[১] কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্রপ্রভাবিতই নহেন—তিনি রবীন্দ্রভক্ত ও শিষ্য। রবীন্দ্র বন্দনামূলক একাধিক কবিতায় তাঁহার রবীন্দ্রানুগত্যের দিকটি প্রকটিত। রবিরশ্মির ব্যাপকতা ও সমারোহ সম্পর্কে প্যারীমোহন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখিয়াছেন—

গাহি তারি জয়গান, তারি জয় গাহে বঙ্গভূমি,
আলাপে আনন্দে দুঃখে সে যে আছে সর্ব্ব চিত্ত চুমি'।
লহ শ্রদ্ধা, লহ ভক্তি, লহ প্রীতি, লহ নমস্কার,
হে কবি, তোমারি জয়ে সুখহর্ষে হৃদয় দুর্ব্বার।[২] [রবীন্দ্রপ্রশস্তি]

বস্তুতঃ বাঙলা কবিতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিত্বই নহেন—রবীন্দ্রনাথ

---

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ (১৩৬৬)
২. জয়ন্তী উৎসর্গ (পৌষ, ১৩৩৮)

একটি বিশিষ্ট কাব্যপদ্ধতির প্রতীক, একটি নবীন কল্পনাভঙ্গির বিগ্রহ। ১৮৯০ হইতে ১৯৪০ অর্ধশতাব্দীকাল বাঙলা কাব্যপ্রবাহ রবীন্দ্রযুগ নামে চিহ্নিত। এই যুগে কবিমাত্রই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কবিমানসের জাগরণে প্রকৃতি ও জীবনের নবরূপান্তর ঘটিয়াছিল। 'জীবনস্মৃতিতে' সেই অনুভূতির অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কল্পনার অবাধ প্রসারে এবং আবশ্যকতার স্থূলভারকে মোচন করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চার মগ্নতায় সাহিত্যের যে জন্মান্তর ঘটিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই নতুনযুগের অধিনায়ক। রবীন্দ্রনাথের বিষয়গৌরবহীন ভাবময়তা, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যবিলাস, সর্বোপরি ছন্দের ধ্বনিতে পূর্ণ—অনুপম চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ—রমণীয় শ্রুতিমনোহর ভাষা—বাঙলা কাব্যসাহিত্যকে যৌব-শক্তিতে অভিষিক্ত করিয়াছিল। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন এই কাব্য-পদ্ধতির মুগ্ধ উপাসক। রবীন্দ্রনাথের সই সর্বগ্রাসী প্রতিভার কাছে তাঁহার অনুগামী কবি-শিষ্যরা নিঃসন্দেহে অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ প্রতিভাত হইবে। কবি প্যারীমোহন ব্যতিক্রম নহেন। তথাপি রবীন্দ্রানুগামী কবিসমাজে প্যারীমোহন নিছক প্রতিবিম্ব নন। সৎকবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপ। আবার কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। এই দুইয়েরই নিহিতার্থ প্যারীমোহনের কবিজীবনে ভাস্বর। তাঁহার কবিতাবলীতে রবীন্দ্রযুগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পরন্তু প্যারীমোহনের কাব্যে যে অন্তরঙ্গ সহৃদয় সুরটি অভ্রান্তভাবে বাজিয়াছে—তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। তাঁহার কবিতায় ভাবের আধিপত্য। দেশ-কাল-পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া নয়—অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার কবিমানসের অভিসার যাত্রা। বাঙলাদেশ, শ্যামল স্নিগ্ধপল্লী, বাঙলার নিসর্গ, দেশঐতিহ্য, প্রেম-ভালবাসা, পুরাণপ্রোক্ত কাহিনী-সমুজ্জ্বল ভারতীয় উপাখ্যান তাঁহার কবিতার প্রসঙ্গ। প্রকরণ রবীন্দ্র ঐতিহ্যানুগ। কবিত্বে প্যারীমোহনের প্রতিভা স্নিগ্ধ—তাহা প্রখর বা দীপ্ত নহে।

রবীন্দ্র-বলয়িত এই পর্বে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কাব্য ও ছড়ায় অন্ততঃ ১৩ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। সেগুলির আনুপূর্বিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে প্যারীমোহনের কবিচরিত্রধর্মী কাব্যগ্রন্থ 'অরুণিমা' ও 'কোজাগরী' প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি পুস্তকের দ্বারা তাঁহার কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, নীলক্ষেত, রমনা হইতে লিখিত মোহিতলাল মজুমদার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"একটা সুর খুব ভাল লাগল—সেটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত কবিপ্রাণের স্বচ্ছতা ও সরলতা। এমন সরলতা আজকের দিনে বড় একটা দেখিনে। প্রাণের অকৃত্রিম অথচ সহজ উচ্ছ্বাস অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কোনরূপ বক্রতা বা কুটিলতা কোনখানে নেই—এজন্য পাঠকের মনকে আঘাত করে না, অতি মৃদুভাবে স্পর্শ করে। এইটিই আপনার বৈশিষ্ট্য।"[১] 'কোজাগরী'-পাঠে মোহিতলালের এই পত্রখানির মধ্যে প্যারীমোহনের কবিধর্মের স্বকীয়তার দিকটি আভাষিত। কবিপ্রাণের স্বচ্ছতা-সরলতা ও অকৃত্রিমতা তাঁহার কবিত্বের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। প্যারীমোহন আমৃত্যু কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেকালের সাময়িক পত্রগুলিতে বিক্ষিপ্ত তাঁহার বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা আজও গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই।

---

১. প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্র (১৪।৭।১৯৩৩ খ্রী.)

তাঁহার কবিতাবলীতে রবীন্দ্রযুগের কাব্যশিল্পের অনবদ্য চারুতা সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরীও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কোন গূঢ়কাব্যমন্ত্র, দুরারোহ বা দিগন্তচারী ভাবকল্পনা তাঁহার কবিতায় অনুপস্থিত। সচেতনতায় ভরপুর রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের প্রথম হোতা মোহিতলালের মত তিনি নবযুগের দামামা বাজান নাই। তাঁহার সমকালে স্বাজাত্যসংস্কৃতির প্রতি সমগ্র দেশব্যাপ্ত করিয়া যে আগ্রহ সূচিত হইয়াছিল—অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম জন-গন-চিত্তে যে প্লাবন আনিয়াছিল—প্যারীমোহনের কবিতায় সেই স্বদেশপ্রেমের আগ্নেয় উত্তাপ অনুভব করা যায়। যদিচ কবি তাঁহার কাব্যমন্ত্র সম্পর্কে নিজেই বলিয়াছেন—"কাব্যরচনা কবির নিকট আনন্দবিলাস। কোজাগরী পূর্ণিমার অমল স্নিগ্ধ আলোক যেমন বিশ্বভুবনকে স্বপ্নসুখে বিভোর করিয়া করিয়া তুলে, কাব্যালোকের বিমল স্নিগ্ধজ্যোতি তেমনি কবিচিত্তকে আনন্দময় স্বপ্নের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কাব্যসৃষ্টি কবির নিকট স্বপ্নলোকে বিচরণ।"[১] আনন্দ ও স্বপ্নলোকে বিচরণ এই কবির কাব্যমন্ত্র হইলেও ঐতিহ্য, দেশলোক কবি একেবারে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই, কারণ ঐতিহ্যের সংগে একটা গোটা জাতির নিঃশব্দ জীবনচর্চা, আশা ও নিরাশার ইতিহাস জড়ানো। তাঁহার কবিতায় দেশ-জাতি ও নরবন্দনার স্তোত্র-গুলিতে যে অনুভূতি বিকীর্ণ হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্ততা তাহার প্রধান লক্ষণ। কয়েকটি নিদর্শন—

মর্ম্মদহে অশ্রুবহে—আজকে ভারত লাঞ্ছিত,
মুক্ত ভারত দৃপ্তভারত আজকে শাসক শঙ্কিত!
মুক্তি ব্যাকুল পরাণ আকুল এই ভরেতে তৃপ্ত নয়,
যায় সে ভেসে মুক্তদেশে লুপ্ত ভারত বক্ষময়। ['অতীত ভারত'—অরুণিমা]

এস তব সৌম্য শৌর্যে, দীপ্ত বীর্যে, উদ্দাম উল্লাসে
উড়ে যাক্, মুছে যাক্ ত্রাস, দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে;
তব তীব্র আঁখিতলে জন্ম হোক ভ্রূকুটি নয়ন,
নম্র হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নর্ত্তন। ['ছত্রপতি শিবাজী'
—কোজাগরী]

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্ বুদ্ধ তুমি যে শিবাজী তুমি;
তোমারে প্রসবি ধন্য হয়েছে পেষণ পীড়িত ভারতভূমি।
['গান্ধীবন্দনা'—কোজাগরী]

কারাগারজয়ী বন্ধনজয়ী পেষণ বিজয়ী বীর!
শৃঙ্খলজয়ী সিংহশাবক, দৃপ্ত, দান্ত, ধীর।
শোভনা বঙ্গ তোমার অঙ্গ রচেছে সুষমাধার;
কোমলাবঙ্গ চিত্ত তোমার রচেছে করুণাগার।
বাঙ্গলার কাল বৈশাখী তোমা দিয়াছে বজ্রহাস,
মধুর নাদিনী বঙ্গতটিনী দিয়াছে মধুর ভাষ। ['সুভাষ প্রশস্তি'—জয়সুভাষ]

১. কোজাগরী (১৩৪০), নিবেদন।

প্রেম-আনন্দ-ভালবাসার স্বপ্নলোকে বিচরণ প্যারীমোহনের কবিতার বৃহদংশের উপজীব্য। শান্ত-সৌন্দর্যের সন্ধানে তিনি ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লীজীবনকেই নির্ভর করিয়াছেন। প্যারীমোহনের প্রকৃতি-চেতনায় পল্লীপ্রকৃতিপ্রীতি সুগভীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁহার কবিতায় রূঢ় বাস্তবের অস্বীকৃতি। দুইটি বিশ্বমহাযুদ্ধের রুধির স্রোত, নৈরাশ্য, হতাশা এবং ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মার আত্মবিলাপ তাঁহার স্বস্তিময় আস্তিক্যের দুর্গে অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি এই বিপুল ভুবনের আনন্দ-আগারে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন—

কক্ষে কক্ষে এ বিশ্বের কত কলরব ;
আলোকের আঁধারের কত বিচিত্র বিভব
দোলাইছে প্রাণ,
গুপ্ত বিশ্বগান
শ্রবণের দ্বারে এসে হৃদে ডাক দেয়
আমারে মাতায়। ['বিশ্বমিলন'—অরুণিমা]

অনুজ্জ্বলতা ও কঠোরতা বিংশ শতকের জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনালব্ধ ফল। তথাপি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির মুগ্ধ আত্মরতি তাঁহার কবিতায় অনায়াসলভ্য। সে জন্যই তাঁহার কবিতায় জীবনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিবেশ হইতে পরিত্রাণ লাভের আকুতি গভীরভাবে বাজিয়াছে :

আর না আসা দুঃখশোকের ঘূর্ণিপাকে বিষম খেতে ;
আর না আসা কোলাহলের আঘাত নিতে বক্ষ পেতে ;
আর না আসা চোখের জলে করতে বরণ ভাগ্যরূঢ় ;
আর চাহিনা জানতে দুখের অন্তরেরি তত্ত্ব গূঢ়। [কোজাগরী]

স্বপ্নচারী রোমান্টিক কবি প্যারীমোহনের রূপতৃষ্ণায় বৈদগ্ধ্যের মানসলক্ষণ প্রস্ফুট নয়। তাহা ঐতিহ্যজর্জর ক্লান্ত রবীন্দ্র-পথিক কবির নিরাপদ প্রথানুগামিতায় নিঃশেষ—

রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা মোর ভেঙো নাকো
এই নেশাতেই নিবুক জীবন, এই স্বপনেই রাখো ঢাকো। [কোজাগরী]

পুরাতনের কঙ্কালে কাব্যশ্রী আবিষ্কার প্যারীমোহনের কবিপ্রতিভার স্মরণীয় দিক। এই সূত্রেই ভারত-সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ইতিহাসপ্রাণতা প্যারীমোহনের কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে। নিপুণ শব্দবিন্যাসে ও চতুর ভাস্কর্যকর্মে অতীত গৌরব-প্রতিমাকে তিনি জীবন্ত করিয়াছেন। তাঁহার 'রামায়ণ ও মহাভারত', কর্ণ, কৈকেয়ী, গৌতমের গৃহত্যাগ, নূরজাহান প্রভৃতি কবিতাবলী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এইরূপ কবিতায় তাঁহার নাট্যধর্মী সচেতনতা ও ব্যালাডের মনোহারিত্ব ও দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। প্যারীমোহনের কবিজীবনে জীবন-মৃত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ভাবনা তাঁহার রসচেতনাকে মথিত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বেদনা ও দুঃখও যেন রোমান্টিকতায় মণ্ডিত—

আমার বেদনা যার গর্ভে মধু দেওয়া ;
গরলে অমৃত রচে, কাঁটা ঘেরা কেয়া !
দৈন্য-দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল
অন্তরে সিঞ্চিয়া ঢালে নির্মল শান্তিজল। ['দুঃখানন্দ'—কোজাগরী]

রূঢ় বাস্তবজীবনে হতাশা-নৈরাশ্যপীড়িত কবি ঈশ্বর বিশ্বাসে বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তির প্রসাদলাভ করিয়াছেন।

হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারী,
নাও টেনে নাও, নাও গো বুকে ; সহিতে নারি পারি
এই ধরণীর কঠোর মরুর দুঃখ পেষণ কারা ;
ক্ষতের পরে দাও গো প্রলেপ, শান্তি সুধার ধারা।
সে শান্তি দাও, মৃত্যু যদি হয় গো তাহার রূপ,
তবুও তাকেই করব বরণ, সে মোর জীবনভূপ।
['অন্ধকারে'—কোজাগরী']

আত্মচেতনায় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল প্যারীমোহন তাঁহার স্বপ্নে-গড়া ভুবনে মৃত্যুর কঠোর সত্যকে অংগীকার করিয়া নশ্বর জীবনের দীর্ঘশ্বাসে হাহাকার করিয়াছেন—

এ সুন্দর ধরাখানি, এ সুন্দর নর,
প্রফুল্ল এ শিশুদল, পুষ্প মনোহর, —
কেউ নয়, কিছু নয়, কেহ'না আপন,
সবারে ছাড়িয়া যাব, সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন হবে, চূর্ণ হবে,—আমি নাই নাই,—
প্রীতি অনুভূতিহীন হব ধূলি ছাই। ['মরিতে হবে'—কোজাগরী]

প্যারীমোহন যে যুগের কবি, সেই যুগের অনিত্যতা বহুপূর্বেই সূচিত হইয়াছিল। পরিবর্তন ইতিহাসের ধর্ম—নিয়ত প্রবহমানকালের এক অমোঘ সত্য। প্যারীমোহনের জীবৎকালেই—নবযুগের উত্তরীয় উড়াইয়া অগ্নির অমৃতসত্তাজ্ঞানদাতা মোহিতলালের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পরিণত নজরুল, জীবনানন্দ দাস প্রমুখ কবিবৃন্দ বাঙ্‌লাকাব্যে পালাবদলের শংখনিনাদ করিলেন। অজানা সমুদ্রপথে আর পাড়ি দেওয়া হইল না। প্যারীমোহনও রবীন্দ্র-কাব্যকুঞ্জ হইতে বিদায় চাহিলেন—

প্রীতির শ্যাম রাখিয়া গেনু লয়ো গো লয়ো তুলি ;
বিদায় নিল পাগল কবি চপল লীলাভূমি। ['বিদায়'—কোজাগরী]

রবীন্দ্রযুগের বহু প্রতিনিধিস্থানীয় কবির মত প্যারীমোহনের নামও একই সংগে উচ্চারিত হইবার যোগ্য। তাঁহারা বাঙ্‌লাকাব্যে রূপ-সৌন্দর্যের যে স্বপ্নময় বর্ণাঢ্য জগৎ সৃজন করিয়াছেন তাহা বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যের এক প্রদীপ্ত অধ্যায়। আনন্দ কালজয়ী—ভালবাসা চিরন্তন। প্যারীমোহনের কাব্যপাঠের পরমাপ্রাপ্তি এই আনন্দ—এই ভালবাসা।

৪

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে তিনখানি অনুবাদ। তাঁহার অপর অনুবাদ-গ্রন্থ 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' এবং 'মহাত্মা গান্ধীর কারা কাহিনী'। বাঙ্‌লা সাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কাব্যানুবাদে প্যারীমোহনের যথেষ্ট সুনাম আছে। এককালে 'মেঘদূত,' ও 'ঋগেদের' অনুবাদকরূপে তাঁহার যশ ও খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 'মেঘদূতে'র

কবি—ইহাই ছিল তাঁহার পরিচিতি। সংস্কৃতের কাব্যানুবাদে প্যারীমোহনের দক্ষতা ও কৃতিত্বের দিকগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। কালিদাস সংস্কৃতসাহিত্যের অমর কবি। কল্পনার মহিমা, ভাষার ছটা, শিল্পের নৈপুণ্য, বাঁধুনির কারিগরীতে তাঁহার তুলনা নাই। মেঘদূত মহিমাময় ও রমণীয় কাব্য। এ পর্যন্ত মেঘদূতের প্রায় পঞ্চাশখানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন টীকার পাঠবৈলক্ষণ্য ও শ্লোক সংখ্যার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রচলিত মল্লিনাথের (চতুর্দশ শতক) সঞ্জীবনী টীকা। এই টীকায় ১২১টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরবাসী বল্লভদেব (দশম শতক) এবং দাক্ষিণাত্য-বাসী দক্ষিণাবর্তনাথ (দ্বাদশ শতক) মেঘদূতের দুই বিশিষ্ট টীকাকার। জৈনকবি জিনসেনের (৭৮৩ খৃঃ) মেঘদূতের টীকাও প্রসিদ্ধ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জার্মানপণ্ডিত E. Hultzsch মূলসহ বল্লভদেবের টীকা সম্পাদনা করিয়া লন্ডন হইতে প্রকাশ করেন। ইহাতে ১১১টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ত্রিবান্দ্রাম হইতে মূলসহ দক্ষিণাবর্তনাথের ১১০টি টীকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত টীকা প্রচারিত হইবার অনেক পূর্বে কেবলমাত্র শ্লোকের পাঠ বিচার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নাগরী হরফে মেঘদূতের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে ১১৫ টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে Horace Hayman Wilson কলিকাতা হইতে মেঘদূতকাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাই য়ুরোপীয় ভাষায় মেঘদূতের প্রথম অনুবাদ। ইহাতে ১১৬টি শ্লোক ছিল। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌লা ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বহুপূর্বে, সিংহলী ও তিব্বতী ভাষায় মেঘদূতের অনুবাদ হইয়াছিল। বাঙ্‌লা কাব্যছন্দে এ পর্যন্ত মেঘদূতের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

বাঙ্‌লাদেশে মেঘদূতের প্রচলিত পাঠকে প্যারীমোহন নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। মল্লিনাথের 'সঞ্জীবনী'-ধৃত পাঠই এদেশে বহুল প্রচলিত। প্যারীমোহন পাঠসংস্কার কার্যে প্রধানত বল্লভদেব ও জিনসেনধৃত পাঠকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার উপর মল্লিনাথধৃত পাঠগুলিও ব্যাখ্যা হইয়াছে। মেঘদূতের পাঠসংস্কার এবং অনুবাদের সৌকর্যসাধনে প্যারীমোহন ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের অকৃপণ সহায়তা পাইয়াছিলেন। এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঘদূতের অনুবাদ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের ধ্বনিরূপকে যথাযথ প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়। ধ্বনিগাম্ভীর্য ও যতিমন্থরতাই মন্দাক্রান্তার মর্মস্বরূপ। স্বরবৃত্ত ছন্দেও মন্দাক্রান্তার ছন্দসংগতি রক্ষিত হয় না। মাত্রাবৃত্তই মন্দাক্রান্তার উপযুক্ত বাহন। মেঘদূতের মুখবন্ধ 'কালিদাস ও মেঘদূত' শীর্ষক নিবন্ধটিতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙ্‌লা কবিতার ছন্দে সংস্কৃত কাব্যানুবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তঁাহার মতে কাব্যধ্বনিময় গদ্যছন্দ ব্যতীত সংকৃত কাব্যের গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সম্ভব নয়। দীর্ঘকাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে অর্থকে প্রাঞ্জল করা যাইতে পারে—কিন্তু ধ্বনিসঙ্গীত রক্ষা করা যায় না। অথচ সংকৃত কাব্যে ধ্বনি-সংগীত অর্থসংগীত অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নয়। মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আট-সাত-সাত-চার মাত্রার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবর্তনের কথাও বলিয়াছিলেন।[১] প্যারীমোহন মেঘদূতের অনুবাদকালে ত্রিসপ্ত-পঞ্চমাত্রিক ছন্দের আশ্রয় লইয়া ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মন্দাক্রান্তার গতিভঙ্গি ও ধ্বনিসঙ্গীত অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। প্যারীমোহনের পূর্বে এদেশে প্রচলিত মেঘদূতের অনুবাদগুলিতে অনুবাদকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সংযোজন ও সংকোচন করিয়াছেন। এইরূপ সংযোগ-বিয়োগে অনুবাদের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এক জিনিস নয়। এদেশে মেঘদূতের অনুবাদরূপে প্রচলিত কোন পুস্তকই আদর্শ অনুবাদ নয়। কবির বক্তব্যবিষয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ধন ও সংকোচন করাকে অনুবাদ বলা যায় না। এই দিক হইতে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত কালিদাসের মূল কথাকে সুন্দররূপে বাঙলায় ফুটাইয়াছেন। মূলের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে—অনুবাদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙলায় মেঘদূতের সমালোচক গদ্যানুবাদক ও ভাষ্যকারদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম চিরস্মরণীয়। তিনি বহুপূর্বে মেঘদূতের সমালোচনা করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্।[৩] প্যারীমোহন 'মেঘদূতে'র যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার দুই একটি শ্লোক পাঠ করা যাইতে পারে।

বেণীভূত প্রতনুসলিলাহসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥২৯, পূর্বমেঘ

সিন্ধুতটিনীর সলিলধারা যেন বেণীরসমক্রমে হ'য়েছে ক্ষীণ ;
তটের তরুহতে জীর্ণপাতা ঝরি হয়েছে দেহতার অতি মলিন।
তোমারি বিরহেতে মলিনা যে তটিনী, তুমিযে পতিতার ভাগ্যবান ;
বিপুল বরিষণে কৃশতা নাশি' তার করিও তারে তুমি কান্তিদান। ২৯, পূর্বমেঘ

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণ প্রেক্ষণী নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১, উত্তরমেঘ

সেথা সে কৃশতনু তরুণীহরিণাভা দশনগুলি যেন মুকুতা সার।
বিম্বাধরা যেবা মাঝাটি অতি ক্ষীণ, চকিত হরিণীর নয়ন যার
গভীর নাভি, তনু স্তনেতে কিছু নত, শ্রোণীরভারে ধীরে অলস যায়,
ধাতার গড়া যেন প্রথম যুবতী সে আমার প্রিয়তমা অতুলাভায় ॥ ২১, উত্তরমেঘ

তাঁহার মেঘদূতের শ্লোক সংখ্যা—১১৭। অনুবাদে মূলের ধ্বনি বজায় রাখিবার জন্য কবির প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। তিনি এক একটি শ্লোককে সুবিধা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের

১. রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ (পরিবর্ধিত সং, ১৯৬২)। প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র (১৩ মার্চ, ১৯৩১)

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মেঘদূত, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ও পৌষ ১২৯৩

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ,মেঘদূত ব্যাখ্যা—১৩০৯

আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ফলে অনুবাদ বিকলাঙ্গ হয় নাই। এই অনুবাদ সম্পর্কে ছন্দশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন "প্যারীবাবু প্রত্যেকটি শ্লোকের এই অনুবাদকেও চারিটি চরণেই সমাপ্ত করিয়াছেন। তাতে অনুবাদ ভাষ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠে নাই এবং কালিদাসের ভাবটি অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া চার চরণের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সংহত হওয়ায় মূলের মতই গাঢ়তা পাইয়াছে; আর অনুবাদক ও মূলের কথার সঙ্গে নিজের কথা যোগ করার অপ্রীতিকর দায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।"[১] ঢাকা, রমনায়, সুশীলকুমার দে-র বাসভবনে এক সাহিত্য-মজলিসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা প্যারীমোহনের মেঘদূতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই মজলিসে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্যারীমোহনের অনুবাদের সফলতা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন এই অনুবাদ মূল মন্দাক্রান্তার খুব কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে।[২] প্যারীমোহনের জীবৎকালেই মেঘদূতের দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। এই সংস্করণে অনুবাদের সংস্কার ও সৌকর্যসাধনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। প্যারীমোহনের 'মেঘদূত' সম্পর্কে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রগুলিতে বহু সমালোচনা নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পঞ্চপুষ্প' (বৈশাখ ১৩৩৮) এবং 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্যারীমোহনের মেঘদূতের মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। সুনীতিকুমারের সমালোচনার কিয়দংশ বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: "**Mr Sengupta's rendering on the whole is faithful, and reads smooth and clear in the Bengali : and frequently the words of the original are retained, giving some illusion of the original. I am inclined to think that this is quite a good translation in Bengali verse of the original—and un tempted to say that so far it seems to me to be the best.**"[৩]

৫

মেঘদূতের পূর্বেই প্যারীমোহনের 'বেদবাণী' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁহার অনুবাদশক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির আলোচনা, টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত। গ্রন্থের অন্তর্গত বেদসূক্ত সমূহের কাব্যানুবাদ প্যারীমোহনের। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্বে রচিত এই অপূর্ব গ্রন্থখানি বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিল। গ্রন্থখানি ঋগ্বেদ বিষয়ক। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়—বৈদিক সাহিত্যে তাহাই দেবতা। ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণ-অরণ্য-প্রস্তর-অশ্ব-শ্রদ্ধা-স্বপ্ন সকলেই বৈদিক দেবতা। 'বেদবাণী' গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষয়ে অন্ততঃ একটি সূক্ত অনূদিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একাধিক সূক্ত দেওয়া

১. প্রবোধচন্দ্র সেন। কালিদাস ও মেঘদূত (প্যারীমোহন-কৃত মেঘদূতের মুখবন্ধ রচনা) পৃ, ৩৩

২. প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র (তাং ১৮ এপ্রিল, ১৯৩১)

৩. Modern Review. August 1931

হইয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা ১০২৮টি। এই সূক্তসমূহের মধ্য হইতে প্যারীমোহন ৮৯টি সূক্ত নির্বাচন করিয়া কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। সূক্ত নির্বাচনে কবির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা প্রশংসার্হ। সৃষ্টিতত্ত্ব, অগ্নি, ওষধি, ইন্দ্র, নদী, অরণ্যানি, গো, অশ্ব, মায়া, মন্যু, মন, দুঃস্বপ্ন, স্বপাত্নি, দান, দক্ষিণা, দ্যূত, মৃত্যু, বিবাহ, পিতৃলোক, যম, প্রভৃতি বিষয়ক সূক্তের সংকলন এই গ্রন্থ। তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের কোন পুস্তক ছিল না বলিলেই চলে। সাধারণ পাঠক ঋগ্বেদ পাঠ করিয়া যে সকল বিষয় জানিতে চাহেন—এ গ্রন্থে তাহা বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ হইতে চাহেন না—সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বেদবাণী গ্রন্থে বিধৃত অনুবাদ—প্রাসঙ্গিক আলোচনা—টীকা, ভাষ্য পাঠ করিলে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ পাঠকের জিজ্ঞাসা ও পিপাসা চরিতার্থ হইবে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থখানির প্রবেশক অংশে ঋগ্বেদের কাল, ঋগ্বেদের ঋষি, সূক্তদেবতা, আর্যগণের আদিনিবাস, বৈদিক সমাজ-সভ্যতা প্রভৃতি দুরূহ ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলি সরল ও মনোগ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। দেববিবরণ, টীকা ও ভাষ্যসমূহে চারুচন্দ্রের মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎবিষয়ক প্রমাণপঞ্জী অনুসন্ধিৎসুগণের কাছে মূল্যবান। বৈদিক সাহিত্যের সূক্তগুলির অনুবাদে প্যারীমোহনের কবিত্বশক্তির সহিত বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার অনায়াস অধিকারের দিক্‌টি প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুবাদ মূলানুগ-স্বচ্ছন্দ ও সরল। সাবলীলতা প্যারীমোহনের অনুবাদের অন্যতম প্রসাদগুণ। এখানে প্যারীমোহনের সূক্ত অনুবাদের একটি আদর্শ উপস্থিত করা হইতেছে।

কোন সে দেবতা

[ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত
প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি]

ছিলেন স্বর্ণগর্ভ সেজন সৃষ্টি মূলে
সকল সৃষ্টভূতের অধিপ বিশ্বকুলে।
দ্যুলোক ভূলোক আপনার স্থানে স্থাপিল সবি
কোন্ দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি? ১॥
আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়—বিশ্বধেয়,
সকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়।
অমৃত মৃত্যু যাঁহার দুইটি ছায়াছবি
কোন সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি? ২॥
কম্প্রসজীব জঙ্গমাস্থির যেজন পতি
স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয় যে মহান অতি
যেজন পালেন দ্বিপদ চতুষ্পদ ও গবী
কোন সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি? ৩॥
দ্যুলোকে, ঊর্ধ্বে তুলিল, ধরায় করিল স্থির,
স্বর্গ আকাশ যেজন করিল স্তব্ধ ধীর
অন্তরীক্ষে দীপ্ত বিমান সম যে কবি
কোন সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি? ৫॥

ওহে প্রজাপতি বিশ্বের জাত বস্তু যত
তুমি ছাড়া কেবা ধরিবে, করিবে নিয়মগত ?
যে কামনা মোরা নিবেদি তোমায় এ হবি দিয়া
পূর্ণ কর তা, ধনপতি কর পুরায়ে হিয়া। ১০ ॥

প্যারীমোহনের কবি-প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যের আর একটি শাখাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের কথা বলিতেছি। শিশুদের হাতে তিনি তুলিয়া দিয়াছেন রাশি রাশি ছবি-ছড়া ও গল্প। শিশুসাহিত্যে তাঁহার দানের অজস্রতা উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁহার বিদ্যালয়পাঠ্য শিশুপাঠ পুস্তকগুলির কথা বাদ দিলেও শিশুসাহিত্য পর্যায়ের অনেকগুলি পুস্তকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই শ্রেণীর পুস্তকগুলির মধ্যে খাঁটি বাংলা তুলিতে —ছড়ার ভঙ্গিতে এবং সরল পদ্যে রচিত পুস্তকগুলি সবিশেষ প্রসংসার দাবী রাখে। William H. G. Kingstone-এর Adventure in Africa অবলম্বনে লিখিত 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' পুস্তকখানি কিশোর সাহিত্যের আনন্দভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। বাঘ সিংহের মুখে, অদ্ভুত জীবজন্তু, ভূতে-রাক্ষসে, শালিকের গঙ্গাযাত্রা, শেয়াল কবিরাজ, ভীষ্ম প্রভৃতি কিশোরপাঠ্য পুস্তকগুলি সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙিন গল্পে উদ্বেল শিশু হৃদয়ে অনুপম মায়াজাল এবং রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে। হালুমবুড়ো, ভূতের লড়াই, লক্ষ্মীছেলে, মজার পদ্য, কেবল মজা, বেড়ালের ছড়া, জয়হিন্দ অ. আ. ক. খ—ছড়াধর্মী এই পুস্তকগুলি বাঙলা শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাই থাকে তাহার চিত্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে অন্ধকার তারার মত নানাবর্ণের আকাশকুসুম ফুটিয়া থাকে—শিশুসাহিত্যিকের কাজ সেই দিগন্ত-বিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করা। প্যারীমোহন তাঁহার কবিদৃষ্টি ও স্বচ্ছন্দ লিখনশৈলীকে আশ্রয় করিয়া কল্পনাশক্তিকে উন্মেষিত করিয়া শিশুচিত্তের বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সৃষ্ট এই মায়াময় জগৎ বাঙলা শিশুসাহিত্যে কল্পনার বিদ্যুৎবিলাস স্ফুরিত করিয়াছে। এখানে উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনার অবকাশ কম। কেবলমাত্র ছড়াধর্মী সরল পদ্যগুলি হইতে দুই-এক ছত্র পাঠ করা যাইতে পারে।—

ঘুমোয় ঘুমোয়, লক্ষ্মী ঘুমোই এই।
লক্ষ্মী ছেলে কয় না কথা, কোন বালাই নেই।
নেইক বালাই, নেইক জ্বালাই, লক্ষ্মী ছেলেটি।
চিংড়ি মাছের ঝোল খেয়েছে আর খেয়েছে কি ?

[দুষ্টু ঘুমোয়/হালুম বুড়ো।]

* * *

গাছে পাতে নাহি সাড়্
গুঁড়ি মারে ঝোপ ঝাড়্
ধরা ভাবে নাহি-আর
ভরসা।

চারিদিক থম্ থম্
জলপড়ে ঝম্ ঝম্
ধরাখানি গম্ গম্
সরসা। [ঝুপ্ ঝুপ বরষা/হালুম বুড়ো]

সকাল বেলা ছাতের ওপর এসে করলেন—কা!
থুপুস করে পাঁচিলেতে নেমে বললেন—বা।
এধার ওধার ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে ট্যারা চোখ
দেখে নিলেন আছে কিনা গোল্‌মেলে কোন্ লোক।
[কল্‌কাতার কাক/লক্ষ্মীছেলে]

*   *   *

মোটেই তা নয় মোটেই তা নয়,
তোমরা হবে বড়;
তোমরা হবে শক্ত মানুষ
সকল কাজে দড়।

এমনি মজায় কাটবে না দিন;
এমনি হেসে নয়।

তোমরা হবে যুবক নারী
প্রবল শক্তিময়। [মানুষ হবে/কেবল মজা]

বাঙলার শিশু সাহিত্য বিষয়ে ইদানিং বিস্তর গবেষণা হইতেছে। নানা ধরনের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন এইরূপ শিশুসাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস বা গবেষণা পুস্তকে বহু কৃতবিদ্য লেখকের যথাযোগ্য স্থান নিরূপিত হয় নাই। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও আশা দেবীর মূল্যবান গ্রন্থ দুইখানির কথা মনে পড়িতেছে।[১] এই দুইখানি গ্রন্থের ইতিহাস আলোচনায় প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কোন উল্লেখ নাই। তৎসত্ত্বেও বাঙলা শিশুসাহিত্যে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের মায়াময় স্পর্শটি বিস্মৃতিযোগ্য নয়।

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য (২য় সং, ১৯৬৭)
আশা দেবী। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৩৬৮)

রবীন্দ্রযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিহিসাবে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের শক্তির অভাব ছিল না। রবীন্দ্রানুগামী বাংলাকাব্যের ধারাকে যাঁহারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে প্যারীমোহন তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু দীর্ঘায়ু না হওয়ায় তাঁহার সৃষ্টির পরিণত ফসল হইতে বঙ্গসাহিত্য বঞ্চিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত প্যারীমোহন প্রায় সারাজীবন জীবিকান্বেষণে সাময়িকপত্রে সাহিত্যের কর্মে এবং অধ্যাপনায় বহু সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। স্থায়ী সৃজনাত্মক সাহিত্যে তাঁহার অবদান তাঁহার প্রতিভার তুলনায় স্বল্পতর হইয়াছে। প্যারীমোহনের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে এতাবৎ কোথাও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ এই স্বল্পকাল মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কবিতা ও অন্যান্য রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্যারীমোহনের মত প্রায়-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের স্থান নির্দেশ সাহিত্য-ইতিহাসের দিক হইতেও প্রয়োজনীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১। প্রবোধচন্দ্র সেন।

২। কবিপুত্র অরুনাভ সেনগুপ্ত।

৩। দীপঙ্কর নন্দী

৪। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের স্বহস্ত লিখিত দিনলিপি (১৯১৬-১৯৪৭)। প্যারীমোহনকে লিখিত সমকালীন সাহিত্যিকবৃন্দের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং তাঁহার কিছু কিছু পুস্তক দেখিবার ও ব্যবহার করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন কবিপুত্র অরুণাভ সেনগুপ্ত।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তক-তালিকা

অচল ভট্টাচার্য ; ১০/১, হেম ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

১। অন্ধকারের জাহাজ—অচল ভট্টাচার্য

অজিতকুমার সেন ; ৩৯/১, জি. টি রোড (সাউথ), শিবপুর, হাওড়া

১। সঙ্গীততত্ত্বসার—অজিতকুমার সেন

অঞ্জন সেন ; ২৬৯, লেক রোড, কলি-২৯

১। গাঙ্গেয় পত্র ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলন, ফাল্গুন, ১৩৮৫

২। এসো আমার ঘরে—অমিতাভ গুপ্ত

অণিমা প্রকাশনী ; ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯

১। বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ—প্রবোধচন্দ্র সেন

২। সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠক—বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

৩। বাঙালির সাহিত্য—ভবতোষ দত্ত

৪। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন—বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

৫। সুকান্ত সমীক্ষা—হরনাথ পাল

৬। গোসানী মঙ্গল—নৃপেন্দ্রনাথ পাল, সং

৭। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা—প্রবোধচন্দ্র সেন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য ; সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাস, ২৩৮, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

১। হৃদয়ে গোলাপ—অনিলকুমার ভট্টাচার্য

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির ; ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

১। কাঁচপাতার রং—রেবন্ত গোস্বামী

২। পৃথিবীর কথা—শঙ্কর চক্রবর্তী

৩। তিলকের চ্যালেঞ্জ—অমিয় চক্রবর্তী

৪। পাখির পালক—আভা গঙ্গোপাধ্যায়

৫। লিফ্‌টবয়—অরুণ আইন

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ ; ১০-এ তেলিপাড়া রোড, কলি-২৫

১। মজার মজার হাসির গল্প—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

২। গোয়েন্দা হলেন আসামী— ঐ

অমিতা পালিত, সম্পাদিকা, নারী শিল্পনিকেতন ; ৩, শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭

১। রজতরশ্মি—অমিতা পালিত ও বাণী দাস, সং

অমূল্যরতন রায় ; ঠাকুর-বাংলা, পোঃ সৎসঙ্গ, এস্‌ পি. (বিহার)

১। মানুষ ভগবান অমূল্যরতন রায়

২। সংসার জীবন— ঐ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; শুকসারী প্রকাশক, ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

১। শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অরুণচন্দ্র মিত্র ; ৩, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলি-৪

১। Cultural heritage of India, Vol. I—III.

অরুণচাঁদ দত্ত ; ৩৯ ফিয়ার্স লেন, কলি-৭৩

১। রবীন্দ্রনাথের নবজাতক—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

২। অজানা দেশের ঘোড়সওয়ার—আ. আবমোভ

অরুণা চট্টোপাধ্যায় ; ৩সি, শিবশংকর মল্লিক লেন, কলি-৪

১। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

অলকেন্দুশেখর পত্রী ; পি ৪৯, ব্লক 'বি', লেক টাউন, কলি-৫৫

১। পূর্ণিমায়—অলকেন্দুশেখর পত্রী

২। ডালিকে ভ'রে— ঐ

অলোক রায় ; ১/৩, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলি-৪

১। Deathless Ditties—Atul Chandra Ghosh

২। অবরুদ্ধা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; অতুলচন্দ্র ঘোষ, অনু°

৩। বাঙ্গালা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। স্বর্ণ-স্মৃতি—মন্মথনাথ ঘোষ

৫। সেকালের লোক, ২য় সং—ঐ

৬। Memoirs of Kali Prassunno Singh—M. N. Ghosh

৭। মাতৃ-স্মৃতি—মন্মথনাথ ঘোষ

৮। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী—অলোক রায়, স°

৯। প্রসন্নরাঘব নাটক—জয়দেব প্রণীত

অশোক উপাধ্যায় ; ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৬

১। রবি-অনুরাগিণী—অমিতাভ চৌধুরী

২। শুভদিন—ইন্দ্রমিত্র

৩। মান্ধাতার বাবার আমল—যুবনাশ্ব

অশোক সেন ; 'বারোমাস' কার্যালয়, ৩৫ বি, গুরুপদ হালদার রোড, কলিকাতা-২৬

১। বারোমাস, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৮৫ (জুন, ১৯৭৮)

২। বারোমাস, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৫ (জুলাই, ১৯৭৮)

৩। বারোমাস, ৩রা আগস্ট, ১৯৭৮

৪। বারোমাস, শারদীয়া, ১৯৭৮

৫। বারোমাস, ৬ নভেম্বর, ১৯৭৮

৬। বারোমাস, ডিসেম্বর, ১৯৭৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৪/২, ভট্টাচার্য পাড়া লেন, সাত্রাগাছি, হাওড়া-৪

১। বাংলা ভাষার ইতিহাস—আনন্দমোহন বসু

২। জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী চৌধুরাণী

৩। বৈষ্ণব পদ-নৈবেদ্য—হরিপদ চক্রবর্তী ও শিবচন্দ্র লাহিড়ী
৪। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা—জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। মনের ফসল—বিভূতিভূষণ ঘোষ
৬। সাহিত্য-ভাবনা—নারায়ণ চৌধুরী
৭। শতাব্দীর আলোকে শরৎচন্দ্র—শিশিরকুমার মাইতি
৮। পত্র-কাব্য ঃ পূর্ব খণ্ড—পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস
৯। পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সং
১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১৯৭৭-৭৮

আদিত্য প্রকাশালয়, হরিপদ বিশ্বাস, ২৮।১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রোড, কলি-৯
১। রবীন্দ্র স্মৃতিকথা—সুবোধ চক্রবর্তী
২। বাংলার কবি জীবনানন্দ—সুজিত নাগ
৩। চারণকবি মুকুন্দদাস—সুবোধ চক্রবর্তী
৪। বীর নায়ক বিবেকানন্দ—সুজিত নাগ
৫। বাংলার বাউল লালন ফকির—সুবোধ চক্রবর্তী

আবদুস সামাদ, অধ্যাপক টি. ডি. বি. কলেজ, রাণীগঞ্জ, পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্ধমান
বুকের ভিতরে অন্য কেউ—আবদুস সামাদ

আয়তি ঃ সম্পাদক ; ৫৪ চণ্ডীতলা ব্রাঞ্চ রোড, কলিকাতা-৫৩
১। আয়তি ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৫
২। ঐ ঃ ১ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১৩৮৫

আশুতোষ ভট্টাচার্য ; ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৩৪
১। সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া—আশুতোষ ভট্টাচার্য
২। বাংলার লোকনৃত্য, ১ম খণ্ড—ছৌ ঐ

ইন্দ্রনাথ মজুমদার ; সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
১। সমান্তরাল—সান্ত্বনা মজুমদার
২। বিআংকার রাজা—তরু দত্ত
৩। গল্প সংগ্রহ—কমলকুমার মজুমদার
৪। রাজকুমার—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
৫। বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া (২ কপি)—দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। দেশদ্রোহী—অসীম রায়
৭। দানসা ফকির (২ কপি)—কমলকুমার মজুমদার
৮। প্রাচীন শিল্প পরিচয় (২ কপি)—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
৯। বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ; নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি
১। রাজবংশী প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালী—উপেন্দ্রনাথ বর্মণ

ঋতীশ চক্রবর্তী ; ১৬৬, বিধান পার্ক, বরানগর, সিঁথি, কলি-৫০
১। 'রা' পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ শারদ সংখ্যা, ১৩৮৫

২। 'রা' পত্রিকা ঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং ; ১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০০৭৩

১। আঙ্কল টমস্ কেবিন—হ্যারিয়েট বিচার স্টো, হরতোষ চক্রবর্তী, অনু°

২। ছোটদের বিষাদ সিন্ধু—মীর মশারফ হোসেন

৩। শেক্সপীয়রের গল্প—গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, অনু°

৪। নানাদেশের রূপকথা—মনোরম গুহঠাকুরতা

৫। ছেলেদের রামায়ণ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৬। টম ব্রাউনস্ স্কুল ডেজ—অনিলেন্দু চক্রবর্তী, অনু°

৭। রবিনসন ক্রুসো—অশোক গুহ, অনু°

৮। সুকুমার রায়ের মজার গল্প

৯। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—ধীরেন্দ্র দেবনাথ

১০। অ্যাডভেঞ্চার অর লে ভেরী—বিশু মুখোপাধ্যায়, অনু°

এম. ডি. ইউনুস আলি, সাহাপুর, দর্জীপাড়া, পোঃ বাহারাল, মালদহ

১। স্বপ্ন ঝরে—এম ডি. ইউনুস আলি

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। উইংসএর আড়ালে—দেবনারায়ণ গুপ্ত

কল্যাণ ব্রহ্মচারী ; ৬বি, রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৫

১। ভারতপথিক রামমোহন ও রাধানগর কল্যাণ-ব্রহ্মচারী।

কুমারেশ ঘোষ ; ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪

১। মনের কথা অনেক কথা—রাইচরণ দাস

২। যষ্টিমধু ঃ ব্যঙ্গ পত্রিকা পরিচিতি—কুমারেশ ঘোষ, স°

৩। রস সাহিত্যিক পরিচিতি—কুমারেশ ঘোষ, স°

৪। যষ্টিমধু, বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৮৪—কুমারেশ ঘোষ, স°

৫। চিন্তন—কুমারেশ ঘোষ

৬। যষ্টিমধু ; ভারতীয় রঙ্গ ব্যঙ্গ গল্প সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৮৫—কুমারেশ ঘোষ, স°

কুসুমকুমারী দাস ; পানবাজার, গৌহাটি ১, আসাম

১। ভক্তের শ্রুতি—কুসুমকুমারী দাস

খনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৬৭ বি, গোরক্ষবাসী রোড, কলি-২৮

১। কল্যাণীয়াসু (২ কপি)—খনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২। দীপশিখা (২ কপি) — ঐ

গীতা গোস্বামী ; ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

১। উপনিষদের বাণী—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

গণেশ লালওয়ানী ; জৈন ভবন, পি ২৫, কালাকার স্ট্রীট, কলি-৭

১। Jain Journal, Vol. xii, No. 1-4 ; 1977-78

২। শ্রমণ, ৫ম বর্ষ, ১ম-১২শ সংখ্যা ; ১৩৮৪

৩। তিত্থয়র—মে-এপ্রিল, ১৬৭৭-৭৯

গ্রন্থনিলয় ; ৫৯।১।বি, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

১। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি—ক্ষেত্র গুপ্ত

গ্রন্থমেলা ; এ-১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

১। ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র ঃ ১ম—সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, সং

২। ঐ, ২য় ঐ

৩। যোগেশচন্দ্র বসু রচনাবলী ঃ ১ম—নির্মল দাশ, সং

চাঁদ সুলতানা ; c/o রেণু দাস, ২২, তারক দত্ত লেন, কলি-১৭

১। কখনো রৌদ্র কখনো মেঘ—চাঁদ সুলতানা

চারুশীলা সেন ; ৩৭, গৌরবাড়ী লেন, কলি-৪

১। শুকতারা ; কার্তিক ১৩৮৪—আষাঢ় ১৩৮৫

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৬ই/২, আফতাব মস্ক লেন, কলি-২৭

১। অমিয় রায়চৌধুরীর গল্প

২। Acupuncture Anaesthesia

৩। সিদ্ধার্থ—হেরমান হেসে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°

৪। ভিক্টোরিয়া—ক্নুট হামসুন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°

৫। স্থানাঙ্ক নির্ণয়—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

জগদীশ ভট্টাচার্য ; ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৬

১। বন্দে মাতরম্—জগদীশ ভট্টাচার্য

জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ; ৭, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলি-২

১। চারদিক চারদিগন্ত—গোপাল ভৌমিক, ইত্যাদি

জয়ন্ত ভট্টাচার্য ; ৩এ, শিবশংকর মল্লিক লেন, কলি-৪

১। সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—৩য় ভাগ (বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ)

জিজ্ঞাসা ; ১এ, কলেজ রো, কলি-৯

১। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়—খনা মুখোপাধ্যায়

২। বৈদিক ঐতিহ্যে সামগান—রাজ্যেশ্বর মিত্র

৩। বাংলা ছন্দ সমীক্ষা—প্রবোধচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (গবেষণা পরিষদ ঃ বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৪। নবীনচন্দ্র ঃ সাহিত্য ও সাধনা—শান্তি চট্টোপাধ্যায়

৫। রামায়ণ ও মহাভারত ঃ নবসমীক্ষা—মনোনীত সেন

৬। আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র—মণি বাগচী

৭। মধ্যযুগের সন্ত কবি—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৮। বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—অতুল সুর

৯। অর্থনীতির পথে—ভবতোষ দত্ত

১০। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর—রাধারমণ মিত্র

১১। ভারতে মূলধনের বাজার—অতুল সুর

১২। স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা—রাজ্যেশ্বর মিত্র

জীবন মুখোপাধ্যায় ; বিদ্যাসাগর কলেজ, কলি-৬

১। নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম— জীবন মুখোপাধ্যায়

২। শতবর্ষ স্মরণিকা, বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২-১৯৭২

টীকেন্দ্রজিৎ ঘোষ ; নবাংকুর প্রকাশনী, মালঞ্চ ; ঘোষ পাড়া, বালী, হাওড়া

১। সোনার রং লাল—টীকেন্দ্রজিৎ ঘোষ

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ; পি-২, লেক রোড, কলি-২৯

১। কবিগুরু ও নটরাজ শিশিরকুমার— অমল মিত্র

তপন চক্রবর্তী ; আই/২৪ এ, বাঘাযতীন পল্লী, কলি-৪৭

১। লোক লৌকিক, (ত্রৈমাসিক) ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৪ ২ কপি

তাপস আদিত্য ; ৯/ই, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলি-৬

১। কণ্ঠসঙ্গীত ঃ ১ম খণ্ড—তাপস আদিত্য

২। ঐ ঃ ২য় খণ্ড ঐ

তুলি-কলম ; ১, কলেজ রো, কলি-৯

১। বর্গী এলো বাংলায়—চৌধুরী তোফাজ্জল হোসেন

২। কালরাত্রি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবাকর চক্রবর্তী ; পোঃ কুনুরী, বীরভূম

১। বীরভূমি ঃ হরেকৃষ্ণ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৮৫

দিলীপকুমার দে ; ২৬, ওমদা রাজা লেন, কলি-১৫

১। Brecht ঃ auf der Biipne—Von Carl Niessen

দিলীপ সরেন ; পি৬, হাউসিং এস্টেট, বালিটিকুরী, হাওড়া

১। সাওতাল শব্দ পরিচয়—দিলীপ সরেন

দীপেন রাহা ; ৩১, হরিনাথ দে রোড, কলি-৯

১। নূপুর—দীপেন রাহা

দেবকুমার বসু ; 'বিশ্বজ্ঞান', ৯/৩, টেমার লেন, কলি-৯

১। নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু—জগন্নাথ ঘোষ

২। পটভূমি—প্রলয় সেন

৩। নিমজ্জিত ধ্বনির মাস্তুলে—রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

৪। লৌকিক বৃত্তের ভিতরে—রমানাথ ভট্টাচার্য

৫। তৃষ্ণায় সমর্পিত শব্দ—প্রদীপ রায়চৌধুরী

৬। Bloods and Tears of Bangladesh—I. Jagannath Rao

৭। বার্লিনের মধ্যরাত্রি, কলকাতায় ভোর—কুশল মিত্র

৮। অতিথি বিদায়—পার্থ ভট্টাচার্য

৯। মানবদৃষ্টি—চারুবাক

১০। অবনী বনাম শান্তনু—উদয়ন ঘোষ

১১। বিপরীত পরিণয়— অতুলানন্দ চক্রবর্তী

১২। জয়নগর ইনস্টিটিউশন : শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৭৮-১৯৭৮)

১৩। Souvenir : 1979—Association of Company Secretaries, Executives & Advisers.

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪১-এ, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬

১। ঈসকাইলাস্ : শেলি—প্রমিথিউস—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গ— ঐ

ধীরাজ বসু ; ১৮/এ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলি-৬

১। স্বামী ধ্যানানন্দ—কমলকুমার সিংহ

২। পুজাঞ্জলি—ব্রহ্মচারী বীরেন্দ্র

৩। শ্রীনামভাগবতম্, ১ম—পূর্ণেন্দুমোহন বসু

৪। ঐ : ২য়— ঐ

৫। পত্রালি—অতুল্য ঘোষ

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ—রামদুলাল বসু

৭। জীবন প্রদীপ—স্বামী অদ্বৈতানন্দ

৮। মাতৃপূজা—সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ

৯। চিত্রে সমাজ—হৃষীকেশ ঘোষ

১০। Characteristics and limitations of transistors—Richard D. Thornton, David Dewitt, Paul E. Gray and E. R. Chenette

১১। Digital transistor circuits—J. N. Harris, P. E. Gray and C. L. Searle

১২। Elementary circuit properties of transistors—C. H. Searle, A. R. Boothroyd, Angelo, E. J. Gray

১৩। Multistage transistor circuits—Rechard D. Thornton and others.

১৪। Physical electronics and circuit models of transistors—P. E. Gray & others

১৫। Operational amplifiers—Arpad Barna

১৬। Solid-state electronics—Frank P. Tedeschi, Margaret R. Taber.

১৭। Circuit concepts : direct and alternating current—Thomas S. Kubala

১৮। AC circuit analysis—Noble L. Lockhart & Ora E. Rice

১৯। Electric circuit theory—J. M. Irison

২০। Handbook of semicoductor electronics—Lloyed P. Hunter

২১। Computer analysis of circuits—David J. Comer

২২। Electronic circuit theory : devices, models, and circuits—J. Mason

২৩ । Computers : introduction to computers and applied computing concepts—charles H. Davidson & Eldo C. koenig.

২৪ । Engineering manual—John H. perry, Robert H. perry.

২৫ । 104 Easy transistor projects you can build—Bob Brown

২৬ । An introduction to electromagnetic field—R. L. Ferrari

২৭ । What color is your parachute ? : practical manual for job-hunters & carréer-changers.

২৮ । Realities of space travel—L. J. carter, *ed.*

২৯ । Handbook of noise assessment—Daryl N. May, *ed.*

৩০ । Basic electronics for engineers and scientists—Russell E. Lueg.

৩১ । Electric networks—Hugh Hildreth Skilling

৩২ । Nuclear heat transport—M. M. El-Wakil

৩৩ । Electronic engineering, 2nd ed—Charles L. Alley & Kenneth W. Atwood

৩৪ । Games of strategy : theory and applecations—Melvin Dresher

৩৫ । The marathon : physiological, medical, epidemiological and psychological studies (Annals of the new York academy of sciences—vol. 301

৩৬ । Electrical properties of biological polymers, water and membranes (Annals of the New York academy of sciences—Vol. 303)—Shiro Takashima and Harvey M. Fishman, *eds.*

৩৭ । Short wavelength miscroscopy (Annals of the New York academy of sciences—Vol. 306)—Donald F. Parsons, *ed.*

৩৮ । Eighth texas symposium on relativistic astrophysics (Annals of the New York academy of sciences—Vol. 302)—Michael D. Papagi- annis, *ed.*

৩৯ । Evolution and lateralization of the brain—Stuart J. Diamond and David A. Blizard, *eds.*

৪০ । Electronic iuformation processing : Physical principles and materials technology—William V. Smith

৪১ । Introduction to elctronic systems, circuits, and devices—Donald O. Pederson, Jack J. Studer and John R. Whinnery

৪২ । Principles of electrical engineering —John D'Azzo and Constantine H. Houpis.

নির্মলকুমার খাঁ ; 'শতরূপা', ১৪, মাকড়দহ রোড, হাওড়া-১

১। শতরূপা, ১ম বর্ষ, ১৩৬৯-৭০
২। ঐ ২য় ১৩৭০-৭১
৩। ঐ ৩য় ১৩৭১-৭২
৪। ঐ ৪র্থ ১৩৭২-৭৩
৫। ঐ ৫ম ১৩৭৩-৭৪
৬। ঐ ৬ষ্ঠ ১৩৭৪-৭৫
৭। ঐ ৭ম ১৩৭৫-৭৬
৮। ঐ ৮ম ১৩৭৬-৭৭
৯। লুকানো প্রাণের প্রেম—নির্মলকুমার খাঁ ও বীণা চট্টোপাধ্যায়, সং
১০। শরৎচন্দ্রের জীবন-আলেখ্য—নির্মলকুমার খাঁ

নীলাচল সরস্বতী, শাখা-বীরভুম, পোঃ বীরভুম, পুরী (ওড়িশা)

১। শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের নীলাচল বাণী—দুর্গাচরণ মহান্তি

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ; ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। মুক্তিতীর্থ আন্দামান—গণেশ ঘোষ
২। কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—মুজফ্ফর আহমেদ
৩। ফাঁসীর মঞ্চ থেকে—জুলিয়াস
৪। প্রবন্ধ সংকলন—হরেকৃষ্ণ কোঙার
৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস
৬। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০-২৯)
—মুজফ্ফর আহমেদ
৭। ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ—সুকুমার মিত্র
৮। উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁথিপত্র ; ৯, এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলি-৯

১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়

পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ; ৫, বিধান সরণী, কলি-৬

১। পত্রকাব্য—পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস

প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী ; ৪৬/৫/ডি, বালীগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯

১। Reminiscences of Marx and Engels.
২। The General Council of First International 1864-66
৩। ,, 1866-1868
৪। ,, 1868-1870
৫। ,, 1870-1871
৬। ,, 1871-1872
৭। The Greek experience—C. M. Bowra.
৮। Myths & legends of ancient Egypt—Lewis Spence

৯। Theories of Surplus value : pt. I—Karl Marx
১০। Capital—Vol. I —Karl Marx
১১। ,, Vol. II ,,
১২। ,, Vol. III ,,
১৩। Correspondence—Vol. I—Engels
১৪। ,, Vol. II ,,
১৫। ,, Vol. III ,,
১৬। The Poverty of Philosophy—Karl Marx
১৭। Marx Engels : Selected Correspondence
১৮। The golden bough—Sir James George Frazer
১৯। The CPSU stages of history
২০। India's China war—Nevicle Maxwell
২১। A Philosophy for Nefa—Varrier Slwin
২২। Naked Nagas—Christoph Von Furer Haimendort

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ; ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
১। ভারত ভ্রমণ —রামপদ মুখোপাধ্যায়
২। দুর্গম গিরি চাম্বা—শচীশ মুখোপাধ্যায়
৩। কেওনঝরের বাঘ—পৃথিব্রাজ সেন
৪। ভূতুড়ে গল্প—প্রলয় সেন

প্রবোধকুমার ঘোষ ; ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৫
১। Prophet of Indian nationalism—Karan Singh
২। Private letters of the Marquess of Dalhousie
—J. G. A. Baird, *ed.*

প্রভা রায় ঃ আনন্দলোক, ডি-২, ভি. আই. পি. রোড, কলি-৫৪
১। বর্ণালী (২ কপি)—প্রভা রায়

প্রভাতকুমার গোস্বামী ; ১১ এ, তিলজলা রোড, কলি-৪৬
১। দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক—প্রভাতকুমার গোস্বামী

প্রশান্ত রায় ; ২৮বি, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১। রং নাম্বার—প্রশান্ত রায়

ফকিরচন্দ্র রায় ; দৃষ্টি কার্যালয়, বড়বাজার, বর্ধমান
১। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় ঃ ১ম খণ্ড—ফকিরচন্দ্র রায়

বনমালি ভট্টাচার্য ; ডি ৩২ ৮ , এয়র বটতলা, বারাণসী, ইউ. পি.
১। শিবরাত্রি ব্রত পদ্ধতি—বনমালি ভট্টাচার্য

বন্দিরাম চক্রবর্তী ; সহ-সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-৬
১। চারণকবি মুকুন্দদাস—সুবোধ চক্রবর্তী
২। অন্য রূপ রূপান্তর—নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য (গোবিন্দ ভট্টাচার্য) ; বোসপুকুর, রাজপুর, ২৪ পরগনা
১। বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ও নামান্তর—বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য

বাবুলাল যোশী ; ১৩ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৬

১। Personal Salesmanship—Laxmandas Bhatia

বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির ; ৭বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১। শরৎ সম্পুট—রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, স°

২। শরৎ তর্পণ—সুকুমার দাস, স°

৩। বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, স°

৪। বঙ্গদর্শন ঃ নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ—রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, স°

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; ৭৯/বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

১। ভবঘুরে অন্যান্য—সৈয়দ মুজতবা আলী

২। শবনম — ঐ

৩। দ্বন্দ্বমধুর — ঐ ও রঞ্জন

৪। শহর-ইয়ার — ঐ

৫। অবিশ্বাস্য — ঐ

৬। কত না অশ্রুজল — ঐ

৭। মুসাফির — ঐ

৮। হিটলার — ঐ

৯। তুলনাহীনা — ঐ

১০। ধূপছায়া — ঐ

১১। এক মুঠো মাটি — শ্রীবাসব

১২। দুয়ে পক্ষ — ঐ

১৩। গোমতী গঙ্গা — ঐ

১৪। নাজমা বেগম — ঐ

১৫। আকাশ মন্দাকিনী ঐ

১৬। দেওয়ান বাড়ি — ঐ

১৭। গল্প সংগ্রহ (২য় খণ্ড)—সুনীল গঙ্গো

১৮। অন্য দেশের কবিতা — ঐ

১৯। মন ভালো নেই ঐ

২০। জনসাধারণের রুচি—বিষ্ণু দে

২১। অনিষ্ট — ঐ

২২। সেই অন্ধকার চাই — ঐ

২৩। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ ঐ

২৪। ঈশাবাস্য দিবানিশা — ঐ

২৫। পৃথিবী আমার, পৃথা—মণীন্দ্র রায়

২৬। আমিই কচ, আমিই দেবযানী—পূর্ণেন্দু পত্রী

২৭। পাতা ও পাখিদের আলোচনা—তারাপদ রায়

২৮। পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ—সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনু°

২৯। পদাতিক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৩০। এই ভাই ঐ
৩১। চিরকুট ঐ
৩২। হাংরাস ঐ
৩৩। সুন্দর এখানে একা নয়—শক্তি চট্টোপাধ্যায়
৩৪। ওমর খৈয়ামের রুবাই ঐ অনু°
৩৫। এই আমি, যে পাথরে ঐ
৩৬। কালিদাসের মেঘদূত — ঐ অনু°
৩৭। জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল—সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
৩৮। প্রেম পদাবলী—অরূপ গোস্বামী, সংকলন, গ্রন্থনা ও ভাষ্য
৩৯। ত্রিধারা—সমরেশ বসু
৪০। কবিতার বদলে কবিতা—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪১। সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা—অনন্ত সিংহ
৪২। মহাভারতম্ঃ ১ম খণ্ড, আদিপর্ব্ব—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, স°
৪৩। ঐ ২য় খণ্ড, আদিপর্ব্ব ঐ
৪৪। ঐ ৩য় খণ্ড, ,, ঐ
৪৫। ঐ ৪র্থ খণ্ড, ,, ঐ
৪৬। ঐ ৫ম খণ্ড, ,, ঐ
৪৭। ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড, বনপর্ব্ব ঐ
৪৮। ঐ ৭ম খণ্ড, ,, ঐ
৪৯। ঐ ৮ম খণ্ড, ,, ঐ
৫০। ঐ ৯ম খণ্ড ,, ঐ
৫১। ঐ ১০ম খণ্ড ,, ঐ
৫২। ঐ ১১শ খণ্ড ,, ঐ

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; উপগ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম
১। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার—বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বুলবুল চক্রবর্তী; c/o পত্রলেখা, ৮৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি-৫৪
১। সে এক অদ্ভুত দ্বীপ—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
২। অশরীরী—কার্তিক মজুমদার
৩। অদ্বিতীয় শিব্রাম—শিবরাম চক্রবর্তী

ব্রজভুষণ চক্রবর্তী; ৩৩ কিউ, সুরেন সরকার রোড, কলি-১০
১। দামবন্ধন লীলা ও শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ—ব্রজভুষণ চক্রবর্তী
২। শ্রীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীতি—ব্রজভুষণ চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)

ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১১৩, মনোহর দাস চক, বড়বাজার, কলি-৭
১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড
২। ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড

৩। Complete works of Swami Vivekananda, Vol. ii

৪। ঐ—Vol. viii

৫। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্কশেখর বাগচী, স°

ভারতী পরিষদ ; ৬, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা

১। মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ স্মারক গ্রন্থ

ভুপেশচন্দ্র লাহিড়ী ; ১৮ ১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলি-৬

১। European population transfers 1939-45—Joseph B. Schechtman

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ; ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—৭৩

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। চর্যাগীতিকোষ—সৌমেন্দ্রনাথ সরকার

৩। রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা—গৌরময় মান্না

৪। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ঃ মৈত্রি চৌধুরী

৫। তারাশঙ্কর ঃ দেশ-কাল-সাহিত্য—উজ্জ্বল মজুমদার,স°

৬। প্রমথ চৌধুরী—জীবেন্দ্র সিংহরায়

৭। পুরাণ পরিচয়—অশোক চট্টোপাধ্যায়

৮। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার (২য় প্রকাশ)—ভূদেব চৌধুরী

৯। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব—বানীগোপাল সান্যাল

১০। নীলদর্পণ (৬ষ্ঠ সং)—বানীগোপাল সান্যাল, স°

১১। ছোটদের বিশ্বকোষ ঃ ১ম খণ্ড (২য় সং) ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, স

১২। ঐ ৩য় খণ্ড ঐ

১৩। ঐ ৪র্থ খণ্ড ঐ

১৪। ঐ ৫ম খণ্ড ঐ

১৫। বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ১ম খণ্ড, ৩য় সং—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬। ঐ ২য় খণ্ড, ২য় সং ঐ

১৭। ঐ ৩য় খণ্ড " ঐ

১৮। ঐ ৪র্থ খণ্ড " ঐ

মণীন্দ্রলাল মুখার্জী ; শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির, ৫১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি—৯

১। সেনী রাগমালা—ওস্তাদ শওকত আলি খান

২। সেনী গীতিমালা, ১ম ঐ

৩। ঐ ২য় ঐ

৪। ঐ ৩য় ঐ

৫। ঐ ৪র্থ ঐ

৬। ঐ ৫ম ঐ

৭। সেনী সেতারশিক্ষা, ১ম ঐ

৮। সেনী সেতারশিক্ষা ২য়—ওস্তাদ শওকত আলি খান

৯। Mass defined (mss) : works of late Kanyelal Mukherjee Published in the Bengal Magazine, August, 1972.

১০। The foundation of nation progress—J. N. Gupta

মণীন্দ্র রায় (অনুজ) ; "চন্দ্রতপা" বিষ্ণুপুর স্কুল রোড, গৌহাটী, আসাম

১। পূর্বভারতী—২য় সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ১৩৮৫

মণ্ডল বুক হাউস ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। হেলেন, প্রিয়ের হেলেন—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

২। নদীর নাম মহানদী—বাসুদেব বসু

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ; দি ঘাটশীলা কোং, ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলি-৯

১। মানসতীর্থ—সুশীলচন্দ্র বসু

মিহির ভট্টাচার্য ; ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৬

১। রবীন্দ্র কবিতা শতক, ১ম—জগদীশ ভট্টাচার্য

১। একটি আলোর পাখি ঐ

৩। প্রেমকে মৃত্যুকে ঐ

৪। লোকায়ত ঐ

৫। বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ—অশোকবিজয় রাহা

৬। মীনাক্ষ সোপান—গীতা চট্টোপাধ্যায়

৭। গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা—ঐ

৮। সপ্তদিবানিশি কলকাতা—ঐ

৯। লৌকিক অলৌকিক—উত্তমকুমার দাশ

১০। বাংলা সাহিত্যে সনেট—ঐ

১১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য—শিপ্রা লাহিড়ী

১২। কাব্য সংকলন—বৈজয়ন্তী ভট্টাচার্য

১৩। নিজের ছায়ার বাইরে—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪। পুনর্বসু—পরমানন্দ সরস্বতী

১৫। পুষ্পিত ইমেজ—অমিয় চক্রবর্তী

মৃত্যুঞ্জয় সেন ; মহাদিগন্ত মুদ্রণী, বারুইপুর, ২৪ পরগনা

১। ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর—মৃত্যুঞ্জয় সেন

রথীন্দ্রনাথ সেন ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল কমিটি, পি ৩০এ, নিউ সি, আই, টি. রোড, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা

১। Desbandhu Chittaranjan Das Memorial Volume, 1976

২। " 1977

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯, পি. সি. ঘোষ রোড, কলি-৪৮

১। কবিমানস—বারীন্দ্র বসু

২। মানব সমাজ—মিথাইল নোস্ত্রুর্ধ

৩। আজকের নাটক নাটক নয়—বিপ্লব চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পি ১৩২, সি. আই. টি. রোড, কলি-৫৪

১। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ; কল্যাণ কুটির, পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

১। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ঃ পাবনা থেকে বৈদ্যনাথধাম—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ; ৬৭, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলি-৬

২। কবিতাবলী—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় ; কীর্ণাহার, বীরভূম

১। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা -রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, সং

শঙ্কর রুদ্র ;

১। নানা রঙের দিনগুলি—শঙ্কর রুদ্র

শঙ্করপ্রসাদ দত্ত ; ৩৯, ফিয়ার্স লেন, কলি-৭৩

১। তারাশঙ্করের পাঠ—অরুণচাঁদ দত্ত

শম্ভু রক্ষিত ; ১১, ঠাকুরদাস দত্ত, ১ম লেন, হাওড়া-১

১। বিদ্রোহ জন্ম নেয় -শম্ভু রক্ষিত, সং

শশাংকশেখর ভট্টাচার্য ; শ্রীমন্তপুর, বিরাটি, কলি-৫১

১। আমার একটি মন আছে -শশাংকশেখর ভট্টাচার্য

শান্তিলতা রায় ; ৮।৬।১, আলীপুর রোড, আলীপুর এস্টেট,

ফ্ল্যাট-২৯ (৭ম তল), কলি-২৭

১। শ্রীকান্ত (১ম) -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। ঐ (২য়) খণ্ডিত—ঐ

৩। ঐ (৩য়)— ঐ

৪। মহিলা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৫। সারদামঙ্গল—বিহারিলাল চক্রবর্তী

৬। শকুন্তলা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৭। পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। কবিতাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। শরৎ-বন্দনা—নরেন্দ্র দেব

১০। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস—নবীনচন্দ্র সেন

১১। দুঃখ-নিশার শেষে—মনোজ বসু

১২। অগ্নিবীণা—নজরুল ইসলাম

১৩। প্রদীপ—অক্ষয়কুমার বড়াল

১৪। কুহু ও কেকা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৫। চয়ন—প্রমথভূষণ রায়চৌধুরী

১৬। ঈশ্বর সান্নিধ্যবোধের সাধনা—হরিশচন্দ্র সিংহ

১৭। বেদস্তুতি—বিহারীলাল সরকার

১৮। চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯। তত্ত্বজিজ্ঞাসা—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২০। কুরুপাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সং
২১। কাব্য-চয়নিকা দেবেন্দ্রনাথ সেন
২২। সীতার বনবাস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২৩। গল্পগুচ্ছ (প্রবেশিকা পাঠ্য সং)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪। গীতবীথিকা ঐ
২৫। প্রবাসী বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৮
২৬। ঐ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৮
২৭। ঐ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৯
২৮। ঐ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৯
২৯। ঐ বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৫০
৩০। ঐ বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৫২
৩১। ঐ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৩
৩২। ঐ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৫৩

শিশু সাহিত্য সংসদ ; ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯
১। চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
২। প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩। The foot print on the road to Indian Independence —Kalicharan Ghosh
৪। The Buddha and five after centuries—Sukumar Dutt
৫। Samsad English Bengali Dictionary.

শ্রীভূমি পাব্লিশিং কোং ; ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
১। অদৃশ্য জগৎ- সমরেন্দ্রনাথ সেন
২। মেয়েদের স্বাস্থ্য ঃ মেয়েদের ব্যায়াম—কানাইলাল সাহা
৩। সুন্দর-দুর্গম—নির্মলেন্দু গৌতম
৪। অরণ্য আসছে—গ্রা বালসুব্রমনিয়ন
৫। সাহিত্যের সীমানা—জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

শ্রীমৎ ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস ; ব্রহ্মময়ীধাম, পোঃ মাকড়দহ, জেলা-হাওড়া,
১। মন্ত্রযোগে পুরুষোত্তম লাভ—ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস
২। ঐ হিন্দী ঐ

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ ; ২বি, রামমোহন রায় রোড, কলি-৯
১। শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী—ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
২। জীবন পাথেয় ঐ
৩। পরমার্থ সঙ্গীতাবলী—নগেন্দ্রনাথ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীশ্রীনগেন্দ্র উপদেশামৃত ১ম—ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

শ্রীহরি প্রিণ্টার্স ; ১২২।৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৪

১। ছোট গল্প সংগ্রহ —প্রমথনাথ বিশী

সত্যজিৎ চৌধুরী ; ৯, বরদা রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগনা

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ —সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সং

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; হিন্দু স্কুল, ১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। গদ্য যাঁরা গড়লেন —সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২। যুগাবতার পীর গোরাচাঁদের পাঁচালি ঐ

৩। চিত্ত যাঁদের নিত্য মহান ঐ

৪। গীতায়ন —সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধীরঞ্জন অধিকারী

৫। পথের প্রীতি ঐ

সনৎ মিত্র ; ৬০, সত্যেন রায় রোড, কলি-৩৪

১। প্রভাতী তারা ডেভিড হেয়ার —সনৎ মিত্র

সন্দীপ রায় ; ক্যালকাটা ফিল্‌ম সার্কল, ১৪, আর. জি. কর রোড, কলি-৪

১। চিত্রায়ন, ৩য় সংকলন, এপ্রিল-জুন, ১৯৭৮ (২ কপি)

১। ঐ, ৪র্থ সংকলন, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৮

সরোজমোহন মিত্র ; ২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট—৫০, কলি-৫৪

১। পশ্চাৎপট —বনফুল

২। হিমালয়ের পথেপ্রান্তে —সরোজমোহন মিত্র

সাহিত্য অকাদেমী ; ব্লক ৫ বি, রবীন্দ্র সরোবর, কলি-২৯

১। Bankimchandra Chatterjee—S. C. Sengupta

২। Buddhadeva Bose—Alokranjan Dasgupta

৩। Tarasankar Bandyopadhyay—Mahasveta Devi

৪। Manik Bandyopadhyay—Saroj Mohan Mitra

৫। Raja Rammohan Roy—Soumyendranath Tagore

৬। Maharshi Devendranath Tagore—Narayan Chowdhury

৭। Kazi Nazrul Islam—Gopal Haldar

৮। Jibananda Das—Chidananda Dasgupta

৯। History of Dogri Literature—Shivnath

১০। History of Maithili Literature—Jayakanta Mishra

১১। ওয়ালডেন —হেনরী ডেভিড থরো। কিরণকুমার রায়, অনু°

১২। আমার জীবনস্মৃতি —লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

১৩। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত —জোনাথন সুইফট্। লীলা মজুমদার, অনু°

১৪। মনসামঙ্গল —কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সং

১৫। জীবী—পান্নালাল প্যাটেল

১৬। বৈষ্ণব পদাবলী—সুকুমার সেন, সং
১৭। চৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সুকুমার সেন
১৮। আত্মচরিত—ফকির মোহন সেনাপতি

সাহিত্য প্রকাশ ; ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
১। ফুটবলের সেরা ইয়াসিন—জয়ন্ত দত্ত
২। ভয় যেখানে ভয়ঙ্কর—বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী
৩। হীরাপান্না—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। চরৈবেতি—শঙ্কু মহারাজ

সাহিত্যালোক ; ৩২/৭, বীডন স্ট্রীট, কলি-৬
১। অধিকলাল—বনফুল
২। ভাষণ—ঐ
৩। মানসপদ্ম—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৪। সরযূ —ঐ
৫। শ্রাবণী—রানু মুখোপাধ্যায়
৬। অচেনা মুখ—শক্তিপদ রাজগুরু

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৬, গোস্বামী পাড়া রোড, কলিকাতা
১। দেবী—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীর চৌধুরী ; বৈষ্ণবঘাটা রোড, কলি-৪৭
১। সম্পর্কঃ কেন্দ্ররাজ্য—সুধীর চৌধুরী, সং

সুনীলকুমার ঘোষ ; ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক-১১, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ১০৭, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলি-৬৭
১। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র (২ কপি)—বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

সুনীল চক্রবর্তী ঃ ১০৭, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, ব্লক-৩, ফ্ল্যাট-২৫ কলি-৬৭
১। আমি মন্ত্রী হব—সুনীল চক্রবর্তী
২। টাকার রং কালো—ঐ

সুনীল দাস ; ৪৫/৫, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলি-৩৭
১। বিহারীলাল গোস্বামীর রচনাবলী—পরিমল গোস্বামী, সং

সুবিমল মিশ্র ; ১০৪, মদনমোহন বর্মন স্ট্রীট, কলি-৭
১। সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র, প্রদ্যোত সেনগুপ্ত,সং

সুবোধ সেনগুপ্ত ; আলি হায়দার রোড, টিটাগড়, ২৪ পরগনা
১। কখনো রৌদ্র কখনো মেঘ—চাঁদ সুলতানা
২। বর্দ্ধমান বিভাগ সমাচার, ১ম বর্ষ, ৩৪-৩৭ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৫ —স্বদেশ নন্দী, সং

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২৯, ইস্ট সেভেন ট্যাঙ্কস্ এস্টেট, কলি-২
১। তুমি কি এলে ? —রৈবতক (অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ; বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলি-৯

১। বন্দর কাশিমবাজার—সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

স্বপন বসু ; ১১৫এ, বালীগঞ্জ গার্ডেনস্‌, কলি-২৯

১। সতী—স্বপন বসু

হরিপদ চক্রবর্তী ; ১৭ডি/১এ, রাণী ব্রাঞ্চ রোড, কলি-২

১। রক্ততীর্থ—পঞ্চানন চক্রবর্তী

হরিপদ ভৌমিক ; পি ২৬১ (৬ এম), সি. আই. টি. রোড, কলি-৫৪

১। পুরশ্রী ঃ বিশেষ সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৫—সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, স°

২। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট,কলকাতা/কলকাতা বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৭ —সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, স°

হারাধন দত্ত ; বাল্টিকুরি গভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক-পি, ফ্ল্যাট-৯, বাল্টিকুরি, হাওড়া

১। সেকালের শিক্ষা গুরু—হারাধন দত্ত

হিমাংশু জানা ; ২০, ক্যানেল স্ট্রীট, কলি-১৪

১। প্রতিশ্রুত নই—হিমাংশু জানা

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ; ১/ডি, গৌরীবাড়ী লেন, কলি-৪

১। মানসপদ্ম—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

২। সরযু — ঐ

American Center ; 7, Jawharlal Nehru Rd. Calcutta-13

1. Major American Short Stories—A Walton Litz. *ed.*

2. The new international economic order : the north-south debate—Jagadish N. Bhagawati, *ed.*

Ananda Bazar Patrika Ltd. ; 6, Prafulla Sarkar St., Cal.-1.

১। পুরশ্চরণ রত্নাকর—মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

২। দেবী-যুদ্ধে চিন্তনীয়—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী

৩। বেদান্ত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

৪। শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী (৩য় খণ্ড) ; দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী —শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা

৫। ঈশ্বরসূত্র, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান/২ কপি—স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

৬। বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ—সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৭। ত্রৈপুর কথামালা—রাধামোহন দেববর্ম্মা ঠাকুর

৮। থেরীগাথা—ভিক্ষু শীলভদ্র

৯। বাদরায়ণ সূত্রের প্রয়োজনীয়তা—বাসনা সেন

১০। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য—নরেন্দ্রনাথ লাহা

১১। উপনিষৎ (১ম ভাগ)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১২। প্রভু জগবন্ধু—পরিমলবন্ধু দাস

১৩। মনোবিজ্ঞান—ইন্দুভূষণ মজুমদার
১৪। পায়ে পায়ে এতদূর—জ্যোতিভূষণ চাকী
১৫। প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত—নিত্যকৃষ্ণানন্দ অবধূত দেব
১৬। কর্ম্মযোগী—শ্রীঅরবিন্দ
১৭। স্মরণী—বাংলাদেশ ছাত্র লীগের জাতীয় সম্মেলন
১৮। জোনাক জ্বলে—ভক্তি দেবী
১৯। শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা
২০। শ্রীশ্রীশুকদেব কথামৃত (১ম ভাগ)—কালীপদ বিশ্বাস
২১। নেয়ামতকে বলেছিলাম—দীপংকর চক্রবর্তী
২২। রৌদ্রের মলাট—বিপ্লব চন্দ
২৩। অন্ধকার উপবন—অসীম বসু
২৪। ইষ্টি কুটুম মিষ্টি কুটুম—বিমল দে
২৫। যন্ত্রণার জন্ম ঃ জন্মের যন্ত্রণা—করুণাপ্রসাদ দে
২৬। ভাতে পড়লো মাছি—মুকুল চট্টোপাধ্যায়
২৭। কথা ও সুর—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২৮। মাটি ছেড়ে মহাকাশে—গোলোকেন্দু ঘোষ
২৯। জৈন দর্শনের রূপরেখা—পূরণচাঁদ শ্যামসুখা
৩০। সরোজিনী নাইডুর কবিতা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, অনু°
৩১। দণ্ডবিধি আইন—বিভূতিভূষণ মিত্র
৩২। বংশানুক্রমিতা—হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩৩। সুখমনী—গোকুল দাস
৩৪। প্রাচীন প্যালেস্টাইন—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩৫। মহাবিশ্বের রহস্য—বি. ভি. লিয়াপুনভ, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনু°
৩৬। বিজ্ঞান বিচিত্রা—উইলিয়াম এইচ. ক্রাউস, ধ্রুবজ্যোতি সেন, অনু°
৩৭। পৃথিবী ও আকাশ—আ. ভালকভ
৩৮। পরমাণু শক্তি—অমলেন্দু দাশগুপ্ত
৩৯। অণুর উত্তরায়ণ—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
৪০। নর-নারায়ণ—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪১। আত্ম-রামায়ণ—কালীবর বেদান্তবাগীশ
৪২। ব্রহ্মসূত্র—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৩। বিশ্বরহস্যে নিউটন ও আইনস্টাইন—মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
৪৪। রাজঘাট—যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৪৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—অসিতকুমার হালদার
৪৬। শ্রীশ্রীসদ্গুরু মহিমা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার
৪৭। গংগামাল ও কৃপণ ইব্লীস—মোক্ষদারঞ্জন বড়ুয়া
৪৮। ভারতীয় সমাজ

৪৯। আচারাঙ্গসূত্র ; প্রথম শ্রুত স্কন্ধ—হীরাকুমারী
৫০। নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
৫১। শ্রীমা—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
৫২। শ্রীশ্রীনারদ ভক্তিসূত্র—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৫৩। মনের বিচিত্র রূপ—স্বামী অভেদানন্দ
৫৪। সাহিত্য সমাজবাস্তববাদ—নগেন দত্ত
৫৫। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৫৬। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ; উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৫৭। আমার জীবনে অকটোবর—জীবন দে
৫৮। শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্করঃ—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৫৯। ইব্রীয় ধর্ম্ম—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
৬০। বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব—যোগেন্দ্রনাথ বাগচী
৬১। ১৯৬০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন [১৯৫০ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন]
—গোপালচন্দ্র নিয়োগী
৬২। বিলাতে বঙ্গনারী—প্রতাপচন্দ্র দত্ত
৬৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি
৬৪। ধনঞ্জয় জ্যোতিষী—অনিলচন্দ্র রায়
৬৫। অপ্রিয় সত্য—বামদেব তর্কতীর্থ
৬৬। বিন্ধ—ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
৬৭। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ
৬৮। ব্রহ্মবিদ্ বলরাম—বিজ্ঞানকিঙ্কর সুরেশ দাস
৬৯। আচার্য রাধাগোবিন্দনাথ স্মারকগ্রন্থ—জনার্দন চক্রবর্তী সং
৭০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ (১ম খণ্ড)
—সতী ঘোষ ও প্রভা রায়
৭১। যুগান্তর/শারদীয়া সংখ্যা—১৩৭৯
৭২। সাহিত্য পত্রিকা, ১০ম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা শীত ১৩৭৩
৭৩। ঐ, ১১শ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা ১৩৭৪
৭৪। অমৃত/শারদীয়া সংখ্যা/১৩৮২
৭৫। অমৃত/নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩
৭৬। অমৃত/ক্রীড়া বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৩
৭৭। Commerce/Annual no. 1974
৭৮। " /Annual no. 1975
৭৯। Impact of Science on Society. Vol. xvii (1967)
no. 3/Special issue on microbiology

৮০। List of Members of the House of the people
৮১। The centuries' poetry—Denys Kilham Roberts.
৮২। Gazette : International Journal. Vol. xii, no. 4, 1966
৮৩। Gazette : Do Vol. xii, no. 4, 1966
৮৪। Congress in evolution ; a collection of congress resolutions from 1885-1934 and important documents—D. Chakrabarty & C. Bhattacharya
৮৫। Rashtriya Panchang (English) ; Saka era 1886 (1964-65 A.D.)
৮৬। Glorious history of Koh-i-Noor—N. B. Sen
৮৭। Nazir Akbarabadi—Mohammed Hasan
৮৮। Burning decade—Paresh Dhar, *ed.*
৮৯। Issues and themes ; essays in American history and civilization
৯০। Pears encyclopaedia, 73rd ed.
৯১। Indian culture
৯২। Nibbana—Vappa Thera
৯৩। Raja Rammohan Roy and his contemporaries ; an exhibition from the Carey Library, Serampore College
৯৪। Mohenjo-Daro—N. C. Choudhury
৯৫। On art—Nandalal Bose
৯৬। Vivekananda Kendra Patrika, Vol. 7, no. 1
৯৭। Sri Aurobindo Mandir Annual, Jayanti no. 7, 15 Aug. ; 1948
৯৮। The record of Mrs. Indira Gandhi as Prime Minister
৯৯। Companion to the Constitution of India
১০০। Year of decisions 1945—Harry & Truman
১০১। The constitution of India, 1943—R. Gopalakrishnan
১০২। Supreme court notes ; annual index for Vol. ix
১০৩। Years of trial and hope, 1946-1953
১০৪। Philosophy of religion
১০৫। Rashtriya Panchang (English), Saka era 1894 (1972-73 A. D.)
১০৬। Fate anatomy, Pt. I—Niren Banerjee
১০৭। Verses—V. Balsubrahmanyam
১০৮। A Stranger called I—Pritish Nandy

১০৯। The Poetry of Kaifi Azmi—Pritish Nandy, *tr.*
১১০। Tales from Kalidasa—Suna K. Surveyor
১১১। The autobiography of Bulusu Venkateswarlu
১১২। True Knowledge—S. Radhakrishnan
১১৩। Vande Mataram—V. Rangarajan
১১৪। An Atlas of Current affairs—J. F. Horrabin
১১৫। উপনিষদের উক্তি—শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, সং
১১৬। স্বদেশ ও শিল্প—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১৭। দশকুমার চরিত—মহাকবি দণ্ডী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, অনুঃ
১১৮। বালজাক—যজ্ঞেশ্বর রায়
১১৯। লালন সাহিত্য ও দর্শন—খোন্দকার রিয়াজুল হক
১২০। সমাজ-মন—মানসী দাশগুপ্ত
১২১। গীতার কথা—নন্দদুলাল দত্ত
১২২। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র—প্রভাত বসু
১২৩। সরল হিন্দু ধর্মবিজ্ঞান (১ম—৪র্থ ভাগ)—সত্যেন্দ্রমোহন শর্মারায়
১২৪। সভ্যতার ক্রমবিকাশ—সরোজ সেন
১২৫। ফিরে আসা—পরিমল ঘোষ
১২৬। জন্মে প্রতিজন্মে—আশিস সান্যাল
১২৭। রমণী গোলাপ—সাধনা মুখোপাধ্যায়
১২৮। একটি মৃত্যু না জন্মান্ত—সুনীল দাস
১২৯। চলার পথে—মাণিক গঙ্গোপাধ্যায়
১৩০। হর্ষচরিত—বানভট্ট, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, অনুঃ
১৩১। লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস
১৩২। দৌত্য কার্য—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৩। জয় বাংলা—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
১৩৪। বর্ত্তিকা, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, ১৯৫০—শ্রীঅরবিন্দ মন্দির
১৩৫। ঐ, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ২৭, ১৯৫০ ঐ
১৩৬। একবিংশ বর্ত্তিকা—২৪ এপ্রিল, ১৯৪৮ ঐ
১৩৭। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র—প্রভাত বসু
১৩৮। আমার নিজস্ব কোন দুঃখ নেই—অনন্ত দাশ
১৩৯। বর্ণাশ্রম—প্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী
১৪০। সন্ন্যাস ও গীতার ধর্ম (১ম খণ্ড)—জীবানন্দ গোস্বামী
১৪১। সুর সপ্তক—ধীরেন বসু
১৪২। মর্মবাণী—স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী
১৪৩। নতুন গল্প—সুব্রত নিয়োগী ও সমীরকান্তি বিশ্বাস
১৪৪। নীল পদ্মের সন্ধানে—দেবেন সরকার ও রেবা সরকার

১৪৫। গদ্যচিন্তা—সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৬। ইহলোক ও পরলোক—শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৪৭। সারাঙ্গাবাদ গ্রামের নাট্যচর্চা ও কয়েকটি নাট্যপ্রবন্ধ—নকুড়চন্দ্র মিত্র

১৪৮। নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস—সৈয়দ কওসর জামাল

১৪৯। দশটি গল্প—শেখর বসু

১৫০। কোটি পাতার ছন্দ—সন্দীপকুমার ঠাকুর ও অন্যান্য

১৫১। প্রতিশব্দ—শশাঙ্ক হাইত

১৫২। ওঙ্কার কথামৃত (২য় খণ্ড)—কিঙ্কর অজিতকুমার

১৫৩। যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা (২য় খণ্ড)—রনজিৎ ঘোষ

১৫৪। সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা—অশোক মিত্র

১৫৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম ভাগ আলোচনা)—ব্রহ্মচারী [illegible]

১৫৬। শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (১ম খণ্ড, ব্রজলীলা)—জিজ্ঞাসু

১৫৭। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব বা রহস্যবিদ্যা—সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৫৮। সীতা পরিচয়—ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৯। পরার্থ কাব্য—কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৬০। যোগীরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—গঙ্গানন্দ

১৬১। আমার দুখিনী বাংলা—জীবন সরকার ও সুশীল পাঁজা

১৬২। এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ—ব্রায়ান ক্রোজিয়ার

১৬৩। বৌদ্ধ ধর্ম—ভিক্ষু সুবিমল বিদ্যারত্ন

১৬৪। শ্রীশ্রীযুগাচার্য সঙ্গ ও উপদেশামৃত/১ম খণ্ড

১৬৫। শিবসাগৰ নাট্যসমাজৰ ইতিবৃত্ত ; সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুজা (অসমীয়া)
—সহজানন্দ ভৰালী

১৬৬। জলে দেশ মে দেশী ভাষা (হিন্দী)—যশপাল সিংহ

১৬৭। বাপু কী প্রেম প্রসাদী (হিন্দী)—ঘনশ্যামদাস বিড়লা

১৬৮। Lawrence Bautteman's "Kanchanjanga" ; a critical monograph—Sukanta Chaudhuri

১৬৯। Non-violance in peace and war, Vol. II—M. K. Gandhi

১৭০। Renascent India (nineteenth century)
—R. C. Mazumdar

১৭১। Congress Presidential speeches ; a selection
—Sankar Ghosh, ed.

১৭২। The Future that was—Urmila Haksar

১৭৩। Malik Ram Felicitation Volume—S. A. J. Zaidi

১৭৪। Soviet attitude towards China ; pacts and facts
—Stanley Powell

১৭৫। Seminar on recent advances in Fertilizer Technology, 1972

১৭৬। The Calcutta stock exchange official yearbook ; 1964.
১৭৭। Two-unit monetary system—Puroshottam Shroff
১৭৮। As the tri-colour flies. part I—Jaladhar Biswas
১৭৯। Meditation ; Monks of the Ramkrishna order
১৮০। Mystics and men of miracles in India—Mayah Balse
১৮১। Unakoti—Directorate of Education, Tripura
১৮২। Leaders of India—Yusuf Meherally
১৮৩। Your story and mine ; an introduction to the Mahabharata—T. C. Gobindan
১৮৪। Rabindra Parishad, Silver Jubilee ?
১৮৫। আমরণ অনশন—বেংকটেস কুলকারণি
১৮৬। পত্থর—গীতা কুলকারণি
১৮৭। পাম্পাস না প্লাতা—কমল তরফদার
১৮৮। শ্রীমদ্ভগদগীতা (১৩শ খণ্ড)—অনিলবরণ রায়
১৮৯। স্তুতিধারা—রামকৃষ্ণ দাস
১৯০। বর্তমান সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা—স্বামী সিদ্ধানন্দ
১৯১। পুরাতনী ঐ
১৯২। মর্ম্মবেণু ঐ
১৯৩। বিশ্লেষণ—হরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৪। ভালোবাসা দূরের শহরে—শিশির কর
১৯৫। সাহিত্য সমীক্ষা—বরুণকুমার চক্রবর্তী
১৯৬। তপস্যা চতুষ্টয় ও মুক্তি চতুষ্টয়—শ্রীমা
১৯৭। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ—ললিতকুমার সেন
১৯৮। বেদান্ত-রহস্য—বসন্তকুমার সেনগুপ্ত
১৯৯। ব্রহ্ম-বিদ্যা-সাধন বা প্রাণ উপাসনা—ওঁকারানন্দ সরস্বতী
২০০। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (৮ম খণ্ড)—অনিলবরণ রায়
২০১। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা—নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
২০২। প্রভুপাদ শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ
২০৩। নিগম স্মৃতিরেখা—স্বামী সিদ্ধানন্দ
২০৪। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমমাধুরী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—মদনমোহন ভক্তি সিদ্ধান্ত
২০৫। জপসূত্রম (৫ম খণ্ড)—স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী
২০৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান—শ্যামানন্দ গোস্বামী
২০৭। পরম ধর্ম—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন
২০৮। সংক্ষিপ্ত সরল সাংখ্যদর্শন—গোকুলচন্দ্র দে
২০৯। জৈন দর্শনের রূপরেখা—পূরণচাঁদ শ্যামসুখা
৩১০। সংগীত-সার-সংগ্রহ—ঘনশ্যামদাস

২১১। সংক্ষেপে মহাভারত বা মহাভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা/আদিপর্ব
-তারাপ্রসন্ন দেবনাথ ।

২১২। প্রিয়াকৃতি—ভোলানাথ নাথ

২১৩। আলোকিত মেঘ—প্রশান্ত দাস

২১৪। ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান (১ম খণ্ড)—সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

২১৫। ধাত্রীবিদ্যা—আর, গুপ্তা

২১৬। অর্ঘ্য—১৩৬৫

২১৭। পূর্বরাগ—অসীম চক্রবর্তী

২১৮। কোমল দূর্বা—শারদীয়া, ১৩৮৪

২১৯। A study of the problem of coking coal in India
—A. Lahiri

২২০। Smile a while—M. Vishwanath

২২১। Report of the Energy survey of India comittee

২২২। Madhur Bhasa ; Census of India, West Bengal
& Sikkim, 1961

২২৩। Upper Pedong, Census of India, West Bengal
& Sikkim, 1961

২২৪। The winds of silence—Prithwi Singh Nahar

২২৫। When two great hearts meet—E. De Meulder

২২৬। Profile of a college, 1972

২২৭। Humayun Kabir ; a political biography—Dipankar Datta

২২৮। Rights & responsibilities of Government Servants—
Kalicharan Patnaik

২২৯। St. Paul's Cathedral Mission College/Golden Jubilee
commemoration volume, 1900—1950

২৩০। The charts of the existing conditions of the Chinese
Communists, Vol. II

২৩১। Handbook of tanning—Rai B. M. Das Bahadur

২৩২। Our problems and their solution, pt. II
—Sudhir Chandra Ray

২৩৩। Western influence in Bengali literature—Priyaranjan Sen

২৩৪। Statistical survey of Japan's economy

২৩৫। The nowhere man—Pritish Nandy

২৩৬। The springtime of freedom—William Mc cord

২৩৭। A portrait of the German Chancellor—Willy Brandt

২৩৮। Lahiri's Indian ephemeris of planet's positions
for 1979 A. D.

২৩৯। Metaphysics—Ashoke Kumar Bhattacharya

২৪০। Economics for Democrats—Geoffrey Crowther

২৪১। Lahiri's Indian ephemeris of planet's positions for 1968 A. D.

২৪২। Our problems and their solution, Part I —Sudhir Chandra Ray

২৪৩। Our problems and their solution, part III —Sudhir Chandra Ray

২৪৪। The esoteric character of the Gospels—H. P. Blavatsky

২৪৫। The Giraffe Flames—Sunil Gangopadhyaya, tr. by—Pritish Nandy

২৪৬। Who's who of Indian Martyrs, vol. I

২৪৭। A chain of glass beads—Arun Kumar Chaudhury & Prabhat Nath Ghosal

২৪৮। The China Quarterly, no. 32, Oct.-Dec., 1967

২৪৯। জীবন দক্ষতা (হিন্দী)—হরিকিশনদাস অগ্রবাল

২৫০। সীমন্তিনী—বিপন্নপালক বসু

২৫১। হে বন্ধু, হে প্রিয়—অমিতাভ চৌধুরী

২৫২। গাঙ ময়না—রাধেশ্যাম কর্মকার

২৫৩। আলোচনা/অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

২৫৪। কবিতা আবহমান—শান্তিময় মুখোপাধ্যায়

২৫৫। পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা—স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

২৫৬। সংস্কৃতি পরিক্রমা/শারদীয়/ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৩

২৫৭। কৃষক পঞ্চায়েত পত্রিকা/শারদীয়া ১৩৮৩

২৫৮। Le 24/দ্বিভাষিক সাহিত্য সংকলন (বাংলা-ফরাসী) ৬ষ্ঠ সং, (oct. 1976)

২৫৯। ইতিহাস (প্রবন্ধ)—সুনীলকুমার গুহ

২৬০। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধে চতুর্বিংশখণ্ডম্

২৬১। ঐ ১০ম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশখণ্ডম্

২৬২। শ্রীমদ্ভাগবতম্

২৬৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্; ২য় খণ্ড, দশম স্কন্ধ

২৬৪। বাল্মীকি-রামায়ণ—শিশিরকুমার নিয়োগী ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনু°

২৬৫। গীতি-মঞ্জুষা—বিজয়গোপাল গোস্বামী

২৬৬। সম্বোধির পথে—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

২৬৭। মায়ের গান—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

২৬৮। মুণ্ডকোপনিষদের সাধনপথ—অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬৯। দেবায়ন ; ৩য় ও ৪র্থ ভাগ—ডাঃ হাজারী

২৭০। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—পদ্মিনী সেনগুপ্ত
২৭১। পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ—অনিলবরণ রায়
২৭২। এজরা পাউন্ডের নির্বাচিত কবিতা—সুশীলকুমার দাশগুপ্ত, অনু°
২৭৩। বালার্ক/শারদ সংকলন, ১৩৮৩
২৭৪। সবুজ অবুঝ/শারদ সংখ্যা ১৩৮৩
২৭৫। রুদ্রবীণা/শারদ সংখ্যা/১৩৮৩
২৭৬। রূপায়ণ/শারদ সংকলন/১৩৮৩
২৭৭। লালন স্মরণিকা, লালন দ্বিশততম জন্ম স্মরণোৎসব সংকলন/১৯৭৬
২৭৮। পাহাড়ের প্রেম, সিকিম সংখ্যা, ২য় অর্ঘ্য/১৩৮৩
২৭৯। চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯
২৮০। স্বদেশ/শারদীয়া/১৩৮৩
২৮১। পাক্ষিক স্বপ্ন সবুজ/শারদীয় ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৩
২৮২। মুক্ত পত্র/শারদীয়া/১৩৮৩
২৮৩। সাগরপারে/শারদীয়া/১৯৭৬
২৮৪। উন্মেষ/১ম বর্ষ, সংকলন ৩, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০
২৮৫। নির্জন রাখাল/সংকলন ১/আশ্বিন ১৩৮৩
২৮৬। সাগরপারে/শারদীয়া/১৩৮৪
২৮৭। পল্লীরূপা/শারদীয়া/১৩৮৩
২৮৮। সাপ্তিক, বাৎসরিক সাহিত্য সংকলন/১৩৮৩
২৮৯। ছায়াপথ/শারদীয়া/১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৮৪
২৯০। কিছুক্ষণ/শারদীয়া ২য় বর্ষ ১৯৭৭
২৯১। Durgapuja Annual/1976
২৯২। রূপসা/শারদীয়া ১৩৮৩
২৯৩। প্রগতি শারদীয়া/১৩৮৩
২৯৪। স্বাস্থ্য সাময়িকী/৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা/জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
২৯৫। চন্দনা/৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা/অক্টো-নভেম্বর, ১৯৭৬
২৯৬। ভুবন/৮ম বর্ষ, ৫-৬ষ্ঠ সংখ্যা শারদীয়া/১৩৮৩
২৯৭। সমীক্ষা/শারদীয়া সংস্কৃতি সংকলন/১৩৮৩
২৯৮। সম্প্রতি/শারদীয়া/১৩৮৩
২৯৯। নবায়ন/৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর; ১৯৭৬
৩০০। জগদ্বন্ধু বার্তা/শারদীয়া/১৩৮৩
৩০১। কিশলয়/১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা/১৩৮৩
৩০২। সত্যভামা/শারদ সংকলন/১৩৮৩
৩০৩। কাণ্ডারী/ঈদ ও শারদ সংকলন/১৩৮৩
৩০৪। একাল/১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা/কার্তিক, ১৩৮৩
৩০৫। স্পুটনিক/শারদ সংখ্যা/১৩৮৩

৩০৬। সৃষ্টি/অক্টোবর ; ১৯৭৭
৩০৭। পল্লব/মুদিয়ালী বিদ্যালয় পত্রিকা
৩০৮। পলাশ/১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা/১৯৭৬
৩০৯। শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ স্মৃতিচয়ন/১ম পর্যায়—স্বামী আত্মানন্দ
৩১০। দীঘার স্মৃতি—অশ্রুমতী
৩১১। সামনে প্রিয়তম পথ—রাণা চট্টোপাধ্যায়
৩১২। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত আবহমান বাংলাদেশ—সুনীল ভট্টাচার্য
৩১৩। ধ্যানকম্পায়ন/১৩৮২
৩১৪। ছন্দে বাইবেল সার—কে. এন. দাস
৩১৫। সমাজ ও সংস্কৃতি—রসময় সুর
৩১৬। বালক ব্রহ্মচারীর বাণী সংগ্রহ—অজিত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য, সম্পা°
৩১৭। ওঁ ধর্ম্মগ্রন্থ, খণ্ড-১—প্রভুরাম চট্টোপাধ্যায়
৩১৮। গীতিমাল্য, ১ম খণ্ড—কেনারাম সাধু খাঁ
৩১৯। গীতাসার বা সরল গীতা—রাধাশ্যাম বাগচী
৩২০। সাধন-বাণী—স্বামী আত্মানন্দ
৩২১। শ্রীশ্রীতুলসী মহিমামৃত—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৩২২। দণ্ডালিকা বা পথের সন্ধান, ২য় খণ্ড—ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩২৩। নতুন শ্রেণী—মিলোভান জিলাস্
৩২৪। গীতাসার—স্বামী অসীমানন্দ
৩২৫। স্তোত্ররত্নাবলী (সংস্কৃত)
৩২৬। দিশোপনিষদ্ (সংস্কৃত)—অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩২৭। হিন্দুধর্মরহস্যম্ বা সর্বধর্মসমন্বয়ঃ (সংস্কৃত)—প্রণবকুমার ভট্টাচার্য
৩২৮। The Economist diary
৩২৯। The State of food and agriculture
৩৩০। Report of the study group on estimates of requirements of women workers 1958-66—Planning Commission
৩৩১। Ten Years of Pakistan, 1947-1957
৩৩২। Love : ancient and modern—S. K. Potti
৩৩৩। The Story of the Ernakulam Experiment in family planning
৩৩৪। The Constitution of India
৩৩৫। The Great Secret
৩৩৬। Egypt in evolution—Rene Francis
৩৩৭। Bhavanopanishad—S. Mitra
৩৩৮। Chamundesvari : Temple in Mysore —B. B. Goswami & S. G. Morab

৩৩৯। Moan You—Swami Pratyagatmananda Saraswati
৩৪০। The Message of Dr. Radhakrishnan, pt. I
—Bhupendra Nath Roy
৩৪১। The House of the Tagores
৩৪২। Pakistan's new attempt to grab Kashmir
৩৪৩। Assignment Children, 30, April-June
৩৪৪। Central Mining Research Station/Annual report,
1965-1966
৩৪৫। Reconstructing or distotring the Nation's economy
—Radhakrishna Khanna.
৩৪৬। The Amsterdam school—J. J. Vriend
৩৪৭। Rastriya Panchang, 1968
৩৪৮। Book selection—A. K. Mukherjee
৩৪৯। Book selection—B. Sengupta

Asian Cultural Centre for Unesco, Fukuromachi, Shirjuka,
Tokyo, 162, Japan

১। Directory of cultural organisations and institution
in Asia—1977

K. K. Birla, Birla Building, 9/1, R. N. Mukherjee Rd, Cal-700001

১। With Dr. B. C. Roy and other chief ministers
(a record upto 1962)—Saroj Chakrabarty
২। With West Bengal Chief ministers : Memoirs 1962
to 1977—Saroj Chakrabarty
৩। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে [সুরাওয়ার্দি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত :
১৯৪৭-৬২ ; ১ম খণ্ড—সরোজ চক্রবর্তী]

National Library, Cal-27

১। At the sign of cat and racket—H. De Balzac
২। The Chauans—H. D. Balzac
৩। Self, thought and reality—A. C. Mukherji
৪। About Catherine de' medici—H. De Balzac
৫। The Unconcious mummers— "
৬। The Atheist's mass — "
৭। The country Parson — "
৮। The country doctor — "
৯। The Peasantry — "
১০। Testamentary succession in India—Gilbert S. Henderson

১১। The Code of criminal procedure—Sir H. T. Prinsep, kt.
১২। A Textbook of pathology—William Boyd
১৩। Old goriot—H. De Balzac
১৪। Bridging the gulf—An Indian
১৫। The Member for arcis—H. De Balzac
১৬। Lost illusions — ,,
১৭। The Lily of the valley ,,
১৮। The Thirteen — ,,
১৯। Modeste mignon — ,,
২০। The Quest of the absolute ,,
২১। A Mariage settllement ,,
২২। A Harlot's Progress, vol. 2 ,,
২৩। Cousin pons ,,
২৪। A Harlot's progress, Vol. 1 „
২৫। The Jealousies of a country town— ,,
২৬। History of the communist party of the Soviet Union
—Andrew Rothstein & Clemens Dutt
২৭। Miscellanies : literary and historical—Lord Roseberry
২৮। Ancillary Physics—P. Savarimuthu & P. Prabhakaran
২৯। Photography—S. K. Khan
৩০। Celebrated crimes, vol. I—Alexander Duma
৩১। Man and his environment—B. Lyapunor
৩২। Some Yugoslav novelists—Aleksander Vuco
৩৩। Slavery in India—Amal kr. Chattopadhyay
৩৪। 'The Rise of the Dutch Republic—John Lothrop Motley
৩৫। Happiness and peace for the peoples
৩৬। Celebrated crimes, Vol. 2—Alexander Duma
৩৭। The Question of judicial and executive separation and
better training of judicial officers—Provas Chandra Mitra
৩৮। Adentures of ideas—Alfred North Whitehead
৩৯। Subsidiary Physics—P. Savarimuthu & P. Prabhakaran
৪০। Ballet—George Amberg
৪১। Mac Millan's school certificate & matriculation
French course, part 2—Otto Siepman
৪২। Dreamer—Asoke Sen
৪৩। ...in the performance of duty—Yulian Semyonov

৪৪। The Principles of the Hindu law of inheritance
—Rajkumar Sarvadikari

৪৫। Pathological history—Robertson F. Ogihie

৪৬। The Letters of Queen Victoria 1837-1861, Vol. 2 : 1844-1853—Arthur Christopher Benson & Viscount Esher, *eds.*

৪৭। Jesting Pilate—Aldous Huxley

৪৮। Vaidya Yoga Ratnabali—Pandit Mulugu Ramalingayya

৪৯। A History of Greece, vol. 7—George Grote

৫০। The Road to life, pt. I – A. S. Makarenko

৫১। Prophet of Islam and his teachings
—Maulavi Abdul Karim

৫২। Types of ethical theory—James Martinian

৫৩। Memoir of the bobotes—Joyce Cary

৫৪। Reminiscences of Marx and Engels

৫৫। The letters of Queen Victoria 1837-1861, Vol. 3 : 1854-1861—Arthur Christopher Benson & Viscount Esher, *eds.*

৫৬। The Letter of Queen Victoria 1837-1861, Vol. 1 : 1837-1843—Arthur Cristopher Benson & Viscount Esher, *eds.*

৫৭। The Holy Bible

৫৮। A Manual of ethics—John S. Mackenzie

৫৯। Anatomy : deseriptive and applied, 26th *ed.*
—Henry Gray

৬০। An Outline of American history

৬১। Everest : is it conquered—S. N. Goswami

৬২। The Rosenberg case—S. Andhil Fineberg

৬৩। The road to happiness and prosperity

৬৪। The scientific religion—Mohammed Naquib

৬৫। Moscow is not my mecca—Jan Crew

৬৬। Whither Germany ?—Walter Ulchrist

৬৭। The political madhouse in America and nearer home
—Bernard Shaw

৬৮। For the benefiit of man, Soviet land booklets

৬৯। Memoirs—Franz Vop. Papen

৭০। Her Privates We—Frederic Manning
৭১। The road to life, pt. 3—A. S. Makarenko
৭২। European population transfers—Joseph B. Schechtman
৭৩। Capital—Karl Marx
৭৪। Health and longevity—A. C. Selmon
৭৫। Exploration fawcett—Lt. Col. P. H. Fawcett
৭৬। Who's who in America, Vol. 26

P. K. Ghosh, Hony. Secy ; Hind Kusht Nivarani Sangh,
94, Chittaranjan Avenue, Cal-12

১। যুগভেরী, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ১-৪, ১৯৭৮ ; ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৭
২। নতুন আলো, ১ম বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৪
৩। ,, , ২য় বর্ষ, ২য়-৩য় ,, ১৯৭৬
৪। ,, , ৩য় বর্ষ, ১ম-২য় ,, ১৯৭৬

Registrar of Publications, Govt. of W. Bengal ;
60B, Chowringhee Rd., Cal-20

১। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস ঃ ১ম—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
২। ফুলপরী—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৩। মেঘদূত—সাবিত্রী দত্ত
৪। নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী—সত্যানন্দ
৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৬। Collected works of Nalini K. Gupta, Vol. 2
৭। গীতি অর্ঘ্য—রবি গুপ্ত
৮। সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ—ধীরেন্দ্রনাথ বসু
৯। রাগপ্রধান—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
১০। বর্ন ফ্রী—জয় অ্যাডামসন, আনন্দ ভট্টাচার্য, অনূ°
১১। লাল নীল—প্রণব রায়
১২। চল যাই চাঁদের দেশে—মৃত্যুঞ্জয় গুহ
১৩। ভূতের পাল্লায়—সুরজিৎ মজুমদার
১৪। শতপত্র—যজ্ঞেশ্বর শর্মা
১৫। একদা শারদ প্রভাতে—জেমস হেডলী চেস। পরমভট্টারক লাহিড়ী, অনূ°
১৬। অদ্বিতীয় ঘনাদা—প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৭। হিমালয়ের টানে—অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮। ঘনাদার গল্প—প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৯। মাঝি—পরেশ ভট্টাচার্য
২০। পটভূমি—প্রলয় সেন
২১। বিদ্যাসাগর ঃ সার্ধ শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ—গোলাম মুরশিদ

২২। The City—Eliel Saarinen
২৩। ইতিবৃত্ত—সুবোধকুমার রায়
২৪। পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
২৫। হিন্দু ষড়-দর্শন—প্রত্যাগাত্মানন্দ
২৬। মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস
২৭। এক কিলো আটা—গৌরহরি মণ্ডল
২৮। নর্মদা আবার—নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়
২৯। বিদুষী বাক্—মনীশ ঘটক
৩০। যাত্রাগানে রামায়ণ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩১। পতিপত্নীর ধর্ম—সিন্ধুরাণী চৌধুরানী
৩২। রক্তের বদলে—মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
৩৩। বেদের পরিচয়—যোগীরাজ বসু
৩৪। কবিতার চিত্রিত ছায়া—বার্নিক রায়
৩৫। ঋণ পরিশোধ—শ্যামা দেবী
৩৬। The recovering of confidence.
৩৭। The Indian technique of clay modelling—Barna
৩৮। Gopichandra Nataka—T. Mukherjee
৩৯। হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
৪০। সাগরদাঁড়ী—প্রেমেন্দ্র মিত্র
৪১। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২। পুরুষ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩। History of Tipoo Sultan—M. Hassan
৪৪। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—সত্যব্রত দে
৪৫। এশিয়ার সাহিত্য—নিখিল সেন
৪৬। Introduction to Constitution to India—D. Bose
৪৭। সূর্যমুখী—অরুণ গুপ্ত
৪৮। Dhvanyaloka
৪৯। চয়নিকা ১৩৬২
৫০। দশচক্র—শান্তি বসু
৫১। চক্রবাক—রমেশ সেন
৫২। মরিয়ম—গোলাম কুদ্দুস
৫৩। স্বর্ণগোধূলী—আশা গঙ্গোপাধ্যায়
৫৪। কল্যাণী—শ্রীকুমার
৫৫। দিব্যদৃষ্টি—সুধাংশু গুপ্ত
৫৬। পথ ও পাথেয়—সরলা বসুরায়
৫৭। দার্শনিক প্রবন্ধাবলী—নগেন্দ্র নাথ

৫৮। বিমান বিশারদ—দেবব্রত বসু
৫৯। বাংলার স্ত্রী-আচার—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
৬০। পত্ররাগ—চিন্ত ভট্টাচার্য
৬১। বনমল্লিকা—নলিনীকুমার দে
৬২। পঞ্চাশবছর পরে—হৃষীকেশ হালদার
৬৩। বেদবাণী ঃ ২৩শ খণ্ড—সরলা দেবী চৌধুরাণী, সম্পা°
৬৪। কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ
৬৫। পারস্য ভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস
৬৬। A visit to New China—Saila Mukherjee
৬৭। তালবেতাল—স্বপনবুড়ো
৬৮। পৃথিবীর ঠিকানা -অমল দাশগুপ্ত
৬৯। বজ্রনাভ—ব্রজেন্দ্র দে
৭০। মাটির বেহালা—অরুণ সান্যাল
৭১। সন্ধি—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৭২। মঞ্জীর—সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স°
৭৩। এলেম নতুন দেশে—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ
৭৪। কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৭৫। তৃতীয় নয়ন—পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য
৭৬। দুরন্ত নদী—আনা লুই স্ট্রং
৭৭। দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউল—প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী
৭৮। আশায় বাঁধে ঘর—বিশ্বনাথ মজুমদার
৭৯। The Sle of Lanka—J. Vijaytunga
৮০। Studies in the literature of Assam—Suryya Kumar Bhuyan
৮১। ছুটি—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৮২। ভাগফল—অজিত দাস
৮৩। সুন্দরের পিয়াসী—সুমথনাথ ঘোষ
৮৪। দেশে দেশে চলি উড়ে—দিলীপকুমার রায়
৮৫। ইস্পাতের স্বাক্ষর—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
৮৬। স্মৃতির রেখা—মহাদেব বর্ম্মা
৮৭। রবীন্দ্রলাল রায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
৮৮। বিপ্লব যুগের যুগল বলি—রাজকমল নাগ
৮৯। সোভিয়েত নাট্যশিল্প—গেন্নাদি অসিপভ
৯০। India through Chinese eyes—S. Sen
৯১। History of Candellas—N. S. Bose
৯২। এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং
৯৩। মানুষ মাটি সমুদ্র—ম্যাকসিম্ গোর্কি। আনন্দ দাশগুপ্ত, অনু°

৯৪। সাহিত্যিক—পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য
৯৫। বাংলার পত্রসাহিত্য—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬। নীলতারা ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম
৯৭। সপ্তপদী—প্রেমেন্দ্র মিত্র
৯৮। আঁখিতে রহ গো—আশিস গুপ্ত
৯৯। প্রাথমিক শিক্ষা—রেণু মিত্র
১০০। Iron ores of India—Krishnan
১০১। Glimes of Tagore's Poems—K. Ray
১০২। আরাবল্লীর আড়ালে—জ্যোতির্ময়ী দেবী
১০৩। বিসর্পিল—প্রেমেন্দ্র মিত্র
১০৪। শিখার ছদ্মবেশ—প্রভাবতী দেবী
১০৫। মালিকা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
১০৬। বুদ্ধ প্রসঙ্গ—মহেশচন্দ্র ঘোষ
১০৭। জনসম্রাট—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১০৮। ভালোবাসার ইতিকথা—শিবরাম চক্রবর্তী
১০৯। ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১০। বাংলার সাহিত্য—নারায়ণ চৌধুরী
১১১। সংঘাত—পার্থ চৌধুরী
১১২। বাপুজী—মহাদেব শর্ম্মা
১১৩। সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী (২য়) [বসুমতী সং]
১১৪। বন্যা এলো বাংলায়—প্রসাদ ভট্টাচার্য
১১৫। মাটির মায়া—সুধাংশুশেখর বাগচী
১১৬। বিদেশী নাটিকা—সুলতা কর
১১৭। মীরাবাঈ—অনাথ বসু
১১৮। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য—বাসুদেব মাইতি
১১৯। রম্যাণী বীক্ষ্য (সৌরাষ্ট্র)—সুবোধ চক্রবর্তী
১২০। ঝরা পাতার মত—দধীচি মৈত্র
১২১। সায়াহ্ন—প্রবোধকুমার সান্যাল
১২২। পরিচয়—শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৩। ব্রহ্মগীতোপনিষদ—কেশবচন্দ্র সেন
১২৪। Women's education in Eastern India —Jogesh ch. Bagal
১২৫। প্রভাতী—প্রভাবতী দেবী
১২৬। রাজেশ্বরী শতবার্ষিকী
১২৭। কালিদাস কাব্য—তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
১২৮। সব সত্যি— ভীম ভাদুড়ী
১২৯। রাঙাধানের খৈ—অন্নদাশংকর রায়

১৩০। শুভদৃষ্টি—পত্রনবীশ
১৩১। গাঁয়ের মাটির গান—শান্তি পাল
১৩২। ঘর—সঞ্জয় ভট্টাচার্য
১৩৩। সাতসমুদ্দুর (১৯৫৬) (বার্ষিকী)
১৩৪। দেবীযুদ্ধের কাহিনী—পরেশ ভট্টাচার্য
১৩৫। সরস্বতী স্টু স্টোর্স—নির্মল ভট্টাচার্য
১৩৬। পরিক্রমা—তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৭। ভিনদেশী ফুল—আলোক সরকার
১৩৮। শবরী—দেবদাস পাঠক
১৩৯। মা—ম্যাকসিম গোর্কি। অশোক গুহ, অনু°
১৪০। স্বপনবুড়োর শৈশব—স্বপন বুড়ো
১৪১। বীরবাহাদুর—দক্ষিণারঞ্জন বসু
১৪২। রবীন্দ্রদর্শন (১ম)—সুরেন্দ্রনাথ বসু
১৪৩। পেট্রিয়ট—পার্ল বাক
১৪৪। ঝড়ের পাখি—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
১৪৫। ঐতিহাসিক শ্যালক—শীতাংশু মৈত্র
১৪৬। বাংলার বিবেক—বিধায়ক ভট্টাচার্য
১৪৭। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন—প্রবাসজীবন চৌধুরী
১৪৮। ছোটদের কাহিনী—রবীন্দ্র বসু
১৪৯। কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র
১৫০। New India's Rivers—H. C. Hart
১৫১। দীপায়ন—নকুলেশ্বর পাল
১৫২। চতুর্ভুজের স্বাক্ষর—হেমেন্দ্র রায়
১৫৩। জনসেবক বিধানচন্দ্র—মধুসূদন মজুমদার
১৫৪। শিশু পরিবেশ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
১৫৫। লীলাবসান—ব্রজেন্দ্র দে
১৫৬। সিঁথির সিঁদুর—জলধর চট্টোপাধ্যায়
১৫৭। বাসিফুলের মালা—আশিস বসু
১৫৮। আমার দেখা ডেনমার্ক—মন্মথনাথ রায়
১৫৯। কিশোর সঙ্ঘ—মণীন্দ্র দত্ত
১৬০। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতি
১৬১। আষাঢ়ে-শ্রাবণে—মোহিত চট্টোপাধ্যায়
১৬২। কিশোর গ্রন্থাবলী : ২য় খণ্ড—ধীরেন্দ্রলাল ধর
১৬৩। তিন আকাশ—রমানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬৪। আলোছায়া—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৬৫। সর্বানন্দ জীবনালেখ্য—নরেশ ভট্টাচার্য

Riddhi-India , 28, Beniatola Lane, Cal-9

১। Iswarchandra Vidyasagar and his elusive milestones —Asok Sen

২। Counter-point, Vot. I : Calcutta—Alok Ray, *ed.*

৩। History of Indian Criminal law : Background—Tapas kr. Banerjee

৪। The last days in England of the Rajah Rammohun Roy —Mary Carpenter ; *ed.* by Swapan Majumdar

৫। General biography of Bengal celebrities, both living and dead—Ramgopal Sanyal ; *ed.* by Swapan Majumdar

৬। Sanskrit and modern Medical vocabulary : a comparative study—Asoke K. Bagchi

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

১ম খণ্ড : টা. ১৫·০০

২য় খণ্ড : টা. ২৫·০০

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ৮·০০

২য় খণ্ড : টা. ৭·৫০

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড : টা. ১২৫·০০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।